

ক-২৪৬

THE

ENGLISH READER

NO. 11.

TRANSLATED INTO BENGALÍ.



কলিকাতা কলম্বক সোসাইটী প্রণীত উপর্যুক্ত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

গদ্য পাঠ্য গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ।

CALCUTTA.

PRINTED FOR THE PROPRIETOR BY ESSURCHUNDER ROSE,
AT THE ANGLO-INDIAN UNION PRESS, CHITPORE ROAD.

No. 85.

1852.

To be had at the Hindu College, Junior Department.

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি প্রণী

১১ দ্বিতীয় সংখ্যক ইংরাজি পাঠ্য

অবিকল অনুবাদ।

প্রথম অধ্যায়।

১ পাঠ্য নুপরামর্শ।

১. কখন মিথ্যা বলিও না। যখন কোন বিষয় হাছা
খিয়াছ, কিম্বা শুনিয়াছ সত্যতা কর, যেমন দেখিয়াছ
সে শুনিয়াছ তদ্রূপ কর ॥

২. তাহাতে নিজ বচন কোন কথা সংযোগ কিম্বা
হার কোন কথা পরিবর্তন দ্বারা সুন্দর গল্প হইবে,
এমন বিবেচনা করিয়া তদ্রূপ করিও না কোন অংশ
নিষৃত হইয়া থাকে তো, কহ যে বিষয় হইয়াছে ॥

৩. অস্বীকার করিবার পূর্বে উক্তরূপে বিবেচনা
করিও। এক বিষয় করিব নসিবি যদি না কর তবে মিথ্যা
কহা হইবে; এবং তাহা হইলে তোমাকে কে বিশ্বাস
করিতে কিম্বা তোমার কথা কে প্রত্যয় করিবে?।

৪. হাছারা অস্বীকার প্রতিপালন করে এবং সত্য
কহ তাহাদিগের তির অন্য কাহাকে কহে বিশ্বাস
করেনা কিম্বা অন্য কাহার কথা প্রত্যয় করে না ॥

৫. যখন কোন দুঃখ কিম্বা অনবধানতার কথ্য কর,
তব তব প্রতিকূলে শু তাহা অস্বীকার করিও না ॥

৬. যে কর্ম করিয়াছ তাহার স্মরণে যদি দুষ্ট
ও এবং তদ্রূপ না করিতে সচেতন থাক, লোকে

তোমার প্রতি কদাচ ক্রোধান্বিত হইবে কিম্বা তোমাকে
দণ্ড দিবে ॥

৭. মন্ত্য কখন জন্য তাহার। তোমাকে ভাল বাসিলে
এবং এমন বিবেচনা করিলে যে তোমার কথা বিশ্বাস
যোগ্য। যেহেতুক তাহার। দেখিলে যে তুমি নিজ দোষ
শুষ্ক রাখিবার কারণ এবং শাস্তি নিবারণ হেতু নিথর
বল নাই ॥

২ পাঠ. সোয়ান পক্ষির কথা।

১. যে সকল পক্ষি সমুদ্র দিতে পারে তাহার।
পদযুক্ত ॥ তাহাদিগের পদাঙ্গুলি সমুদ্র তলদেশে চ
লিয়া পরস্পরের সহিত সংযোজিত; সেইরূপ ঠাকাত
লিঙ্গ পদযুক্ত কথা যায়; ইহাতে পক্ষিদিগের সমুদ্র
কালীন অনেক আনুকূল্য করে; কারণ তখন তাহাদের
পদযুক্ত সমুদ্র ভ্রমণের কার্য করে ॥

২. সোয়ান অতি বৃহৎ পক্ষি, রাজহংসী অপেক্ষা
ও বৃহৎ ॥ ইহার চঞ্চু লম্বা কিন্তু পাখীরূপে কৃত্ত বর্ণ
এবং চঞ্চুরূপে চতুর্দিকে ও কাল আছে ॥ ইহার পক্ষে
নদী পাংশুবর্ণকিন্তু পায়ের পাতা রক্তবর্ণ এবং লিঙ্গ ॥

৩. ইহার শরীর সমুদ্র স্তেতবর্ণ এবং অতি মৌল্য
ইহার গলা লম্বা ॥ নদী এবং হৃদ ভটে ইহা দ্রাম কাল
এবং জলজাত তরু আর বিচি ও কীটাদি ভক্ষণ করে ॥

৪. জমিতে জন্মণ কালীন ইহাকে রূপ-বান দেখে
না কারণ ইহার বেড়াইবার সামর্থ্য ভাল নাই; কিন্তু বৎস

জন্মা গঙ্গা বক্র করিয়া এবং শ্মশত বক্র ডুবাইয়া জলে
স্নাত্তার দেয় তখন বাবু পক্ষি অপেক্ষা সুন্দর দেখায় ॥

৫. খাঁকড়া এবং পটপটির বন মধ্যে মোয়ান পক্ষি
বাসা নির্মাণ করে ॥ সে বাসা অতি বৃহৎ এবং উচ্চ এবং
কাঁচি ও দীর্ঘত্ব দ্বারা নির্মিত ॥

৬. তাহার ডিম্ব সাদা এবং বৃহৎ, রাজহংসীর
ডিম্বাপেক্ষা অনেক বড়; তাহাতে দুই মাসে তা দেয়
তৎপরে তাহার প্রস্তুতিত হইয়া শাবক নির্গত হয়,
তাহার শাবকদিগের 'সিগনেট' কথা যায় তাহার
প্রথমে গাংলুবর্ণযুক্ত হয়, সাদা হয় না ॥

৭. মোয়ান যখন ডিমে তা দেয় কিয়া যখন তাহা
দিগের শাবক হয়, তখন কেহ যদি তাহার বাসার
নিকটবর্তি হয়, সে তাহাকে ভাড়া করিয়া যায়; কারণ
শাবক রক্ষার্থে ইহা তীব্র স্বভাব ধারণ করে; যদি
তিনি তাহারিগের হরণ করিতে আইসেন, তবে বলবান
পক্ষ্মদের দ্বারা গ্রহণ কবত পকাত্ব করে এবং হয় হো
একটা বাহু তগ করিয়া দেয় ॥

৩পঠ. উদ্ভানের বিষয়।

১. এক দিবস ফুল্ল তাহার মাতার সহিত বেড়াইতে
গিয়াছিলেন; তিনি একটা সবুজ দ্বার বিশিষ্ট কটকের
নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তথায় আশ্রিত অনুধ্যম
গরাদের ছিদ্র দিয়া দেখিতে লাগিলেন ॥

২. তিনি তাহার তিতরে নানাবিধ পুষ্পশ্রেণী সজ্জিত এক অপূর্ণ উদ্যান সন্ধান করিলেন; সেই পুষ্প শ্রেণীর চতুর্দিকে এবং তাহার মধ্যভাগে সুন্দর কঙ্কর ময় পথ ছিল ॥

৩. ফুলের মাতা যিনি কিঞ্চিৎ দূরে ছিলেন তাহারে লক্ষ্য ডাকিয়া কহিলেন “আইস না, এই সুন্দর উদ্যান দেখে আনার ইচ্ছা হয় এই দ্বার খুলিয়া ইহার মধ্যে যাওয়া ভুলন করি” ॥

৪. তাহার মাতা বলিলেন “না, আমার প্রিয় এ দ্বার খোলা জোয়ার কর্তব্য নহে ॥ এ উদ্যান আমার নহে; এবং আমি ইহাতে বেড়াইতে তোমাকে অনুমতি দিতে পারি না ॥

৫. শুধুকেল সেই উদ্যান মধ্যে এক জন একটা চরিকলের বৃক্ষোপরি ভাল পাটাইতে ছিল; সে দ্বারের নিকট আসিয়া দ্বার খুলিয়া কহিল, “মামা, আপনি কি তিতরে বেড়াইবেন? এ উদ্যান আমার, এবং ইহাতে ভ্রমণ করিতে আপনাকে সমানরে আহ্বান কৃত হইবে ॥

৬. ফুলের মাতা কৃতজ্ঞ হইয়া সেই মনুষ্যকে নমস্কার করিলেন এবং তৎপরে ফুলেরদিগে গিরিয়া কহিলেন, “তোমাকে যদি ফুল এই উদ্যানে বেড়াইতে লইয়া যাই, দেখ যেন কোন বস্তু মর্শ কর না” ॥

৭. ফুল বলিলেন যে তিনি কোন বস্তু মর্শ করিবেন না এবং তখন তাহার মাতা সঙ্গে করিয়া তিতরে লইয়া গেলেন ॥

৮. কক্ষরময় পথ দিয়া বেড়াইতে ২ তাবৎ বস্তু দেখি
লেনশক্তিক্ত কিছুই মর্শ করিলেন না ॥

৪ পাঠ. উদ্যানের বিষয়. (ক্রমশঃ) ॥

১. দুই দল শিল্প এবং গোলাব ফুল হইতে সৌরভ
আসিতেছিল, এবং তিনি অন্ধরে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে
দেখিতেছিলেন; উদ্যান স্বামি তাহাকে কহিলেন “তুমি
এই পূর্ণ দল মধ্যস্থ অগ্রশস্থ পথ দিয়া আইস এবং
এই পুষ্পদিগের ভাল দেখিতে পাইবে” ॥

২. ফুল উত্তর করিলেন “এই অগ্রশস্থ পথ দিয়া
দাঁড়াইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমার শক্তি হইতেছে যে
আমার কুর্তির দ্বার পুষ্পসমূহে সংস্রু হইবে ॥ আমি
এই মাত্র দেখিলাম আপনার কুর্তির দ্বার লাগিয়া একটা
পুষ্প ভাঙিয়া গেল ॥

৩. ফুলের সাতা দ্বয় হাসিয়া কহিলেন “আমার
প্রিয় বালক তুমি যে অপকার না কর তজ্জন্য এত সতর্ক
ইহাতে আনি তুষ্ট হইলাম ॥

৪. ফুল কোন পুষ্পদল নাড়াননি; এবং ঐ উদ্যান
স্বামি, যিনি নিজে উদ্যানপালক ছিলেন, সে তাহার
নাতাকে কহিল: ॥

৫. “স্বামি, আবার যখন আপনি এ দিগে আসিবেন,
আমি তরমা করি আপনি আমার এই উদ্যানে বেড়াই-
বেন, এবং আপনার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে আনিবেন;
তাহার যে প্রকার ব্যবহার দেখিতেছি ইহাতে আমার

মাকে সকল কারও এখন দ্বাৰাই দিতে পারি না।
আমার প্রিয়। তোমার বাগীতে যে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান
আছে, সেখানে হইতে কোন ব্যক্তি যে পুরুষের নর
তুমি কি তাহা ভালবাসে।

৯. না, মাতা, আমি তাহা ভালবাসি না।

১০. তুমি কি দেখে নাই যে ঐ বালক যে এই সব
ফটকের নিকট আসিয়াছিল, উদ্যান রক্ষকের দ্বারা এই
বাগানে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইল, কেন না
যে ফল পুরুষ তাহার নহে সে তাহা গতকাল লইয়াছিল।

১১. তুমি কুস্কর এই সকল পুরুষ কিহা এই কল ইহার
দিক্খই রক্ষা কর নাই; এবং তুমি জান উদ্যান পালক
বলিয়াছে আমি তোমাকে যখন আনিব তখন আমার
তোমাকে এখানে আসিয়া দিবে।

১২. আমি ইহাতে অতিশয় আনন্দিত হইলাম মাতা
কুস্কর বলিলেন, কারণ আমি এই সুন্দর বাগানে বেড়া
ইতে ভালবাসি; এবং যাহা আমার নহে তাহাতে হাত
না দেই এবং চেকিত থাকিব।

১৩. তৎপরে কুস্করের মাতা বলিলেন, “আমাদিগে
বাগীতে যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।” এবং কুস্কর
তাহাকে বাগানে বেড়াইতে দেওন জন্য ও বাক্স বপনে
প্রথা দর্শান জন্য উদ্যানপালককে কৃতজ্ঞতা সূচক নম
স্বাক্ষর করিলেন, এবং তাহার মাতার সহিত বাটী গেলেন।

৬ পাঠ. দ্বিতীয়বার বাগানে বেড়াইবার কথা।

১. সবুজ ফটক বিশিষ্ট বাগানে বেড়াইতে বাইবার
অল্প দিন পরে, ফ্রান্সের মাতা বলিলেন, “ফ্রান্স টুপি
পরিয়া আগার সহিত আইস--যে বাগানে দিন দুই
তিন হইল যাইয়াছিলাম তথা যাইতেছি।”

২. ফ্রান্স এই কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন
তিনি এক মূর্ত্তকের মধ্যে টুপি পরিলেন এবং তাঁ-
হার মাতার পশ্চাদগামি হইলেন, এবং লাকাইতে ২
৩ গীত গাইতে ২ যাইতে লাগিলেন ॥

৩. যে মাঠ দিয়া সবুজ ফটক বিশিষ্ট বাগানে যাওয়া
হয় তথায় উপস্থিত হইলে ফ্রান্স তাঁহার মাতার আগে
সিঁড়িয়া গেলেন

৪. তিনি একটা চিপির নিকট উপস্থিত হইলেন; সেই
চিপির মস্তোচ্চ ধাপের উপর ফ্রান্সের ন্যায় বড় একটা
বালক বসিয়াছিল। তাঁহার হাঁটুর উপর একটা টুপি
ছিল, যাহার ভিতরে কতকগুলি বাদাম ছিল, এবং ঐ
বালক বাদামের মাদা শাঁস খুঁটিয়া বাহির করিতেছিল ॥

৫. যখন সেই বালক ফ্রান্সকে দেখিলেন, তিনি কহি-
লেন “তুমি কি এই চিপি পার হইয়া যাইতে চাহ
এবং ফ্রান্স উত্তর করিলেন, “হা, আমি চাহি ॥

৬. সে বালক তখন যে ধাপের উপর বসিয়াছিলেন
সেখান হইতে উঠিলেন, এবং লাকাইয়া পড়িলেন এবং
ফ্রান্স উঠিবার স্থান করিবার জন্য কিঞ্চিৎ অন্তরে
বাড়াইলেন ॥

৭. ফুস্ক এবং তাহার মাতা ঐ টিপি পার হইলেন, এবং সেই টিপির কিঞ্চিৎ অন্তরে, পর মাঠের পথে ফুস্ক এক খলো উত্তম বাদাম দেখিলেন ॥

৮. “মা” ফুস্ক বলিলেন, “আমার বোধ হয় এ বাদাম ঐ বালকের, যে টুপির তিতর বাদাম লইয়া ঐ টিপির উপর বসিয়া ছিল, হয়তো তিনি তাহাদের ফেলিয়া গিয়াছেন। এবং জানিতে পারেন নাই। আমি কি উহাদিগের কুড়াইয়া লইব। এবং ঐ ক্ষুদ্র বালককে পশ্চাৎ দৌড়িয়া যাইরা তাহাকে দিব?” ॥

৯. তাহার মাতা কহিলেন, হাঁ, আমার প্রিয় এবং আমি ও তোমার সহিত ঐ বালকের নিকট ফিরিয়া যাইব”। অতএব ফুস্ক ঐ বাদাম সমূহ কুড়াইয়া লইলেন এবং তিনি এবং তাহার মাতা ফিরিয়া গেলেন এবং তিনি ঐ বালককে ডাকিতে লাগিলেন, যিনি তাহার ডাক শুনিয়া খামিয়া দৌড়াইলেন ॥

১০. যেই ফুস্ক তাহার নিকট আইলেন এবং কথকহিতে বিশ্রাম লইয়া হাঁপ ছাড়িলেন, তিনি ঐ বালককে কহিলেন, “এই কতকগুলি বাদাম আমার বোধ হয় ইহার। তোমার, আমি উহাদের ঐ টিপির নিকট পথে কুড়িয়া পাইলাম” ॥

১১. সেই বালক কহিল, “উহারা আমার বটে, আমি আপনাকে কৃতজ্ঞ হইয়া নমস্কার করিতেছি। আমি উহাদের ঐ স্থানে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম; আপনার উহা

দিককে ফিরিয়া আনয়ন জন্য আনি অভ্যস্ত বারিত হই
লেন ॥

১২. ফুল্ল দেখিলেন যে ঐ বালক বাদ্য গুনঃ
প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন ; এবং ফুল্ল
ও আপনি পাইয়াছিলেন বলে, ও যে ব্যক্তির প্রব-
ণতাকে ফিরিয়া দিয়াছেন বলে, আনন্দিত হইয়া
ছিলেন ॥

৭ পাঠ: দ্বিতীয় বার বাগানে বেড়াইবার কথা।

১. ফুল্ল তাহার পর মাতার সহিত ঘাইতে লাগি-
লেন ; এবং তাঁহার। সবুজ ফটক বিশিষ্ট বাগানে আই-
লেন । উদ্যানপালক তৎকালে পিঙ্কফুল বৃক্ষের মূলে
শাদা কাটি পুতিয়া তাহাতে তাহাদের বান্ধিতে
ছিলেন ।

২. পুষ্প সমুচ্চর কর্ণমে ঝুলিয়া পড়া, এবং বায়ুবলে
ওজিয়া যাওয়া নিবারণ করিবার নিমিত্তে তিনি এই
প্রকার করিতে ছিলেন ।

৩. ফুল্ল তাঁহার মাতাকে কহিলেন, যে তিনি অনু-
মান করেন তিনি ও পুষ্প বৃক্ষের কতক গুলি বান্ধিতে
পারিবেন, এবং তিনি উহা চেষ্টা করিতে বাসনা করেন ॥

৪. তিনি (ফুল্লের মাতা) উদ্যান পালককে জি-
জ্ঞাসা করিলেন, যে তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিতে
ফুল্লকে চেষ্টা করিতে দিবেন কি না ।

৫. উদ্যানপালক বলিলেন, তিনি দিবেন । এবং

ফুলকে কতক গুলি কাটি ও বজু দিলেন : এবং ফুল
কাটি গুলিকে তুমিতে পুতিতে লাগিলেন, এবং তাহার
মহিমা পিলু ফুল ও বজুদিগের বাসিতে লাগিলেন :
এবং তিনি বলিলেন, “মা, আমি কিছু কার্যের হই
নাছি,” এবং যতক্ষণ এই প্রকারে নিযুক্ত ছিলেন তত-
ক্ষণ তিনি সখি ছিলেন।

৩. পুত্র সমুদয় বন্ধন হইলেপর, উদ্যানপালক চেরি
ফলের বজুর নিকট গেলেন যাহা জাচীরের গায়ে
প্রেক্ষার বন্ধ করা ছিল; এবং তিনি শুদু পরি-নিস্থারিত
জাল নামাইলেন।

৭. ফুল তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই জাল
উহার উপরে বিস্তারিত করা ছিল কেব।

৮. তিনি তাহাকে কহিলেন, যে শক্তিদ্বারা চেরিকল
চৌকরাদ এবং আহাৰ করা নিবারণ করিবার নিমিত্তে ॥

২. চেরিকল সমুদয় পক্ষ দেখাইতেছিল, এবং উ-
দ্যানপালক তাহাদের সংগৃহ করিতে আরম্ভ করিল ॥

১০. ফুল জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কতকগুলি চেরি
ফল সংগৃহ করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন
কি না ॥

১১. তাহার মাতা বলিলেন, “হঁ। আমি বোধ করি
উদ্যানপালক তোমাকে তাহার চেরিকল পাড়িতে দি-
বেন, কারণ তিনি দেখিয়াছেন যে অনুমতি ভিন্ন তাহার
কোন প্রবেশ হাত দেও নাই ॥

১২. উদ্যানপালক কহিলেন, যে তিনি তাহাকে

কিছু করিবেন, এবং ফ্রাঙ্ক আফ্রাদিত হইলেন, এবং
মত পুরু চেরি হাত বাড়াইয়া পাইলেন তাবৎ পাড়ি
যল্লা।

১. পাঠ. দ্বিতীয়বার বাগানে যাইবার কথা পরিলেখ।

১. উদ্যানপালক ফ্রাঙ্ককে নিম্ন হাঙ্গস ব্যক্ত করিলেন
যে তিনি কোন অপকৃ চেরি পাড়িবেন না, এবং তাঁহার
মাতা ফ্রাঙ্ককে একটা পাকা ও একটা কাঁচা চেরি ফল
দেখাইলেন, যে তিনি শুদ্ধারা তাহাদের পরস্পরের
মধ্যে কি ভিন্নতা তাহা জানিতে পারিবেন।

২. এবং তিনি (ফ্রাঙ্কের মাতা) উদ্যানপালকের
নিকট যাত্রা করিলেন যে তিনি ফ্রাঙ্ককে এই দুইটি চেরি
ফল আশ্বাদন করিতে দিবেন, যে শুদ্ধারা তিনি উহা
দুইয়ের স্বাদুর ভেদাভেদ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

৩. উদ্যানপালক কহিলেন : “আপনি যদি লইতে
ইচ্ছা করেন ম্যাম!” এবং ফ্রাঙ্ক চেরি ফলদ্বয় আশ্বাদন
করিলেন, এবং দেখিলেন যে পকৃ চেরিফল মিষ্ট ও
কাঁচা চেরি অম্ল।

৪. উদ্যানপালক তাঁহাকে বলিলেন যে যে-সকল
চেরি এক্ষণে অপকৃ আছে তাহারা অল্প দিবস মধ্যে
পক হইবে, যদি বৃক্ষে থাকিতে পায় এবং রোজ হয়।

৫. এবং ফ্রাঙ্ক বলিলেন, “মা, আপনি যদি অল্প
দিনের মধ্যে আমাকে এখানে আবার সঙ্গে লইয়া আই

সেন, আমি এই চেরিফল-দিগের দেখিব, যে তাহারা পকু হয় কি না।

৩. ফুস্ক সাবধানপূর্বক কেবল পকু চেরিফল পাড়ি সেন; এবং যখন উদ্যানপালক দ্বারা আদেশিত বুদ্ধি তদ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন, উদ্যানপালক তাহা হইতে চার পাঁচ খলো সুপকু চেরি বাচিয়া তাঁহাকে দিতে চাহিলেন।

৭. ফুস্ক বলিলেন, “মা, আমি কি উহাদিগের লইতে পারি?” তাহার মাতা কহিলেন, “হাঁ, আমার প্রিয় তুমি লইতে পার।

৮. তখন তিনি তাহাদের লইলেন, এবং উদ্যান পালককে, তাহাদের দেখন জন্য, তিনি নমস্কার করি লেন। এবং ইহার পর তিনি এবং তাঁহার মাতা উদ্যান পরিভ্রমণ করিয়া গৃহাতিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

৯. তিনি তাহার মাতাকে কিছু শেরি ফল তাহার করিতে হাটু করিলেন; এবং তিনি এক খলো লইলেন এবং কহিলেন তাহার। তাঁহাকে ভাল লাগিল। ফুস্ক কহিলেন, “আমি আর এক খলো পিতার জন্য রাখিব কারণ আমি জানি তিনি ও চেরি ফল ভাল-বাসেন”।

১০. ফুস্ক তাঁহার পিতার নিমিত্তে যে খলো রাখিব ছিলেন তদ্যতীত অবশিষ্ট তাবৎ আপনি ভক্ষণ করি লেন; এবং কহিলেন, “মাতা, আমাকে আপনি একটি ক্ষুদ্র উদ্যান, এবং তাহাতে বপন জন্য কিছু বীজ প্রদান করিবেন”।

৯ পাঠ. উদ্যান হইতে বাটীতে আসিবার কথা।

১. যেমন তাহার বাটীতে প্রত্যগমন করিতেছিল, তাহার যে মাঠ দিয়া আসিতেছিল তথায় এক বালককে দেখিল। তাহার হস্তে শ্বেতকাগজ নির্মিত এক স্রব্য ছিল, তাহা বায়ুতে ঝটপট করিতেছিল।

২. ফুঙ্ক বলিলেন, “মা ও কি”। তাহার মাতা বলিলেন ও একখানা কাগজের ঘুড়ি, আমার প্রিয়; তোমার দৃষ্টি হয় তো এ বালককে এই ঘুড়ি উড়াইতে দেখিতে পাইবে”।

৩. ফুঙ্ক বলিলেন “ঘুড়ি উড়ান কি বলিলে আমি দেখিতে পারিলাম না, মা”। “এ দিগে বালক কি করিতেছে চাহ, এবং তুমি দেখিতে পাইবে”।

৪. ফুঙ্ক চাহিলেন, এবং দেখিলেন যে ঘুড়িখানা। তাহার উড়ান হইতেছে; এবং ইহা বন্ধাদি পেন্‌ক্সা উল্কে উঠিতে লাগিল। এবং ক্রমশঃ অধিক উল্কে উঠিল যতক্ষণ না মেঘাস্পর্শ করিতেছে এবং নোখ হইল, এবং যতক্ষণ না একটি কাল চিহ্নাপেক্ষা বৃহৎ দেখাইল; এবং অবশেষে ফুঙ্ক ইহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

৫. যে বালক ঘুড়ি উড়াইতেছিল সে এক্ষণে ফুঙ্ক দৃষ্টানে দৃশ্যমান ছিলেন তথায় দৌড়িয়া আইল; এবং ফুঙ্ক দেখিলেন সে এ বালক যাহাকে তিনি জানি ফিরিয়া দিয়াছিলেন।

৬. এ বালকের হস্তে একগাছা রক্তুর এক দিগ ছিল,

এবং অন্য দিগে ফাঙ্কের মাতা তাঁহাকে কহিলেন, ঘুড়িতে বন্ধন করা হইল।

৭. ঐ বালক রজ্জ্বকে তাঁহারদিকে টানিতে লাগিলেন, এবং একটা কাঠে জড়াইতে লাগিলেন; এবং ফাঙ্ক ঘুড়িকে আবার অধোদিগে নামিবার সময় দেখিতে পাইলেন। এবং ইহা উত্তরোত্তর নীচাভিমুখে আসিতে লাগিল এবং অবশেষে ভূমিতে পতিত হইল।

৮. উহা যে বালকের দ্রব্য সে এক্ষণে উহাকে আনিতে গেল; এবং ফাঙ্কের মাতা বলিলেন, “আমরা এখন সত্ত্বর হইয়া বাটী যাইব”।

৯. ফাঙ্ক তাঁহার মাতার পশ্চাৎ, ঘুড়ির বিষয়ক নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন; এবং বাটার নিকটাবস্থি হইবার পূর্বে জানিতে পারেন নাই যে তাঁহার হস্তস্থিত চেরিফলের খলো নাই।

১০ পাঠ. উদ্যান হইতে বাটীতে আসিবার কথা পরিসমাপ্ত।

১. যখন তাঁহার মাতা বলিলেন, “ঐ তোমার পিতা আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন,” ফাঙ্ক চীৎকার শব্দে কহিলেন, “হায় হায়, মা, আমার চেরিফল, সেই উত্তম চেরিফলের খলো, যাহা তাঁহাকে দিবার জন্য রাখিয়া ছিলাম”।

২. আমি তাহাদিগের ফেলিয়া দিয়াছি, আমি তাহাদের হারাইয়াছি। আমি ইহার নিমিত্ত বড় দুঃখিত

হইলাম। আমি কি তাহাদের অনুসরণার্থে যাইতে পাইব। আমার বোধ হয় শুড়ি দেখিবার সময় ছাত্তরের ফেলিয়া দিয়াছি। আমি কি সেই মাঠে তাহাদের অনুসন্ধান করিতে যাইব।”

৩. তাঁহার মাতা বলিলেন, “না! আমার প্রিয়, এখন ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।”

৪. ফ্রাঙ্ক ইহাতে দূঃখিত হইলেন; এবং যে মাঠে চরি হাঁরাটোরা ছিলেন সেই দিগে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, এবং তিনি দেখিতে পাইলেন যে সেই শুড়ি সম্বন্ধিত বালক তাহার নিকটস্থ মাঠ পার হইয়া গতি দেখে দেড়িয়া আসিতেছে।

৫. ফ্রাঙ্ক বলিলেন, “আমার বোধ হয় মা, উনি সাদাদিগের নিকট দৌড়িয়া আসিতেছেন, আপনি কি এক নিমেষ মাত্র বিলম্ব করিবেন?”

৬. তাঁহার মাতা থামিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সেই বালক তাহাদিগের নিকট হাঁফাইতে আসিয়া পঁছ হিল। এক হাতে তাঁহারে শুড়ি ও অন্য হাতে ফ্রাঙ্কের চেরিফলের থলো ছিল।

৭. ফ্রাঙ্ক বলিলেন, “হায় আমার চেরিফল। উহা দিগের আমার নিকট আনয়ন নিমিত্ত আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিতেছি।”

৮. সেই বালক কহিল, “আমি দেখিতেছি যে তুমি আমাকে বাদাম আনিয়া দিলে আমি যত্নপ আল্লাদিত হইয়াছিলাম তুমি ও তত্নপ হইয়াছ; আমি যে মাঠে

ঘুড়ি উড়াইতে ছিলাম তুমি সেই খানে এই চেরিকল সকল ফেলিয়া আসিয়াছিলে, তাহার। যে তোমার তাহ আমি জানিতাম, কারণ তুমি যখন আমার ঘুড়ির প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলে তোমার হস্তে তখন তাহাদিগের দেখিয়া ছিলাম ।

৯. তাহাদিগকে ফিরিয়া দেওন জন ফুঙ্ক ও বালক কে পুনর্বার উপকার প্রকার করিয়া নমস্কার করিলেন এবং তাঁহার মাতা ও সেই বালককে কহিলেন, “এ আমার সদ্ভাচারি বালক, তোমাকে আমি ও নমস্কার করি।”

১০. আমি যখন তাঁহাকে তাহার নাম দাম ফিরিয়া দিয়াছিলাম, তা তখন আমি মদ্যবহার করিয়াছিলাম এবং তিনি ও মদ্যবহার করিয়াছিলেন যখন আমার চেরিকল ফিরিয়া দিলেন; তাহার সততার নিমিত্তে তাঁহাকে আমি ভালবাসিয়া ছিলাম এবং আমার সততার নিমিত্তে তিনি ও আমাকে ভালবাসিয়াছেন আমি বাদামের বিষয়ে যত্নপ মদ্যবহার করিয়াছি তত্ক্ষণে অন্য সকল বিষয়ে মদ্যবহার করিব।

১১. তাহার পর ফুঙ্ক তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পকু চেরিকলের খলো হাতে করিয়া দৌড়িয়া গেলেন এবং তাঁহাকে তাহাদিগের প্রদান করিলেন এবং তাঁহার পিতা পাইয়া খুঁচু হইলেন।

১১ পাঠ. সততা এবং প্রবন্ধনার কথা।

১. এক সুজ্বর, যে হঠাৎ তাহার বাম নদী মধ্যে

কেলিয়া দিয়াছিল, তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে সাহায্যার্থে মারকিউরি দেবতার নিকট প্রার্থনা করিল।

২. মারকিউরি তাহার সততা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে প্রথমে এক খান স্বর্ণময় বাস তুলিলেন, কিন্তু সে দেখা তাহার নয় এই হেতুবাদে সে ব্যক্তি লইতে অসম্মত হইল। ঐ দেবতা তৎপরে যে খানা তুলিয়া আনিলেন সে এক খানা রৌপ্যময় বাস, সেই খানা ও উক্ত সুতধর তৎপরোক্তি হেতুবাদে গৃহণ করিতে অস্বাকার করিল।

৩. অবশেষে যাহা হউক, যে বাস খানা জলে পতিত হইয়াছিল সেই খানা তোলা হইল এবং সেই দুঃখি ক্রি এই খানাকে নিজ অব্য বলিয়া দাওয়া করিলেন; ইহাতে মারকিউরি দেবতা, তাহার সততার পুরস্কারার্থে তিন খানা এককালীন তাহাকে দান করিলেন।

৪. অন্য এক জন সুতধর ঐ প্রকার লাভের ভরমায়, স্বেচ্ছাপূর্বক তাহার বাস জলে নিক্ষেপ করিল, এবং তৎপরে ইহাকে আনিয়া দেওন জন্য মারকিউরি দেবতাকে মিনতি করিল।

৫. প্রথমে স্বর্ণময় বাস, তাহার পর রৌপ্যময় বাস, দুই খানাকে ক্রমে দর্শান হইল; কিন্তু উভয় অগৃহীত হইল। তৃতীয় খানা যাহা হউক গৃহণ করা হইল, যে হেতুক সেই খানাই জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

৬. ঐ প্রভারক এক্ষণে অন্য দুই খানা পাইবার আশায় ব্যস্ততা পূর্বক অপেক্ষা করিয়া রহিল; কিন্তু মারকিউরি দেবতা যখন তাহাকে বিকট মূর্তিধারণ করিয়া

এই রূপে কহিলেন তখন অতিশয় তিনি অপ্রস্তুত হইলেন : “ওরে পাপিষ্ঠ নর, জাত হও, যে দেবতার কেবল সন্তোষ পুরস্কার করেন, প্রতারণার করেন না” ।

৭. শঠ ব্যক্তির। যত কেন ধূর্ত হউক না, স্বীয়মান নিজ কল্পনার মদত অসিদ্ধ হয়; এবং তাহাদের নির্লজ্জ ব্যবহারের নিমিত্তে উপযুক্ত দণ্ড পায়।

১২ পাঠ. সকল সৃষ্ট বস্তু অপেক্ষা সৌন্দর্য স্বয়ং
সর্বোৎকৃষ্ট

১. আইস, সৌন্দর্য বস্তু কি তাহা তোমাকে আমি দেখাইব। সে একটি প্রস্ফুটিত গোলাব, দেখ তিনি কেমন পুষ্পদলের রাণীর ন্যায় কোমল শাখাগুে বিরাজ করিতেছেন। তাহার পাপড়ি সমুচ্চ অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে; তাহার সৌরভে বায়ু আমোদিত হইয়াছে; তিনি সকলের নয়ন প্রকল্লকর হইয়াছেন।

২. তিনি সৌন্দর্য বটেন, কিন্তু তদপেক্ষা সৌন্দর্য এক বস্তু আছে। যিনি গোলাবকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি গোলাবাপেক্ষা সৌন্দর্য; তিনি পরম রমণীয়; তিনি সর্বোৎকৃষ্টকরণের আনন্দ স্বরূপ হইয়াছেন।

৩. বলবান কি বস্তু আমি তোমাকে তাহা দেখাইব। সিংহ বলবান; যখন তিনি তাহার শব্দ হইতে গাত্রোখান করেন, যখন তাহার জটা নাড়েন, যখন তাহার গর্জন শব্দ শ্রুত হয়, তখন নাঠের গো মেঘাদি

পলায়ন করে, এবং বনের বণ্য পক্ষ সমূহ নিজ ২ স্থানে
জুলায়িত হয়, যেহেতুক তিনি অতি ভীষণ।

৪. সিংহ বলবান বটে; কিন্তু সিংহের সুষ্ঠু তদ-
পেক্ষা বলবান। তাঁহার ক্রোধ ভয়ঙ্কর; তিনি আমা-
দিগকে এক মুহূর্তক মধ্যে মৃতবৎ করিতে পারেন, এবং
তাঁহার হস্ত হইতে আমাদিগকে তখন কেহ রক্ষা করিতে
পারে না।

৫. প্রতাপান্বিত বহু কি আমি তোমাকে তাহা দেখা
ইব। সূর্য্য প্রতাপান্বিত। যখন তিনি নির্মল আকাশে
কিরণ দেন, যখন স্বর্ণস্থিত জ্যোতির্ময় সিংহাসনোপরি
উপবিষ্ট হয়েন, এবং পৃথিবীর চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত
করেন, তখন হত সৃষ্টি বহু দৃষ্ট হয় সকলাপেক্ষা তাঁ-
হাকে সর্বোৎকৃষ্ট এবং প্রতাপান্বিত বহু বোধ হয়।

৬. সূর্য্য প্রতাপান্বিত বটেন; কিন্তু যিনি সূর্য্যের
সুষ্ঠু তিনি সূর্য্য অপেক্ষা প্রতাপান্বিত। চক্ষুে তাঁহাকে
দেখিতে পায় না, কারণ তাঁহার জ্যোতিঃ এত উজ্জ্বল যে
আমরা তাহা সহ্য করিতে অশক্তি। কি দিন কি রাত্র
সকল কালে তাবৎ অন্ধকারান্বৃত স্থানে তিনি দেখিতে
পান; এবং তাঁহার মুখপ্রভা সকল সৃজিত অব্যের
উপর দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

৭. তিনি কে, এবং তাঁহাকে কি বলা যায়, যে আমার
ওষ্ঠ্তাঁহার গুণ সম্বীর্জন করিতে পারিবেক।

৮. তাঁহার প্রধান নাম পরমেশ্বর। তিনি সকল
বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু বাহা ২ তিনি সৃষ্টি করিয়া

হেম তত্তাবসাপেক্ষা তিনি স্বয়ং অধিকতর উৎকৃষ্ট তা-
হার। সৌন্দর্য্য, কিন্তু তিনিই সৌন্দর্য্যতা; তাহার। বল
নিব। কিন্তু তিনিই বল; তাহার। সম্মান, কিন্তু তিনিই
সম্মানতা ॥

১৩ পশ্বাদির স্বাভাবিক বুদ্ধির কথা।

১. কতকগুলি পশুর স্বাভাবিক বুদ্ধির বৃত্তান্ত জাত
হওয়া অভ্যুপযুক্ত, এবং তাহাদিগের সুখ; যিনি তাঁহার
কমতা এবং বুদ্ধি তদ্বারা প্রকাশ পায়।

২. জল ভাবি হয়, এবং সেই হেতুক শাঘ্র নিগত
হইতে পারে, এই মানসে উটের। পানাগ্নে পদ দ্বারা
ইহাকে খোলা করে; কারণ আরবিয়ার মরুভূমিতে সমস্ত
দিন রাত্র জল এবং খাদ্যভাবে থাকনপ্রযুক্ত উটের।
অতিশয় ঈর্ষ্যতার সহিত ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিতে অত্যা-
সিত আছে।

৩. একটা উট, অন্ধ লিগ অর্থাৎ দেড় মাইল অন্তর
হইতে ঘ্রাণদ্বারা জলের স্থান নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়;
এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত জলাভাবে থাকিয়া, পরিচাল্য
করা না জানিতে২ সত্বর হইয়া ইহার দিকে গমন
করে।

৪. অণ্ডে তা দিতে২ যদি মাদি পেরুপক্ষি মৃত হয়,
তবে নরটা তাহার কর্ম করে; এবং অণ্ড হইতে শাবক
বহির্গত হইলে মাদির ন্যায় যত্নের সহিত তাহাদিগের
রক্ষণাবেক্ষণ করে।

১. শীকারি কুঙ্গুরদিগের আগমনে, হরিণী আপনি দাড়িত হইতে পারে এমন পথে আপনাকে অবস্থিতি করে। এবং তাহাদিগকে তাহার বংশ হইতে বিচুখ করিতে চেষ্টা করে।

২. অনুধাবন এড়াইবার নিমিত্তে শশক বিলজল প্রত্যাহার সহিত পরিত্যক্ত করে, এবং যতবার তাহাকে পড়না করা হয় ততোধিক কৌশল প্রকাশ করে। মাৎস এক কণ্টকময় নিবীড় ঘোপ হইতে অন্য ঘোপে পলায়ন দিয়া পড়ে, তদুদ্বারা খুণি যায়, সুতরাং কুঙ্গুরেরা পথগামি হয়।

১৪ পাঠ. অনিষ্ঠাভিলাষের দণ্ড।

১. একটা সিংহ এক বন্য শূকরের মৃত দেহে তৃপ্তি পূরক ভোজন করিয়া এক শব্দট রোগাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

২. তাবৎ বন্যপশু এই কালে ঝাঁকে ঝাঁকে রাজার নিকট সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, এবং কেবল খেঁক শব্দে একাকী অনুপস্থিত থাকিতে বৃক রেনার্ড নামক শব্দকে অহঙ্কার, এবং রাজার প্রতি অকৃতজ্ঞতার প্রদান দিবার এই উত্তম সুযোগ বিবেচনা করিল।

৩. তাহার এই কুৎসার সময়ে খেঁকশৃগাল আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সিংহের মূর্ত্তি ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে, রাজভক্তি প্রকাশ সূচক বাক্য করিল, “মহারাজ যেন চির জীবিত হইবেন”।

৪. তৎপরে সিংহের দিকে ফিরিয়া কহিল, “আমি এইখানে অনেককে দেখিতেছি যাহারা কেবল বাক্য দ্বারা মহারাজার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করে, কিন্তু আমি মহারাজার পীড়ার সংবাদ শ্রবণাবধি, দিবারাত্রি আপসকার রোগের ঔষধ অনুব্রণে নিযুক্ত ছিলাম, এবং পরিশেষে এমন একটা তত্ত্ব করিয়া পাইয়াছি যে তদ্বার প্রতীকার অবশ্যই হইবে।

৫. সে কি, না একটা লোকড়িয়া ব্যাঘ্রের চর্ম তাহা? পীঠ হইতে ছাড়াইয়া উঠ থাকিতে? আপনার তলপেতে বসাইতে হইবেক।

৬. এই প্রস্তাব না হইতে ২ ভাঙ্গনাৎ ইহাতে সম্মত হইল; এবং যখন এই কর্ম (অর্থাৎ চর্ম খোল) হইতেছিল, ঐক্সগাল ব্যঙ্গ সচক ইয়দ্‌হাস্য সদা-সেকড়িয়া ব্যাঘ্রের কর্ণকুহরে নিঃশব্দে এই হিতজনক নীতি বাক্য কহিল, “যদি নিরাপদে থাকিতে বাসনা কর তো, অন্যের অনিষ্ট কল্পনা না করিতে শিক্ষা কর”।

১৫ পাঠ. অসাবধানতার তৎসনা।

১. জেন পক্ষিগুটিপোকা এবং ক্ষুদ্র পক্ষাদি পোষিতে বড় ভালবাসিতেন; যদবধি যত্নের সহিত তাহাদিগকে পালন করিয়াছিলেন তাঁহার খুড়ি তাঁহাকে তদ্বিধা নিষেধ করেন নাই। কিন্তু এক দিবস তাহার খুড়ি দেখিলেন যে পক্ষি পিঞ্জর সকল অপরিষ্কার আর কাচ পাত্র সমূহ প্রায় জল ও বিচি শূন্য রহিয়াছে ॥

১. ছুটি পোকা সকল এক গোছা শুষ্ক পত্রের গরি বাহিয়া
হাঁটিলেই আহার যোগ্য এক খানা সরস পত্র আনু-
করিতেছিল ॥

৩. শলকগণ শুষ্ক পত্রের সমস্ত ভাগে গিঞ্জরের হাঁজি
২. নিকট আসিলে চি ২ শব্দ করিতেছিল; কাঠবিড়ান
হার অত্যন্ত বাসন আধারস্থিত বিনকূট তত্ত্বে বাইয়া
পয়াল। সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; এবং
তার। অন্যান্য বাসন কান্নিবার উপক্রম হইয়াছিল।

৩. তাহার খুঁড়ি সুযোগে পাইয়া মাল (কারণ তিনি
নয়র মাগীতে বাজীর মস্তানাদি কিছু। জড়িত করে তির-
করিবন না এই প্রকার এক নিয়ম করিয়াছিলেন)
থাকে আশুরহীন পশ্চাতির অবস্থার কথা কহিলেন।

৫. ইহা শুনে তিনি এসমুকার দাবিত হইলেন;
অক্রান্ত করিলেন, এবং পশু পক্ষিদিগের স্বাধীনতা
ত চাহিলেন; কিন্তু এ কথার তাহার খুঁড়ি সমস্ত
সিন নী, তাল জেনে যে বহু কালাবধি ক্রুদ্ধ থাকিয়া
নারা বিজ্ঞ ২ আহারাদি আহারে অসমর্থ হইয়াছে।

৬. জেনে অন্যান্য অঙ্গ বসন্ত বালাদিগের সাহিত্য
হাতে এত ব্যস্ত ছিলেন, বিশেষতঃ পুঁতুলদিগের

৭. ওচের ন্যায় পশু একেই দেখে যে খা সন্ত না সুকর
কার্য ইহার নান ও পীড়িত বাই না।

বস্ত্র পরাইতে এবং দু'লিবার ঘোটক পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে, যে তাঁহার ক্ষুদ্র পশুদির কথা একেবারে বিন্মৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অমনোযোগ দ্বারা তাহার দিগের যে অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছিল ইহা এতদূর বিবর্তে পারিয়াছিলেন, যে সেই অবধি তাহার পশু পক্ষি দিগের প্রত্যহ যথেষ্ট আহারীয় সামগ্রী দিতেন, এবং পরিষ্কার রাখিতেন।



১৬ পাঠ. মিথ্যাবাদি ও মত্যাবাদি বালকদিগের কথা।

১. ফ্রান্স এবং রবট নামক দুইটা অষ্টম বর্ষীয় শ্রুৎ বালক ছিল।

২. ফ্রান্স কখন কোন মন্দ করিলে, মরুদা তাঁহা পিতা মাতাকে তদ্বিবরণ করিতেন; এবং তিনি যে কথন করিয়াছেন কিম্বা যে কথা কহিয়াছেন তদ্বিবরণকে কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সত্যই কহিতেন। অতএব যেহেতু তাঁহাকে জানিত সকলে তাঁহার কথা সত্য করিত; কিন্তু তাঁহার রবট নামক ভ্রাতাকে যে চিনিত কেহ তাহার একটি কথা ও বিশ্বাস করিত কারণ তাঁহার মিথ্যা কথা অত্যন্ত ছিল।

৩. যখন তিনি কোন দুঃখ করিতেন, তাঁহার পিতা মাতার নিকট তদ্বিবরণ কহিতে দোড়িয়া কখনই যাইতেন না, কিন্তু ইহার বিষয়ে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে

তিনি অস্বীকার করিতেন, এবং সে কর্ম করিয়াছেন
স্বীকার করেন নাই এমন কথা কহিতেন।

৪. রবটের মিথ্যা বলিবার কারণ এই, যে দোষ
স্বীকার করিয়া প্রকাশ পাইলে পাছে সেই দোষের জন্য
দণ্ড পান সেই আশঙ্কা করিতেন।

৫. তিনি এবং ভীত বালক ছিলেন, এবং সামান্য
দুশ সহ্য করিতে পারিতেন না; কিন্তু ফ্রান্স সাহসী
বালক ছিলেন, এবং সামান্য দোষ জন্য দণ্ড সহ্য
করিতে পারিতেন; রবটের মিথ্যা কথন এবং সেই
মিথ্যা পশ্চাৎ প্রকাশ হওন জন্য যত দণ্ড দিয়া ছিলেন,
তাহার মাতা তাহার ক্ষুদ্র অপরাধ জন্য তাহাকে এত
দণ্ড কখন দেন নাই।

৬. এক দিন সায়ংকালে এই দুইটি বালক এক গৃহে
কবল তাহার দুই জনে ক্রীড়া করিতেছিল, তাহা-
দিগের মাতা পর গৃহে ইচ্ছা করিতেছিলেন এবং তাহা-
দিগের পিতা ক্ষেত্রে কন্মে গিয়াছিলেন, অতএব সেই
সময় রবট এবং ফ্রান্স ভিন্ন আর কেই ছিল না, কিন্তু
অগ্নি পাশে টুফি নামক একটি ক্ষুদ্র কুকুর শয়ন করি-
ছিল।

৭. টুফি অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্রীড়াকারক কুকুর ছিল,
এবং এই বালকেরা তাহার প্রতি আশক্ত ছিল।

৮. রবট ফ্রান্সকে কহিলেন, “এ টুফি অগ্নিপাশে
শয়ন করিয়া নিদ্রিত আছে, আমরা যাইয়া তাহাকে জাগৃত
করি আইন, এবং সে আমাদের সহিত খেলা করিবেক

৯. ফুফু বলিলেন, “হাঁ, তাই করি আইগা” এক্ষেত্রে টুফিকে আগাইবার নিমিত্তে তাহারা উভয়ে উল্লুনের দিকে দৌড়িয়া গেল।

১০. এখন উল্লুনের উপর এক বেসালি বসিয়াছিল, এবং ইহা যে কোথায় আছে তাহা ঐ ক্ষুদ্র বালকেরা দৃষ্টি করেন নাই; কারণ ইহা তাহাদিগের পশ্চাদে ছিল; উভয় যেমন কুরুরের সহিত খেলা করিতেছিল, পদাঘাত হারা ইহাকে কেলিয়া দিল; বেসালি তাকিয়া গেল এবং সমস্ত দুই উল্লুনের উপর এবং ঘরের সেকের চতুর্দিকে ডাউয়া পড়িল।

১১ পাঠ. সত্যবাদি এবং মিথ্যাবাদি কালকদিগের কথা (ক্রমশঃ)

১. যখন ঐ ক্ষুদ্র বালকেরা তাহারা কি করিয়াছে দেখিল, তাহারা অতিশয় দুঃখিত এবং ভয় প্রাপ্ত হইল। কিন্তু কি যে করিবে তাহা নিশ্চয় করিতে পারিল না। তাহারা কলকাল কথা না কহিয়া দাঁড়াইয়া তত্ত্ব বেসালি ও ছড়ান দুই প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল।

২. রবট প্রথমে বাক্য করিলেন। “অম্য রাত্রে আমার পানার্থে দুই পাইব না।” এই কথা বলিলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ফুফু বলিলেন, “রাত্রে তাহাদের সময় দুই পাইব না? কেন পাইব না? বাস্তবে কি আর দুই নাই?”

৩. হাঁ, কিন্তু আমরা তাহারা কিই পাইব না; তো

স্বপ্ন মনে নাই, গত সোমবারে যখন আমরা দুই ফেলিয়া দিয়াছিলাম, মা বলিলেন, আমরা অতি অসাবধানি, এবং পুনরবার এমন কৰ্ম করিলে আর পানার্থে পাইব না; এবং সেই বার এই; অতএব অন্য রাত্রে তাহারের সময়ে দুই পাইব না।

৪. ফুফু বলিলেন, “আজ্ঞা, আমরা উহা ব্যতীত পাইব, এই পর্যন্ত, আমরা অন্যবারে অধিক সতর্ক থাকিব; বড় গুরুতর ক্ষতি হয় নাই; আইস আমরা দোঁড়িয়া গিয়া মাতাকে বলি।

৫. তুমি জান কোন অব্য যদি আমরা ভাবি মাতা তাহাকে তৎক্ষণাৎ কহিতে সক্ষম আত্মা করেন, “অতঃপর” তিনি তাহার ভুত্বার হাত ধরিয়া কহিলেন, “আইস”।

৬. রবট উত্তর করিলেন, “আমি এখনি আগিব, কিন্তু এত ব্যস্ত হইও না। তুমি এক মুহূর্তক বিলম্ব করিতে পার না।” ইহাতে ফুফু অপেক্ষা করিলেন, এবং তাহার বলিলেন “এখন আইস, রবট”। কিন্তু রবট উত্তর করিলেন, আর কিছুকাল থাক। আমার এখন যাইতে আইস হয় না আমার ভয় করিতেছে”।

৭. ছোট বালকেরা আমি তোমাদিগকে পরামর্শ দিতেছি তোমরা কখন সত্য কহিতে শক্তি হইও না, এখন বলিও না, “এক মুহূর্তক থাক” এবং “আর কোন কাল থাক”; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মত্ত হইয়া যাও, এবং তাহা মন্দ কৰ্ম করিয়াছে তাহা কহ।

৮. যতোধিক কাল বিলম্ব করিবে তত তোমার মতঃ
কহিতে আশঙ্কা বৃদ্ধি হইবেক; অবশেষ হয়তো মতঃ
কহিতে তোমার আদর্শে সাহস হইবে না। রবটের কি
হইয়াছিল শ্রবণ কর।

৯. যতোধিক কাল তিনি অপেক্ষা করিলেন, ততো
ধিক তাঁহার দুঃখ ফেলিয়া দেওনের কথা মাতাকে কহিতে
অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন; এবং শেষকালে তাঁহার ভ্রাতার
নিকট হইতে হাত টানিয়া লইলেন, এবং কহিলেন
“আমি আদর্শে যাইব না, ফাঁকি তুমি একাকী যাইতে
পার না”।

১০. ফাঁকি উত্তর করিলে “আমি ডাই বাইব, আমি এক
কাঁ যাইতে ভয় করি না, আমি কেবল উত্তম স্বভাব হে
তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়াছিলাম, কারণ আমি বিবে
চনা করিয়াছিলাম যে তুমি ও মতঃ কহিতে বাসনা করিবে।

১১. “হাঁ, আমি ও মতঃ কহিব; আমি জিজ্ঞাসিত
হইলে মতঃ কহিব; কিন্তু এখন আমার যাওয়া আব
শ্যক করে না। যখন যাইতে মনন না; আর তোমার বা
যাইবার আদর্শ কি? তুমি এখানে থাকিতে পার না?
মাতা তো গৃহে প্রবেশ করিবা যাত্রা দুঃখ নিশ্চিত দে
খিতে পাইবেন”।

১৮ পাঠ. মতঃবাদি ও দ্বিধাবাদি দালকদিগের কথা
(ক্রমশঃ)

১. ফাঁকি আর কিছু বলিলেন না; কিন্তু বেমন ডাহার

স্বাভা আইলেন না, তিনি তাঁহা ব্যতীত গেলেন।

২. তিনি পরদ্বারের দ্বার খুলিলেন, যেখানে তাঁহার মাতা ইজ্রি করিতেছিলেন; কিন্তু যখন তিনি ভিতরে গেলেন তখন দেখিলেন যে তিনি বাহিরে গিয়াছেন; এবং তিনি বিবেচনা করিলেন যে ইজ্রি করিবার নিমিত্তে আরো অধিক বস্ত্র আনিতে গিয়াছেন।

৩. তিনি জানিতেন যে বস্ত্র সকল বাগানের ঘোপের উপর শুকাইবার জন্য কুশিতে ছিল, ইহাতে মনে করিলেন যে তাঁহার মাতা সেই খান্ধে গিয়াছেন, এবং যাহা হইয়াছে সেই বিষয় বলিবার নিমিত্ত তাঁহার শব্দকে দোড়িয়া গেলেন।

৪. এখন ফুল্ল যাইলে পর রবট সেই ঘরে একাকী ছিলেন; এবং যতক্ষণ তিনি একাকী ছিলেন ততক্ষণ তাঁহার মাতার নিকট কি গুল্ল করিবেন শুদ্ধ ভাবিতা দিতে ছিলেন, এবং ফুল্ল যে তাঁহাকে সত্য কহিতে গিয়াছে ততক্ষণ তা দিত ছিলেন।

৫. তিনি আপনাপনি বলিতে লাগিলেন, “যদি ফুল্ল এবং আমি উভয়ে একত্র হইয়া বলি যে আমরা বৈমালি ফেলিয়া দেই নাই, তিনি আমাদিগের কথা প্রত্যয় করিবেন, এবং তাহা হইলে আমরা রাজ্যে পূর্ণ ন্যার্থে দূর গাইব।” “আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম যে ফুল্ল তাঁহাকে ইহার কথা কহিতে গিয়াছেন।”

৬. এই কথা যখন আপনাপনি বলিতেছিলেন, তখন শুনিলেন যে তাঁহার কাক নীচে নাকিয়া আনিতে

ছেন। হা, হা! (আপনাপনি কহিলেন) না তবে বা-
হিরে বাগানে যান নাই, এবং ফুল ও ভবে তাঁহার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, আমি তবে এখন
যাহা ইচ্ছা তাহা তাঁহাকে কহিতে পারি" ॥

৭. তখন এই দুই ভীত বালক তাঁহার মাতাকে
মিথ্যা বলিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

৮. তিনি (তাঁহার মাতা) গৃহ মধ্যে আইলেন;
কিন্তু যখন তগু বেসালি ও হুতাস দুই দেখিলেন, তখন
উল্টোঘরে কহিলেন, "একি একি! এখানে একি কর্ম
রবট ইহা কে করিলে!"

৯. রবট মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমি জানি না,
মায়াম"।

১০. "রবট, তুমি জান না! আমাকে সত্য কহ-আমি
তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইব না। তুমি কেবল রাত্রে
আহার কালীন দুই পাইবে না; আর বেসালির বিষয়,
তোমার একটি মিথ্যা বলিবার অপেক্ষা, আমার যত
বেসালি আছে সকল তুমি তাক্ষিবে সে ও বরং ভাল।
অতএব মিথ্যা বলিও না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা
করিতেছি, রবট, তুমি কি বেসালি তাক্ষিয়াছ?"

১১. রবট বলিলেন, "না মায়াম আমি তাক্ষি নাই,"
এবং তাঁহার বর্ণ অগ্নির ন্যায় রক্ত বর্ণ হইল। "তবে
ফুল কোথায়? সে কি তাক্ষিয়াছে?" রবট বলিলেন,
না মাতা তিনি তাক্ষেন নাই"। তাঁহার এই কথা বলি-
বার কারণ এই, যে তাহার এমন ভরসা ছিল যে ফুল

সাইকেল তাঁহাকে এই কথা বলিতে রক্ত করিতে পারি-
বন যে তিনি ইহা করেন নাই।

১২. তাহার মাটা বলিলেন, “যুদ্ধ বে করে নাই,
তুমি কেনন করে জানিলে? মিথ্যাবাদিরা ওজর দিছে।
বিরতারানিগিড়ে যে প্রকার ভায়ে সেই রূপে আনিয়া।
১৩. বলিলেন, “কারণ-কারণ-কারণ মায় আমি সমস্ত
১৪. এই বনে ছিলাম এবং তাঁহাকে ইহা করিতে দেখি-
ছি।”

১১ পাঠ. সমস্ত্যাদি ও মিথ্যাবাদি বালকদিগের
কথা (ক্রমশঃ)।

১. “তবে কি প্রকারে বেলালি ডাকিয়া গেছে? তুমি
দ সমস্তকণ গৃহ মধ্যে ছিলে, তুমি কোন কথা বলিতে
ন।”

২. তখন সবট একটা মিথ্যা হইতে আর একটা
চোর সাইয়া উত্তর করিলেন, “আমার ঘোষ হয় এই
দ্বারে অবশ্য ইহা করিয়া থাকিলে,”। তাঁহার মাটা
বলিলেন, “তুমি তাঁহাকে ইহা করিতে দেখিয়াছ,”
৩. দুই বালক বলিল, “হাঁ,”।

৪. তাঁহার মাটা ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, “টুকি
টুকি, এবং টুকি, যে আমি সমস্ত শয়ন করিয়া পাদ-
শুকাইতেছিল, বাহ্যিক আশ্রয় হঠাৎছিল, লক্ষ
গিয়া উঠিল এবং তাঁহার নিকট আইল। তখন তিনি
৫. প্রতি অকুলি দ্বারা দর্শাইয়া কহিলেন, “ছি ২

টুকি,,। “রবট”, উদ্যান হইতে এক গাছা ছড়ি আনিয়া দেও, টুকিকে ইহার জন্য অবশ্য প্রহার করা যাইবে,,।

৪. রবট ছড়ি আনিতে দৌড়িয়া গেলেন, এবং উদ্যান মধ্যে তাহার ভাতার সহিত মালাধ করিলেন। তিনি তাহাকে দাঁড় করাইলেন এবং তাহার মালাকে বাহাঃ বলিয়াছেন তদ্বাবধ শীঘ্রঃ করিলেন, এবং তিনি তাহাকে মিনতিপূর্বক অনুরোধ করিলেন যে মত, না করিয়া তিনি সাহা করিয়াছেন তাহাই যেন করেন।

৫. কান্দ করিলেন, “না আমি মিথ্যা বলিব না, কি টুকি প্রহারিত হইবে! সে দুঃখ ফেলে নাই, এবং ইহার জন্য কখনই দণ্ডিত হইবেক না। অমাত্যে ভাতার নিকট যাইতে দেও,,।

৬. তাহার উত্তরে গৃহাতিমুখে দৌড়িয়া গেল রবট এবং বাটা পহুছিল, এবং কান্দ না তিতরে অসিতে পার এই মাত্রে দ্বার রুদ্ধ করিল। তিনি তাহার মালাকে ছড়ি গাছা টা দিলেন।

৭. অবোধ টুকি। সে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল যেমন তাহার মাতৃকোপরি ছড়ি উখিত হইল, কিন্তু মতঃ করিবার জন্য তাহার কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। যখন কালে তাহার উপর দণ্ডাঘাত পড়িতেছিল, এমন সময়ে জানেলাতে ফুলের গন্ধা স্রুত হইল।

৮. তিনি যত উচ্চঃস্বরে ডাকিতে পারিতেন ততঃ চীৎকার করিয়া করিলেন, “থাম, থাম, হে প্রিঃ

“মাতা খায়! টুটি হই করে নাই; আমাকে ভিতরে
বাইতে দেও, আমি এবং রবট ইহা করিরাছি, কিন্তু
রবটকে গ্রহণ করিও না।”

৯. “আমাদিগের ভিতরে বাইতে দেও, আমাদিগের
ভিতরে বাইতে দেও, বলিয়া চীৎকার লক্ষ্যে অনা এক
জন কহিল, বাহা রবট তাহার পিতার ঘর বলিয়া
জানিত, “আমি এই কক্ষ” হইতে আনিতেছি, এবং
এখানে তার বন্ধ আছে।”

১০. রবট যখন তাহার পিতার ঘর শ্রবণ করিলেন,
তখন পাংশের ন্যায় মলিন হইয়া গেলেন, কারণ যখন
তিনি মিথ্যা কহিতেন তাহার পিতা তাহাকে চারুক
দ্বারা গ্রহণ করিতেন।

১১. তাহার মাতা দ্বারে যাইলেন, এবং ইহাকে
যাচন করিলেন। “এসকল কি? এই কথা তাহার
মাতা উল্লেখ করে করিলেন যেমন তিনি বাটার দ্বারা
তাইলেন, অতএব তাহার মাতা বাহা ২ ঘটিয়া ছিল
তদ্ব্যবস্ত তাহাকে বর্ণনা করিলেন।

২০ শ্রীমৎ লক্ষ্যবাদি ও মিথ্যাবাদি বালকদিগের কথা
(পরিশেষ)।

১. যে ইতিমধ্যে লিখিত টুটিকে গ্রহণ করিতে বাইতে
ছিল, সে হুড়ি কোথায়? এই কথা তাহাদিগের পিতা
কহিলেন।

২. তখন রবট যিনি তাহার পিতার ঘর তদ্বিহার

সেইদিনেই মোঃ তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, হাঁটু গাড়িয়া দিয়া প্রার্থনা করিলেন, এই বলিয়া “তোমাকে এই বার ক্ষমা কর, আমি পুনর্বার আর মিথ্যা কহিব না”।

৩. কিন্তু তাঁহার পিতা বাহাদুর তাঁহাকে ধরিয়া কহিলেন, “এখন আমি তোমাকে চাষুক মারিব, এবং তাহার পরে আমি ভাঙ্গা করি, তুমি আর মিথ্যা কহিবে না”। এমনতে রবটকে গ্রহণ করা হইল, বদবধি না তিনি তৎ বস্ত্রখাতে এক চীৎকার করিলেন, যে প্রতি কালিয়া সকলে তাঁহার জ্ঞান সম্বন্ধে পাইলেন।

৪. তাঁহার পিতা তাঁহাকে দণ্ড করিলেন পর কহিলেন “এখন তুমি অন্য রকমের আহাৰ্য্য গ্রহণ করিবে”। তুমি পিতা পানীয়ে দূষিত পাইবে না, এবং আরও গ্রহণিত হইয়াছে। কেবল অন্যর বাসিন্দার কি একক ব্যবহার করা হয়”।

৫. তৎপরে ফাঙ্কের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আইস, আমার সহিত তোমার হস্ত নাড়; তুমি রক্তমীতে তৈলনকশীত দূষিত পাইবে না বটে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই; তুমি সন্তুষ্ট কহিরাহ এবং সন্তুষ্ট হও নাই, এবং সকলেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন”।

৬. এবং একদা তোমার কমে কি করিব তাহা বলি কেহি কল; আমি এই ক্ষুদ্র টুকুকে তোমারে বিক্রয় করিব। হইবার অন্য তোমাকে দিব।

৭. “তুমি তাহাকে আহাৰ্য্য দিবে, এবং তাহার-নাব

নাম লইবে, এবং সে তোমার কুসুর হইবে; তুমি তা
দাকে প্রহার হইতে রক্ষা করিয়াছ; আমি নিশ্চয়
শীঘ্রই পারি যে তুমি তাহার পক্ষে এক দয়াবান স্বামী
হইবে। টুফিঃ এখানে আইস,,।

টুফি আইল। তখন ফুস্কের পিতা টুফির গলা
বন্ধ খুলিয়া লইলেন। আরও कहিলেন যে “কল্যাণ আমি
আশাবানিকের নিকট বাইব এবং তোমার কুসুরের
নিমিত্তে নূতন গলাবন্ধ প্রস্তুত করিয়া আনিব; অদ্যাবধি
তাহাকে তোমার নামানুসারে “ফুস্ক” বলিয়া ডাকা
হইবেক।

এবং, পত্নী, প্রতিবাসিন্দিগের সম্মানেরা যখন
জিজ্ঞাসা করিবে যে টুফিকে ফুস্ক বলিয়া ডাকা হইবেক
নো, তখন তুমি তাহাদিগকে আমাদের এই দুই বালক
দের বৃত্তান্ত বলিও, তাহারা জ্ঞাত হউক যে মত্যাও
অমত্যাবাদি বালকদিগের মধ্যে তিস্ততা কি,,।

২১ পাঠ সারোদ্ধৃত পদ।

১. অত্যাগ তিগ কোন জ্ঞানোপার্জন হয় না।

২. যদি তুমি পাপ হইতে মুক্ত থাকিতে চাহ, তবে
মাফসা পরিত্যাগ কর।

৩. অন্যের মনেতে ঐ সকল চিন্তা কখন উত্থাপন
করিও না, বাহাতে তাহাদিগের ক্লেশ দিবে কিম্বা পাপ
করিতে প্রবর্তকরিবে।

৪. বিস্মৃত হইও না যে তোমার জীবনের সাধারণ একটি পুঙ্খাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহে। সে যেমন প্রস্তুতি হইবামাত্র শুরু হইয়া যায়।

৫. ধর্মনিষ্ঠ হইরা তোমার কর্তব্য কর্ম সমাধা কর। তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাকে কল্যাণ করিবেন।

৬. অকথ্য বাক্য প্রয়োগ করিও না, কারণ শীলতা অত্যন্তে জানেব অত্যন্ত প্রকাশ পায়।

৭. ধন উপলব্ধ করিয়া আপনাকে উচ্চ জ্ঞান করিও না; কারণ সে এক দুর্বল মনের সঞ্জন।

৮. দাস্তিক হইও না, কারণ উত্তম ঈশ্বরের নিকট এবং মনুষ্য সমাজে অহঙ্কার ঘৃণ্য হইয়াছে।

৯. যাতনা এবং দরিদ্রতা লইয়া জীড়া করিও না। কিছা অতি সামান্য কীটকে নির্দয় রূপে ব্যবহার করিও না।

১০. অন্যের সুখের বাহ্যিক দৃশ্য দেখিয়া ঈর্ষা করিও না, কারণ তুমি তাহার অপ্রকাশিত ক্লেশ কত ভাল জান না।

১১. বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ কর; ইহাতে তোমার যথেষ্ট মনু্যান বৃদ্ধি করিবেক।

১২. পরমেশ্বরকে ভয় কর, তিনি সকলের সুখী এবং শান্ত।

১৩. দরিদ্র ব্যক্তিকে অপমান করিও না; তাহাকে হৃৎপথে তাহাকে দয়ার পাত্র করে।

২২ পাঠ. মারোদ্ধৃত পদ ।

১. বহুকাল জীবিত থাকিতে এত ইচ্ছা করিও না,
যত সন্দাঁচারে জীবন ক্লেপন করিতে ইচ্ছা করিবে ।

২. যাহাতে তোমার কোন সম্বন্ধ নাই এমন বিষয়ে
নিগূণ থেক না ।

৩. যেমন আর এক ঘণ্টাকাল বাঁচিবে কি না তাহাও
নিশ্চয় জাননা তেমনি এক পল ও ব্যর্থ করিও না ।

৪. তোমার জীবন শীঘ্রই গত হইবেক, এই হেতু
ইহাকে শৌর্যরূপে ধাপন কর ।

৫. তোমার কর্মকে তুমি চালনা কর, সে যেন তো-
মাকে চালন না করে ।

৬. যদি তোমার বিদ্যা ও বুদ্ধি থাকে, তবে জ্ঞান
ও শীলতা ও উপার্জন কর ।

৭. যদি নিঃশঙ্কায় থাকিতে চাহ, তবে কাহারও নিন্দা
করিও না ।

৮. যাহারা কৃতজ্ঞ তাহারা যত যাচু করে তদপেক্ষা
তাহাদিগের অধিক দেও ।

৯. তোমার মিত্রের প্রশংসা কর, আপনার করিও না ।

১০. আপনার কর্মের নিগূণ বিষয় তত্ত্ব কর, অন্যের
বিষয়ের করিও না ।

১১. কুসংসর্গ অপেক্ষা একাকী থাকা ভাল ॥

১২. যদি পার তো কাহাকে ও অসন্তুষ্ট করিও না ।

১৩. তোমার সময়ের উত্তম ব্যবহার করিও, কারণ
ইহার ক্ষতি পূরণ করা যাইতে পারে না ॥

১৪. প্রথমে পাইবার যোগ্য হও, পশ্চাৎ পাইতে বাঞ্ছা কর।

১৫. অধিকাংশ জনকে ভালবাস, কতককে দয়া কর, কাহাকে ও ঘণা করিও না।

১৬. হয় তো নিঃশব্দ হইয়া থাক, কিম্বা কিছু উত্তম বাজ্য কর।

১৭. যে কর্ম এক বার তির্য করিতে পার না, তদ্বিষয়ে দীর্ঘকাল বিবেচনা করিও।

১৮. যৌবনাবস্থায় সঞ্চয় কর, বৃদ্ধাবস্থায় ব্যয় কর।

১৯. অন্যের গুণানুসন্ধান কর, এবং আপনার দোষ অনুসন্ধান কর।

২০. সকল কর্ম উত্তম রূপে করিও যেন তাহা নিঃশব্দেই দুই বার না করিতে হয়।

২৩ পাঠ. ঈশ্বর সকলেরই পিতা।

১. মেঘপালের রক্তকের প্রতি দৃষ্টি কর? তিনি তাহার মেঘ সকলের সাবধান লয়েন, তিনি তাহাদিগকে পরিষ্কার শোভা প্রবাহ মধ্যে লইয়া যান; তিনি তাহাদিগকে নূতন তৃণপূর্ণ মাঠে চালনা করেন; যদি কোন মেঘবৎস শূন্য হয়, তিনি তাহাদিগকে বাহুপরি লইয়া যান; যদি তাহারা কুপথগামি হয়, তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনেন।

২. কিন্তু মেঘপালকের পালক কে? তাহার সাবধান কে লয়? তাহার যে পৃথক যাওয়া উচিত সেই পথে

তাঁহাকে কে চালনা করে! এবং তিনি যদি কুপথে ভ্রমণ করেন তবে তাঁহাকে কে ফিরাইয়া আনিবে?

৩. ঈশ্বরই মেমপালকের পালক। তিনি সকলেরই পালক; তিনি সকলের সাবধান লয়েন; আমরা সকলে শহুর পালকরূপ হইয়াছি; এবং প্রত্যেক তনু প্রত্যেক মণ্ডল মাঠজাত সামগ্ৰী সেই আহারীয় অব্যয় হয় যাঁহা তিনি আমাদের নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়াছেন।

৪. মাতা তাঁহার ক্ষুদ্র শিশুকে ভালবাসেন; তিনি ইহাকে তাঁহার কোড়ে করিয়া পালন করেন; আহার দিয়া ইহার শরীরকে তিনি পোষণ করেন; জ্ঞানদ্বারা ইহার মনকে পূর্ণ করেন, যদি ইহা পীড়িত হয়, তিনি কোমল ভাবে ইহার সেবা করেন; নিম্নাবস্থাতে ইহাকে ত্রুটি দেন, তিনি ইহাকে মূর্খত্বের নিমিত্তে বিস্মরণ করেন না; কি প্রকারে উত্তম হইতে হয় তিনি ইহাকে তাহার শিক্ষা দেন; তিনি ইহার উন্নতিতে প্রত্যহ উদ্যোগ করিতেছেন।

৫. কিন্তু মাতার মাতা কে? তাঁহাকে কে সুসামগ্রীর সহিত পোষণ করেন, ও কোমল সুহের সহিত তাহাকে ত্রুটি দেন? তাঁহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে কাহার হস্ত বিস্তারিত রহিয়াছে! এবং যদি তিনি পীড়িত হইলেন, তাঁহাকে কে সুস্থ করিবে?

৬. ঈশ্বর মাতার মতা; তিনি সকলেরই মতা, কারণ তিনি সকলকে সৃজন করিয়াছেন। সকল পুরুষ, এবং সকল স্ত্রী যাহারা এই সুবিস্তারিত জগতে জীবিত আছে

তাহার সন্ততি করেন; তিনি সকলকে ভালবাসেন। তিনি সকলের প্রতি দয়াবান হয়েন।

৭. সুপতি তাহার প্রজাদিগকে শাসন করেন; তাহার মস্তকোপরি স্বর্ণ মুকুট ও তাহার হস্তে রাজদণ্ড আছে। তিনি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া তাহার আজ্ঞা প্রেরণ করেন, তাহার প্রজারা তাহার সম্মুখে ভীত হয়েন; যাহা তাহার সৎকর্ম করে তিনি তাহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন; এবং যদি তাহার দুষ্টকর্ম করে তিনি তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান করেন।

৮. কিন্তু রাজার রাজা কে? তাহার বাহা? অন্য কর্তব্য তাহা করিতে কে আজ্ঞা করে? তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার কারণ কাহার হস্ত বিস্তারিত আছে? এবং তিনি যদি দুষ্টকর্ম করেন তবে তাহাকে শাস্তি দিবেন।

৯. রাজার রাজা পরমেশ্বর হয়েন; দীপ্তির নিখ দ্বারা তাহার মুকুট নির্মিত আছে ও তার সকলের উপর তাহার সিংহাসন স্থিত হইয়াছে। তিনি সকল বস্তু, রাজা ও সকল প্রভুর প্রভু; তিনি জীবিত থাকিতে আদেশ করিলে আমরা জীবিত থাকি ও মরিতে আজ্ঞা করিলে মরি; এই সমস্ত জগতের উপর তাহার প্রভুত্ব আছে এবং তাহার সকল সৃষ্ট বস্তুর উপর তাহার চক্র আছে।

১০. ঈশ্বর আমাদিগের মেঘপালক স্বরূপ এই হেতু আমরা তাহার অনুগামি হইব; ঈশ্বর আমাদিগের পিতা এই হেতুক আমরা তাহাকে প্রীতি করিব; ঈশ্বর আমা

ণের রাজা এই হেতুক আগরা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিব।

২৪ পাঠ. জ্ঞানান্তিম্যানী জীবের কথা।

১. হে জ্ঞানান্তিম্যানী জীব তুমি কোথা হইতে আসি-
ছ? তোমার চক্ষু কি দর্শন করিয়াছে? এবং তোমার
হৃদ কোথায় ভ্রমণ করিতেছিল?

২. আমি মাঠের ঘন জলোপরি পরিত্যক্ত করিতে
হিলাম; আমার চতুঃপাশে পশুদি চরিতেছিল কিম্বা
কে ছায়াতে বিশ্রাম করিতেছিল; কবিত ক্ষেত্রে শস্য-
এ উৎপন্ন হইয়াছিল, গায়া কালের উৎপত্তি ফল
পুষের সহিত ক্ষেত্র সকল উজ্জলিত হইয়াছিল; এবং
সৌন্দর্য্যতার সহিত প্রজ্বলিত হইতেছিল।

৩. তুমি কি আর কিছু দর্শন কর নাই? তুমি কি এত
দূর আর কিছু নিরীক্ষণ কর নাই? হে জ্ঞানান্তিম্যানী
স্থান প্রত্যগমন কর, এসকলাপেক্ষা ও মহৎ বস্তু
অছে। মাঠের মধ্যে ঈশ্বর ছিলেন তুমি কি তাহা উপ-
লব্ধি কর নাই? তুমি তুমিত ক্ষেত্রে তাঁহারই সৌন্দর্য্যতা
ভ্রম; তাঁহারই ঈশ্বর হাম্য সূর্য্য কিরণকে তেজস্কর করি-
তেছিল।

৪. আমি নিবিড় বন মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছি; বান্ধ বৃক্ষ
মাঝে মৃদু ২ শব্দ করিতেছিল; কাষ্ঠবিভাগ এক
শাখা হইতে অন্য শাখায় লক্ষ্য দিয়া বাইতেছিল; এবং

বৃক্ষ শাখা মধ্যে পাকিরা পরস্পরের নিকট নিজ ২ শীত
সুনাইতে ছিল।

৫. জল প্রবাহের শব্দ ২ শব্দ তিম কি আর কিছু শব্দ
কর নাই? বায়ুর মৃদু ২ শব্দ তিম কি আর কিছু শব্দ
কর নাই? প্রত্যগত হও, হে জ্ঞানাত্মানী জীব, কারণ
এতদপেক্ষা ও মহত ২ বস্তু আছে। ঈশ্বর বৃক্ষ সকল মধ্যে
ছিলেন; তাহার স্বরের শব্দ জল প্রবাহ মধ্যে প্রত্য হই
তোছিল; তাহারই সুদূর বৃক্ষ ছায়াতে সমীত করিতে
ছিল; তুমি তাহাতে মনোযোগ দেও নাই।

৬. আমি চক্ষুকে বৃক্ষ সকলের পূর্ক হইতে উদয়
হইতে দেখিলাম। ইহা এক স্বর্ণময় দীপের ন্যায়
ছিল। নক্ষত্র সকল, একে ২ নিম্নল আকাশে প্রকাশমান
হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ দেখিলাম কক্ষবর্গ মধ্যে সকল
উদ্ভিত হইয়া দক্ষিণাতিমুখে গমন করিতে লাগিল, বিদ্যুৎ
স্রোত সকল আকাশমণ্ডলে দীপ্তি শীথার স্বরূপ শোভে
ন্যায় বেগে গমন করিতে লাগিল; দূরাক্ষেপে যেননা
করিতেছিল। ইহা ক্রমে ২ নিকটবর্তি হইতে লাগিল
এবং আমি জ্ঞানবুদ্ধ হইলাম, কারণ ইহার শব্দ হয় উন্নত
ও তরানক।

৭. বজ্রাঘাতের শব্দা তিম কি তোমার অন্তঃকরণে
আর কোন শব্দা বোধ হয় নাই? বিদ্যুৎস্রোত তিম কি তা
কালে আর কোন দীপ্তিমান ভীষণ বস্তু ছিল না? প্রত্য
গত হও, হে জ্ঞানাত্মানী জীব, কারণ এতদপেক্ষা ও
বহান বস্তু সকল আছে। ঝটিকা মধ্যে ঈশ্বর ছিলেন।

কি তোমার বোধগম্য হয় নাই? তাহার কৃত আ-
চর্য্যকে বিস্তারিত ছিল, এবং তোমার অস্বঃকরণ
তাঁহাকে স্বীকার করে নাই।

ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন; যত শব্দ শ্রুতি সকলেতে
তার স্বর শ্রুত হওয়া যায়। যত বস্তু আমরা দর্শন
করিতে পারি, তাহাকে দৃষ্ট হয়; হে জ্ঞানাত্মিক
ঈশ্বর তব কোন প্রত্যয় নাই; অতএব তোমার
তাবনাতে যেন ঈশ্বর চিন্তা থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১. ভ্রাতা এবং ভগিনীর কথা।

কোন ব্যক্তির দুইটি সন্তান ছিল, একটি কন্যা
একটি পুত্র। বালকের রূপলাবণ্য সকলে প্রশংসা
করিত, কিন্তু বালিকাকে তাদৃশ করিত না।

তাহারা উভয়েই অতি শৈশব অবস্থায় ছিল, এবং
দিন তাহাদিগের মাতার বস্ত্রপরিধানীয় দ্রব্যের
সন্ধান করিতে ছিল।

বালকটি তাহার নিজ রূপের দৃশ্যেতে মোহিত
আপনাকে আপনি জলকাল দেখিতে লাগিল,
বিরক্তি জনক রহস্যভাবে আপনি কেমন রূপবান
বিশ্বতঃ তাহার ভগিনীকে জ্ঞাপন করিলেন।

তাহাতে ঐ ক্ষুদ্র বালিকা জ্যোৎস্বিত হইলেন,
তাহার ভ্রাতার পরিহাস সহ্য করিতে পারিলেন

নী। এই বিবেচনার যে তাহা কেবল তাঁহাকে অপ-
করিবার মানসে প্রয়োগ হইতেছে।

৫. সেই হেতুক তাঁহার জুতার প্রতি প্রতিদে-
হইবার নিমিত্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পিতার নিকট
দ্রিয়া গেলেন, এবং ক্রোধভরে কহিলেন, যে এ-
সজ্জার কথা যে এক পান। গৃহ সজ্জার দ্রব্য যদি
কেবল স্ত্রী লোকদিগেরি অধিকার আছে তাহা সেই
জন বালক এ প্রকার যদোচ্ছানুযায়িক কথা কয়।

৬. এ উত্তর মনুষ্য তাহাদিগের উত্তরকে তে-
জালিজন করত এবং পিতৃ সেহে তাহাদিগের মূখ
করিয়া কহিলেন

৭. হে আমার সন্তানেরা, আমি বাসনা করি যে
যত কাল জীবিত থাকিব প্রত্যেকে প্রতি দিন
দর্পণে আপনাদিগকে দর্শন করিলে; তুমি আমার
সেন কোন অকর্ষক কৰ্ম্ম দ্বারা আপনার রূপে
না দেখে; এবং তুমি আমার কন্যা যেন তোমার শর-
রূপলাবণ্য অত্যন্ত জন্য দোষ হোমার রীতি ল-
লংবণ্যদ্বারা চাকিতে সমর্থ হও।

২ পাঠ, আত্মাভিমানের কথা।

১. একটা গহ্বির পেঁচা আত্মাভিमानে স্ফীত হ-
এক শুষ্ক দেবতার বৃক্ষের কোঠরে বসিয়া দ্বিপ্রহর
চীৎকার শব্দ করিতেছিল।

২. সে বলিতেছিল “যদি আমার শ্রেষ্ঠ মণ্ড

জীবন নিমিত্ত না হবে তো এপ্রকার নিঃশব্দ কি জন্যে ?
 তাহা ঘর শুবণ আশায়ে যে নিকুঞ্জ বনচর এপ্রকার শব্দ
 কইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই ; এবং আমি
 তাহা গান করি, তখন তাবৎ জগৎ শুবণ করে' ।

২. তিনি পুনঃ কহিলেন 'বুলবুলবস্থা' রাত্রে প্রকৃত
 তাহার অধিকার করিয়াছে । তাহার গলা শুশাব্য এ
 গুরু বটে, কিন্তু আমার তদুপেক্ষা অনেকাংশে মিষ্ট ।

৩. আরও কহিতে লাগিলেন : 'তবে কেন আমি সু-
 গায়কদিগের দলে সংযুক্ত হইতে নিঃসাহসী হই ?
 নতুন সেই কথার প্রতিধ্বনি এই প্রকার উক্ত হইল,
 'সুন্দরী গায়কদলে যুক্ত হও' ।

৪. এই প্রশংসা আত্মসে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া প্র-
 ক্ত আগমনে, ঐ পঁচা নিকুঞ্জবনের সুন্দর মধ্যে আপন
 ৫২ শব্দ মিশ্রিত করিতে আরম্ভ করিল ।

৫. কিন্তু সুন্দরযুক্ত গায়কেরা তাহার শব্দে বিরক্ত হ-
 য়া এবং তাহার নির্লজ্জতায় অমর্যাদা বোধ করিয়া এক
 ৬০ তাহাকে তাহাদিগের সভা হইতে বহিস্কৃত করিয়া
 ৬১ দিল ।

৬. অনেক অস্বাভিমানী ব্যক্তিদিগের দ্বতাব এই প্র-
 ৬২ কার ; অজ্ঞদিগের ধন্যবাদে গরিত হইয়া জন সমাজে
 ৬৩ রূপ গুরুত্ব প্রকাশ করে যে তাহা তাহাদিগের কোন
 ৬৪ প্রকারে অর্থাৎ না ; এবং তদুদার জ্ঞানবান ব্যক্তি দুই
 ৬৫ নিকট মর্যাদা প্রাপ্ত না হইয়া বরং তাহাতে তাহার
 ৬৬ দিগকে সত্য জনক এবং স্বর্ণরূপে পরিগণিত করে ।

৩ পাঠ: নষ্ট বাজকের কথা।

১. রবিনের বয়স্ক্রম আর ছয় বৎসর হইয়াছিল। তিনি দুই স্বত্ব বহুল ছিলেন না। কিন্তু তাহার যা তাহাকে আশ্রয় চলিতে দিতেন এবং তাহার পিতা প্রকার আশঙ্কা করিতেন যে তাহার সম্মান যদি কে বহু চায় এবং তাহা না পায় তবে নিয়ত ক্রন্দন করি আপনাকে পীড়াগস্ত করিবেক।

২. এই প্রকার আদর প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার ক কার দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং তার বৎশাস্ত্য করা বাইত না, যেহেতুক তাহার পিতা মাতা অতি দরিদ্র ছিল।

৩. অবশেষে তিনি বিশিষ্ট রূপে একজন্মে ও দিব্য অনুরাগী হইলেন, যাহা দেখিতেন তাহাই পাইবার কারণ জেদ করিতেন, এবং যখন না পাইতেন তখন ক্রোধোন্মীহইয়া মুখ ভারি করিয়া বসিতেন, ঘেঘ ঘেখাইয়া জন্ম পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিতেন, এবং যে রূপ বস্ত্র হইত তদনুযায়ীক করিতেন না, কিন্তু তদ্বিপরীত সর্বদা করিতেন।

৪. তাহার পিতা মাতা তাহার এইরূপ দুরাচরণ দেখিয়া সাতিশয় শোকান্বিত হইলেন, এবং অনুতপ করিলেন যে তাহার এরূপ ব্যবহার কেবল স্বভাবতঃ দুই চিত্ত হেতুক হইতেছে।

৫. একদা তাহার মাতা কহিলেন "হায়! আমি এক কালে ভাবিয়াছিলাম যে রবিন আমাদিগের বৃদ্ধাবস্থার

দুঃখের স্বরূপ হইবেন, এবং আমরা সামর্থ্য হীন হইলে তাহাদিগের পালনার্থে কৰ্ম করিবেন, যেহেতুক তাহাদের এক খাওয়াইতে এবং মানুষ করিতে আমরা এত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছি; কিন্তু তাহার বিপরীত, সে এখন তাহাদিগের অসুখের বিশেষ কারণ হইয়াছে।

৩. তাহার পিতা বলিতে লাগিলেন “উহার রীতি একেবারে নষ্ট হইয়াছে; তাহাকে সকলেই খুঁচিয়া দেবে, এবং অবশ্যক হইলে তাহাকে কেহ কিস্কিয়াত্র হায্য করিবে না।”

সে হয়তো কোন দুঃখ করিবে, এবং তজ্জন্য তাহার দেশের রাজনিরম দ্বারা দণ্ডিত হইবে। তখন সে আর এবং কোণে কাল যাপন করিবে; ইচ্ছার কর্তব্য এখানে না হইতে, তখন আমার মৃত্যু হয়।

এই সকল দুঃখ জনক চিন্তা ঐ অসুখী পিতামাতার নিয়ত উদয় হইতে লাগিল। তাহারা আর তাহাদের প্রাত্যহিক কৰ্মে প্রকৃতচিত্তে নিযুক্ত থাকিতেন না, তাহাদিগেতে তাহাদিগের কিঞ্চিৎ কুচি হইত কি না। তাহাদিগের তাবনার প্রত্যক্ষ বল শরীরের স্বাস্থ্য প্রতি দৃষ্ট হইল; তাহাদিগের বল অবিলম্বে গেল; এক দিন প্রাতে স্বভাবতঃ যে প্রকার থাকিতেন তদন্যথা এমন দুর্বল হইয়াছিলেন যে তাহাদিগের শরীরেতে উঠবার সামর্থ্য ছিল না।

কিন্তু রবিনের এরূপ কিছুই হয় নাই; তিনি

যেমন প্রত্যহ উঠিলেন সেরূপ উঠিয়া আহার চাহিলেন। তাহার মাতা বলিলেন “রবিন্ আমি বড় পীড়িত আছি। ইহা তোমার জন্য আহার্য করিতে উঠিলে পারি না”।

৪ পাঠ. দইট খালকের কথা, (পরিসমাপ্ত)

১. এই দৃশ্যতে তাহাকে অতিশয় দুঃখিত করিল। তিনি মশারি পুনর্জন্ম কেনিয়া দিলেন, শয্যাপাশে বসিয়া রহিলেন, এবং হস্তদ্বারা মুখাচ্ছাদন করিলেন।

২. তিনি বলিতে লাগিলেন “আমি কি দুর্ভাগ্য যদি আমার পিতা মাতা মরেন তো আমার দশা কি হবে। আনাকে কোন স্থানে প্রবেশ করিতে দেয় না এবং আমি এক জিলকা রুটিও পাইতে পারি না। আতো তবে অতিশয় দুঃখিতাবানিত !

৩. হার আমার দুঃখিনী মাতা! তিনি আনাকে মকাজে, কেনন ভাল বাসিতেন, এবং আমি তাহাকে কেন শোকাবুলা করিয়াছি। এবং আমার পিতা, আমার পিতা হায়! কে বলিতে পারে, হয় তো তাহার উত্তরে মরিবেন।

৪. রবিন্ ক্ষণকাল গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। তৎপরে অবিলম্বে এক প্রতিবাসির বাটীতে গেলেন, এবং তাহার পিতামাতার প্রাতঃকালীন স্নানার্থে আয়োজন মিনিতে কিঞ্চিদুগ্ধ এবং রুটি প্রার্থনা করিলেন। তাহার কাতরতায়, এবং তিনি যে প্রকার নম্রভাবে তাহা

দেগের সম্বোধন করিলেন তাহাতে, তাহার আবেদন
সংক্ষেপত হইল।

৫. “আচ্ছা, সেই দয়ালু ব্যক্তি কহিলেন “এই কট
কটের অন্ধের লও, আর দন্ধের কিয়দংশ তাহার সঙ্গে
এবং যাইয়া তোমার জনক জননীর নিমিত্তে উষ্ণ
কর। তাহারা তোমার কারণ এককাল গুরুতর পরিশ্রম
সম্বার পর তুমি যে একপ্রকার তাহাদিগের প্রাতঃকালীন
সম্মেলনের সামগ্ৰী আয়োজন করিবে এ অতি ন্যায্য
কর।

৬. রবিন এই দুঃখ এবং কটি লইয়া গেলেন, বাগিছে
বসিলেন, একটা আগু জালিলেন, এবং তদুপরি একটা
বনাইয়া দৃষ্টি উষ্ণ করিলেন। এবং ইহা প্রস্তুত
করিলে শয্যার নিকট একটা ছোট টেবিল টানিয়া আ-
নয়িলেন।

তাঁহার মাতা তাঁহাকে গৃহ মধ্যে বসিতে অনিয়া
কহিলেন “রবিন কি করিতেছে?” তাঁহার স্বামী
কহিলেন “আমার বোধ হয় কোন ভাল কৰ্ম করি-
তেছে না।” তিনি (রবিনের মাতা) কহিলেন “দেখ।

৭. রবিন পরিশেষে এই দৃষ্টিপূর্ণ পাত্রের সহিত এবং
একটু দুইখান। কাচ-বাসন পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহার পিতা
র নিকট আইলেন। তিনি কহিলেন “হে প্রিয়
পুত্র! হে প্রিয় মাতা! তোমাদিগের দুই জনের নিমিত্ত
একপ্রকার প্রাতঃকালীন আহারের সামগ্ৰী আনিয়াছি।”

৮. তাঁহার পিতা আহাৰে উৎসাহেরে কহিলেন,

“ইহা কি তুমি প্রস্তুত করিয়াছ, তোমাকে এক দুঃখ কটি কে দিলে ?”

১০. রবিন উত্তর করিলেন, “আমাদিগের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।” তাহার পিতা মাতা তাঁহাকে তখন ঐ পীত বস্ত্র পুনর্বার নামাইতে আজ্ঞা করিলেন। আহাদে তাঁহা দিগের চক্ষুঃ প্রভুলিত হইল। তাঁহারা বলিলেন “হে প্রিয় সন্তান এখানে আইস; তোমার যে প্রকার দুঃখ উচিত এখন তাহা হইয়াছে, তুমি আমাদিগের উত্তরকে এক প্রকার পুনর্জীবিত করিয়াছ।”

১১. এই কথা বলিয়া তাঁহারা তাহাদিগের হস্ত বিস্তার করিয়া দিলেন; রবিন তাহাদিগের আশ্রিত হইলেন, এবং তাহাদিগের চক্ষুর জলে আপনার অশ্রু মিশাইয়া তাহাদিগকে যত শোক দিয়াছিলেন ততলালসা প্রার্থনা করিলেন, এবং এমন অঙ্গীকার করিলেন যে তাহাদিগের সঙ্গের সঙ্গ দেখিয়া তাঁহারা আনন্দিত হইবেন।

১২. এমন দ্বিগুণ সুখে ঐ দয়াবান পিতাকে ঐ মেহানিভা জননীকে পুনশ্চেতন করিল; ঐ ক্ষুদ্র বালক আপন সুখী হইলেন। তাঁহাকে বহু চিনিত তিনি সকলের প্রেম উপার্জন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার পিতা মাতার নিকট হইতে নানান মত আশ্রয় পাইতে লাগিলেন।

৫ পাঠ: তৃতী নগরীস্থ বালকের কথা।

১. এক দীন বিধবা স্ত্রী আপনার এবং তাঁহার এক শিশু পুত্রের ভরণ পোষণের নিমিত্ত সুতা কাটিয়া অর্থোপার্জন করিতেন, এবং অতিশয় পরিশ্রম পূর্বক কৰ্ম করিতেন।

২. তিনি আপনি পাঠ করিতে পারিতেন না; কিন্তু তাঁহার পুত্র যে পড়িতে শিখে এমন বাসনা করিতেন, এবং তাহাকে একটা গাঠালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যেমন তিনি (সেই বালক) অতিশয় অরিশ্রম স্বীকার করিতেন, তিনি উত্তম রূপে পাঠ করিতে শিখিলেন।

৩. যেখন তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম, তাঁহার জননীরা তাহাকে হইয়া, হস্ত পদাদি ইঞ্জিয় এককালে নিষ্কর্ম করিয়াছিল: এই হেতুক সমস্ত দিন শয্যাগুহে হইয়া থাকিতেন, এবং আর সুতা কাটিতে কিম্বা কৰ্ম করিতে পারিতেন না।

৪. যেমন তিনি কিছুনাও অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, পাঠ, তাঁহার গৃহাদি পরিষ্কার করিবার নিমিত্তে এবং তাহার হইয়া কৰ্ম করিতে কাহাকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিতে পারেন নাই: এবং তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখশ্রীতে হইয়াছিলেন।

৫. তাঁহার প্রতিবাসিনী একজন দ্রাবিণী নারী কখনও তখন তাঁহাকে আশ্রয় দিবার নিমিত্তে এবং তাঁহার হইয়া এক একটা সামান্য কৰ্ম করিতে তাঁহার বাটতে আনিয়া দিতেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রই তাঁহার বিশেষ শাস্ত্রমার কারণে হইয়াছিলেন। তিনি (তাঁহার পুত্র) মনে কহিতেন,

"আমি আমার জননীকে অনশনে মরিতে দিব না। আমি তাঁহার জন্য কন্ম করিব। আমি তাঁহার ভরণ পোষণ করিব। আমি ভরসা করি, পরমেশ্বর আগাকে কল্যাণ করিবেন, এবং আমার কন্মের আবদ্ধি করিবেন"।

৩. তিনি যে শহরে বাস করিতেন ততস্থ একটা কন্ম লয়ে গিয়াছিলেন, এবং বিহু কার্য পাইয়া ছিলেন। তিনি ঐ কারখানার প্রতি দিন যাইতেন, এখানে দ্রুত কন্ম করিতেন, তাহার কেবল একাকার ভরণ পোষণ উল্লিখিত। যে প্রকার কার্য করা প্রয়োজন তদগোচর। অধিক ভরণ পরিভ্রম পূর্বক কন্ম করিতেন; এবং মায়াকালে তাহার প্রাত্যহিক বেতন আনিয়া দুঃখিনী জননীকে দিতেন।

৪. প্রাতঃকালে কার্যে যাঁহঁদের পূর্বে তাঁহার মাতা ভরণ মজিদা গৃহ পরিভ্রম করিয়া লাইতেন; এবং তাঁহঁদের নিমিত্তে প্রাতঃকালীন আহার আয়োজন করিয়া দিতেন; এবং তাঁহার অনুগৃহিতে যাঁহাতে তাঁহাকে রাখিতে পারে তদ্রূপ করিয়া যাইতেন।

৫. সেই উত্তম বালক বিবেচনা করিলেন, যে তাঁহার মাতা পড়িতে শিখেন, তবে তাঁহার নিকট গিয়া (সেই বালক) যখন না থাকেন তখন তিনি তাঁহাকে আপনি আগোদিত করিতে ও নিযুক্ত রাখিতে পারিবেন। অতএব তিনি যথেষ্ট ক্রেশ স্বীকার করে তাঁহাকে পড়িতে শিখাইলেন।

৬ পাঠ. বাহ্যিক দৃশ্য বিশ্বাস

কর্তব্য নহে।

১. একটা হিরক আপন পাশে এক আলনারির মধ্যে
আপন হস্তের মধ্যে একখানা চুম্বক প্রস্তুত দেখিয়া
হাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে সেখানে কিপ্রকারে
হীন, যেহেতুক তাহাকে একখানা বস্তুকংসিং প্রস্তুত
করা উদ্ভবতর দেখাইতেছে না, এবং তাহাকে এমন
কিন্তু উৎকৃষ্ট গুণ নাই আদ্যারা সে একপ্রকার সম্বন্ধ
পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; তৎকালে আরও
কিন্তু নিকট এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে সে যেমন
সম্বন্ধ দ্বারা মেন থাকে এবং তাহার অপেক্ষা প্রেত-
কিন্তু গের উপযুক্ত মজান করে।

২. চুম্বক প্রস্তুত করিল, “আমি দেখিতেছি আমি
আমি বাহ্যিক দৃশ্য দ্বারা বস্তুর গুণগুণ বিচার কর;
৩. সেই নিয়মে মোকেও সে বিচার করিবে তোমার
৪. তাহা লাতের বিষয় বটে; কিন্তু আমি তোমাকে সাহস
৫. কহিতেছি যে আমার বাহ্যিক দৃশ্য হইয়া আছে
৬. আমার প্রতিকার আমি আমার আন্তরিক গুণের দ্বারা
৭. করি।

৮. নাবিক বিদ্যার সমগ্রিক ইয়তি কেবল আমার
৯. দ্বারা হইয়াছে। আমার দ্বারা পৃথিবীর দূর ভাগ সকল
১০. নিহিত হইয়াছে, এবং পরস্পরে যাতায়াতের সুগম হই
১১. গিয়াছে; দূরত্ব জাতিরা সংযোজিত হইয়াছে; পরস্পরের
১২. সহিত আলোচন দ্বারা আপনাপন অভাব মোচন করি

ভেছে; এবং এক দেশের যে বিশেষ সুখ তাহা তাবৎ ভোগ করিতেছে।

৪. গোট বিটকের ধন ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতা আমা-
রা হইয়াছে; এবং শিক্ষা বিজ্ঞা ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে-
আধুনিক উন্নতির অনেকাংশে আমরা হইতে হইয়াছে।

৫. তুমি যতটুকু প্রসঙ্গের যোগ্য তাহা আমি দি-
ইচ্ছুক আছি; তুমি একটা মুন্সের খেলাইবার এবং বউ
তোমাকে উদ্ভাসিত এবং স্বকৃত করিতে দেখিয়া অতি
আমোদিত হই। কিন্তু তোমার যে স্বার্থ স্বয়ং অসং-
তাহা স্বীকার করিবার পক্ষে, এবং তুমি যে প্রকার সমা-
চাহ তাহা হিবার পক্ষে, তুমি যে কোন কার্যকরক
না তাহা আমি অগ্রে অবশ্য জ্ঞাত হইব।

৭ পাঠ. রাজকীয় চিকিৎসকের কথা।

১. একদিন একটি দশম বর্ষীয় বালক জরনেনি দে-
নমুণের সহিত কথা কহিতে সাহস করিয়াছিলেন।
যাহাকে তিনি ডায়েরী রাজধানীর রাজ-বজ্রে দেখি-
পাইয়াছিলেন।

২. তিনি বলিলেন “আমার জননী মাতৃশয় পী-
গুস্ত হইয়াছেন, এবং যেমন আমরা অর্থাতাবে চিকি-
নক আনিতে পারি না, তবশ্য করি আপনি আমা-
কিঞ্চিৎ দান করিবেন। আমি ইতিপূর্বে কখন কাহার
নিকট ভিক্ষা করি নাই, কিন্তু যদি আমার মাতা মৃত হন
তবে ইহাতে আমাদের দুখী করিবেন।

১০. মহারাজ সেই দুঃখিনী মারীর নাম খবির কথা
শ্রবণ করিলেন : আর তৎকালে সেই বালককে একটি
পান * মদ্য দান করিলেন, সে তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত
ভোজন করিল, এবং অতিশয় বেগে দৌড়িয়া গেল।

১১. ক্রিষ্টকাল পরে মহারাজ তাহার একজন সহ
র একটি বৃহৎ কামার দ্বারা আপনাকে ঢাকিয়া সেই
সে মাদীর তরনে গেলেন।

১২. তিনি (অর্থাৎ সেই স্ত্রী) তাহাকে তুমি চিকিৎ
সা করিলেন, গিনি তাহার পুত্রের নিটক তাহার
উপর কথা শুনিয়া আসিয়াছেন, এবং তাহাকে তাহার
দার তাবৎ বস্ত্রাংশ খুলিয়া দিলেন : সেই সময়
তিনি এবং লেপনী দেখাইয়া তাহাকে মজ্জা করিলেন যে
তিনি তাহার জন্য ব্যতীত লিখিয়া দিলেন।

১৩. মহারাজ তাহার রোগের প্রতিকার হইবার অনেক
সময় কথন কহিলেন, কাগচে রাখিলেন, এবং তা-
হার আরোগ্যের মঙ্গলোচ্ছাস ব্যক্ত করিয়া বিদায় লই
লেন।

১৪. তাহার বাইবার পরেই তাহার পুত্র একজন চিকিৎ
সকে আসিয়া উপস্থিত হইল। পীড়িত স্ত্রী অতিশয়
দুঃখিত হইল, এই বলে, যে এইমাত্র একজন চিকিৎসক
নিরাশ্রিত, এবং তিনি ঐ টেবিলের উপর তাহার
পদ রাখিয়া গিয়াছেন।

* জরমেনিতে ইহার মূল্য ৪ মিলিং ৩ পেন্স।

১. এই প্রকৃত ভেষজ ইহা পড়িতে প্রাধুনা করিলেন এবং শীঘ্র মহারাজের স্বাক্ষর চিনিতে পারিলেন, এবং আশ্চর্য্য ইহা। দেখিলেন যে তাহা ঐ দুঃখিনী নারীকে পাঁচশত টাকার তুল্য কতক টাকা দিবার জন্যে একজন বনিকের প্রতি আজ্ঞা লিপি।

৮ পাঠ. বুলবুলগিরির বর্ণনা।

১. উত্তর আমেরিকার কোন অংশে একজাতি বড় বেক আছে তাহাদিগকে বুলবুল বণিয়া ডাকা যায়।

২. তাহাদিগের বর্ণ মলিন কটা, বৈদ্য পীত ও মণ্ডা নিম্নিত, এবং কালো রঙে চিত্রিত। উদরের ভাগ ঈষৎ সরস এবং অল্প দিল্লু দাগ দেওয়া। তাহার বর্ণনা মনোহর বর্ণন শব্দ করে, কেবল সেই শব্দ তদপেক্ষা বিস্তারিত অধিক নোটা।

৩. যত প্রকার ভেক আছে সকল অপেক্ষা তাহাদিগে অব্যব বড়, এবং তাহার এক সন্দেশ হয় হাত যাই পারে। ইহা বার তাহার একটা উৎকৃষ্ট অঙ্গের ন্যায় গতি কালীন উহার সহিত সমান যাইতে পারে।

৪. তাহাদিগের আবাস ছোট পুষ্করিণীতে, কিংবা স্থির জল বিশিষ্ট জলায়; কিন্তু তাহার স্রোতে গমন দীতে কদাপি যায় না।

৫. যখন তাহাদিগের অনেকগুলি একত্রে গায়ে, তাহার এক শব্দ করে, যে দুইজন ব্যক্তি তাহাদিগের সম্মিলিত থাকিলে পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে না।

৫. তাহার। সকলে একেবারে “কঁকৌ” শব্দ করে, তাহারপর ক্ষণকাল থাকে, এবং পুনর্বার আরম্ভ করে। এই হয় যেন তাহাদিগের মধ্যে একজন অধ্যক্ষ আছে, যিনি যখন সে কঁকৌ করিতে আরম্ভ করে তাহার পর সেই আরম্ভ করে এবং যখন সে থামে তাহার। গুলে নিঃশব্দ হয়।

৬. দিবা তাগে এ ভেকের। প্রায় শব্দ করেনা, যদি তাগে মেঘাচ্ছন্ন না হয়; কিন্তু রাত্রি কালে দেড় মাইল হইতে তাহাদিগের শব্দ শুন যায়।

৭. ডাকিবার সময় তাহার। প্রায় জলের উপর পের ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া থাকে। এই ভিতর আস্তে গলে তাহার। না বাইতে তাহাদিগের ভিতর পছন্দান যায়, ভাল বড় অল্প হউক, তাহার নীচে শুকাইলে তাহার। নিঃশব্দায় আছে তাবে।

৮. এই সকল উক্ত পাতি হংসী এবং রাজ হংসীর ন্যায় নড়ি করিয়া থাকে, একই কথন ময়ূরির শাবক গের অতি নিকট আইলে ধরিয়া লইয়া যায়। প্রহার করিলে প্রায় শিশুদিগের ন্যায় ক্রন্দন করে।

৯. শরৎ কালে বায়ুযত্নে শীতল হইতে আরম্ভ হইলে তাহার। দ্বির জলের কর্মর মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া থাকে, এবং সমস্ত শীতকাল সেই স্থানে বসে হইয়া থাকে; বায়ু বরষ হইতে আরম্ভ হইলে গর্ত হইতে নির্গত হয় এবং ডাকিত আরম্ভ করে। ভারতবর্ষের লোকের। তাহাদিগকে জলনির্ভরকারক বলিয়া মান্য করে।

৯ পাঠ. অনার্থ কর্মালয়ের বালকের কথা।

১. একটি দশ বর্ষ বয়স্ক বাসক পিতৃহীন হওয়ায় এবং তাহার মাতা একটা চিকিৎসালয়ে গীত্ৰীভাবস্থ থাকিতে, তাহাকে একটা কারখানায় পাঠান হইয়াছিল।

২. তিনি সদাচরণ করিতেন এবং তাহাকে আহার ক্ষাদন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যাহা দেওয়া হইত তাহা সেন পাইবার উপযুক্ত হইতে পারেন এই বেতন মাত্র রূপে পরিশ্রম করিতেন।

৩. অনধিক কাল মধ্যে পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে কিছু টাকা দেওয়া হইল; এবং তাহাকে বলা হইল তিনি সেই টাকা লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন।

৪. তিনি ইহা পাইয়া মাত্র যাইবামাত্রকে দৈনিক বার নিমিত্ত তাহার প্রভুর অনুমতি চাহিলেন; এবং সেই টাকা সঙ্গে লইলেন, এবং ইহা তাহার মাতাকে দিলেন।

৫. যখন তিনি সেই টাকা তাহার মাতাকে দিলেন তখন তিনি কত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন; কিন্তু টাকা বটে, কিন্তু তাহাই তাহার সর্বস্ব মাত্র ছিল এবং তিনিও (অর্থাৎ তাহার মাতা) এমন উত্তম পাইবার কত পুলকিত হইয়াছিলেন।

১০ পাঠ. গুণ্য গদ্য।

১. ফিলিস্ এবং ভেমারিস্ নামী দুই প্রদেশীয় বাসক

১. তাহার। যে গায়ে বাস করিত সেখানকার অলঙ্কার
প্রাণ ছিল; উভয়েই সর্ব রূপ সন্মত। কিন্তু স্বভাবের
এক ভিন্ন ছিল।

২. সরল স্বভাবান্বিত। চেমেরিস্ এক বৃদ্ধ পিতার
সহকারে আনুকূল্য করিতেন, যাহাকে কঠিন রোগে
বিশিষ্টে আবদ্ধ রাখিয়া ছিল, এবং বনপার্শ্বে তাঁহার
সম্পালের সঙ্গে যাইতেন।

৩. তাহার হৃদয় সমস্ত একটা উপকারজনক কার্যে
নিযুক্ত থাকিত; এবং যৎকালে তিনি তাঁহার পিতার
স্বর্ণ সামান্য ভরণপোষণ উপযুক্ত অর্থোপাঞ্জন জন
সম্পদ বুনিতেন কিম্বা সুতা কাটিতেন, তাঁহার গীতের
সকলতায় তাঁহার চিত্তের সম্ভ্রাম বন্ধ করিত।

৪. তাহার পরিচ্ছদ যদি ও অতি সামান্য তথাচ
স্বচ্ছল এবং পরিপাটি থাকিত; তিনি ইহাতে কোনরূপ
অলঙ্কার দর্শাইতেন না, এবং যদি প্রতিবাসিরা তাঁহার
সাপর প্রশংসা করিতেন তিনি তাহাদিগের কথায়
কিছুই মনোযোগে দিতেন।

৫. মিলিস্ এক অসাবধানী মাতৃ অধীন শিক্ষা প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন; তিনি অতিশয় সূরুপা ছিলেন, এবং ইহা
স্বমনে বিলক্ষণ জানিতেন।

৬. পর্কদিনে তাঁহার ন্যায় বেশ তুষার সজ্জা কেহই
পরিহিত না। তাঁহার টুপি কুশুনে এবং ফিতার বেষ্টিত
হইত, প্রত্যেক জলাকারে তাঁহার পরিচ্ছদ দেখা হইত।

এবং ইহাকে মাজাইবার নিমিত্ত প্রত্যেক তৃণ পূরিত মা-
ওলটপালট করা হইত।

৭. প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি পর্যন্ত তিনি কেবল ম-
দানে নৃত্য ও জীড়া করিতেন : মেঘপালকেরা তাঁহার
আরাধনা করিত এবং তাঁহার রূপের তারিফ করি :
এবং তাঁহারি বাহা কহিত। তিনি তাঁহার প্রত্যেক ক-
মতঃ জ্ঞান করিতেন।

৮. তথাপিও তিনি অনেক অসন্তোষ বোধ ক-
রিতেন। কখন হয়তো তিনি যেমন বাসনা করিতেন ত-
দেবী তাঁহার পুচ্ছহার অতঃপ তেজস্কর দেখাইত।
কখন বা মনে করিতেন যে কোন প্রিয়তম মেঘপালক
তাঁহাকে তাহীল্য করিয়াছে, কিম্বা এক নতুন মুখ শনি-
তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর আদর করিয়াছে।

৯. প্রতিদিন এইরূপ আশোদ্র আনন্দে ক্ষিপ্ত হইত
এবং প্রতিদিন ইহার সঙ্গে একটা বা একটা অমৃ-
তানিত।

১১ পাঠ. গুম্য গদ্য (পরিসমাপ্ত)

১. তিনি এক দিন প্রাতে একটা পপ্পার বৃক্ষের তলে
চিহ্নাকুল হইয়া বসিয়া পুষ্কর তেজা বাঁধিতে ছিলেন-
এমন সময়ে তেজারিস্কে, যিনি তাঁহার নিকট হইত-
কতকগুলি বোপের ছায়ার দ্বারা লুক্কায়িত ছিলেন
আহ্লাদচিত্তে শুমের মাধুবাঁদের এক গান গায়িতে শুনি-
লেন

১. ফিলিস্ ইতিমধ্যে তাঁহাকে প্রতিবন্ধক না দিয়া ফাঁকিতে পারিলেন না ; এবং যখন তাঁহার নিকট গেলেন, দেখিলেন যে তাঁহার পাশ্বে পোতা সুতাকটি আর টাকুর লইয়া কর্মে ব্যস্ত আছেন। তখন ঐ কন্যা তাঁহাকে এইরূপে কহিতে লাগিলেন।

২. ডেমারিস্, তুমি এত শুমযুক্ত জীবনে একাকার জন্মলাভই যাক কেমন করে।

৩. তুমি ইহাতে কি মুখজনক গুণ পাও? একাকার জীবন ধারণা না কর, তোমার বয়সে মে-পো-সের চতুর্দিকে মৃত্যু করিয়া বেড়াইলে কত উপযুক্ত কর্ম হইবে!

৪. ডেমারিস্ উত্তর করিলেন, হায়! ফিলিস্ আমি এইরূপে কাল কাটান ভাল মনে করি, কেন না দেখি যিনি তোমার জীবনে সর্বদা অসুখী। আর আমি এক বৃদ্ধক নিমিত্ত অসুখ থাকি না। আমি জানি যে আমার তাহা কর্তব্য তাহাই আমি করিতেছি।

৫. আমি দেখিতেছি যে আমি এক বৃদ্ধ পিতার মুখ দরূপ হইয়াছি, যিনি আমার শৈশব কালে আমাকে ভালন করিয়াছেন, এবং যিনি সেই উপকারের প্রত্যুপকার তাঁহার এই জীর্ণ অবস্থায় চাহেন।

৬. রাত্রে মেসপালের দ্বার কুন্ধ করা হইলে আমি বাটীতে ফিরিয়া আসি এবং তাঁহার প্রতি মনোযোগ ও তাঁহার আবশ্যকীয় অব্যয় আহরণ দ্বারা তাঁহাকে প্রকুর করি। আমি তাঁহার যৎসামান্য রাত্রে আহারের সামগ্রী

প্রস্তুত করি, এবং তুমি ভূরি ভোজে যত না আনন্দ পাই তদপেক্ষা অধিক আনন্দে আমি তাঁহার সহিত উঃ ভোজন করি।

৮. তিনি ইতিমধ্যে তাঁহার বাল্যকালের কত সকল আমাকে বলেন, এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা স্বাঃ আমাকে শিক্ষা দেন।

৯. কখনও এইমাত্র যেরূপ গান গাইতেছিলাম ঐরূপ গান আমাকে শিখান, এবং পরদিনে আমি কোন উঃ গুলু হইতে পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাই।

১০. হে ফিলিস্ আমার জীবনের বৃত্তাস্ত এই। আগঃ বড় উচ্চ আশা নাই, কিন্তু এমন হর্ষ-জনক ভরসা আছে যাহাতে অসংকরণকে মুখ ও নির্ভাবনায় রাখিতে পারে।

১২ পাঠ. শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের কর্তব্য কর্মের নিময়।

১. শিক্ষককে তুষ্ট করিতে মাধ্যমত চেষ্টা করা ছাত্রের কর্তব্য; কারণ তিনি যাহা তাঁহাকে বলেন তাহা ভবিষ্যৎ মঙ্গলের নিমিত্ত তাহা অতি প্রয়োজনীয়।

২. যখন শিক্ষক ছোট পাঠার্থিকে একটা দোহের জন্য দণ্ড দেন, তখন তাঁহাকে সর্বদা নিষ্ঠুর ও নিকার মনে করা হইবে; কিন্তু প্রায় এইরূপ বিবেচনা বর্জন করণীয়।

৩. প্রত্যেক শিক্ষক যাহার শাসনাধীনে ছেলে গুলু করিবার ভার আছে, তাঁহাকে সেই সম্ভ্রমশালী কণ্ঠ মঙ্গল করিবার যোগ্য বিবেচনা করা হয়।

৪) যদি তাহা হয়, তবে যিনি দণ্ড ব্যবহার না করেন, কিম্বা ছাত্রকে কোন অপরাধ জন্য কোনরূপ শাস্তি না দেন, সেই ছাত্র যে তাঁহার পক্ষে দণ্ড স্বরূপ হইবে এমন তিনি প্রত্যাশা করিতে পারেন।

৫) যেখানে পিতামাতা কিম্বা শিক্ষকের পক্ষে উত্তম শাসনের অমনোযোগ, সেখানে সেই শাসন অতাবে। ৬) উপদেশ অপেক্ষা অধিক কার্য করে, ছাত্রের ও শিক্ষকের অমনোযোগ ও অজানতা অবশ্যই হইবে।

৭) ইহাও বলা আবশ্যক, যে স্বতাব সংশোধনের পক্ষে দণ্ড যখন প্রয়োজন কেবল তখনই দেওয়া উচিত এবং তখন সেই দণ্ড দৃঢ়তার সহিত নিয়োগ করা যেন ইহা সতর্কতার সহিত দেওয়া হয়, এবং যখন সময়ে যখন না দিলে নহে।

একটি ছেলেকে শাস্তি দিবার পূর্বে তাহার দেহ পরিদর্শন তাহাকে প্রমাণ করিয়া দেওয়া উচিত যেন তাহার জাণিতে পারে যে সে কি জন্য দণ্ড পাইয়াছে।

৮) ছেলেদিগের এক স্বতাব সচরাচর দেখা যায়, যে তাহাদের নিজস্ব শাস্তি দ্বারা সংশোধিত হইলে, তাহারা তাহাদিগের শিক্ষকের উপর মুখ তুলি করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়া রাগ করে। আমি ভরসা করি তোমার যেন তাহাদের কখন না হয়, তুমি বরঞ্চ তাঁহার অনুগৃহ যাচাই করিয়া প্রাপ্ত হইতে পার তজ্জন্য যৎপরোনাস্তি যত্ন করিলে।

৯. কেবল এইটি বিবেচনা কর যে যে ব্যক্তি শিষ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক তাহাকে শিক্ষা দেওয়া কত শ্রমের কথ্য শিক্ষা প্রদানে আনন্দ পাওয়া কেবল যথার্থ হিতাভিলাষ ও দয়ার কথ্য অবশ্যই কহিতে হইবেক। এতৎ যেখানে এই সকল শ্রম আছে সেখানেও কখনও স্বভাবের ব্যক্তি কোন অর্থাৎ ক্রোধ হইতে পারে।

১০. হে আমার বালাকের! তোমরা তোমাদিগের শিষ্যের প্রতি মহুগের সহিত দৃষ্টি কর, এবং তাহাকে ক্রোধ কর : এবং যদি তাহাকে কখন কিঞ্চিৎ রাগান্বিত দেখা তিহি যে শিক্ষক এমন কদাচ মনে করিও না।

১১. কেবল আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখ। বার্ষিক খেলাতে তোমার কি কখন ক্রোধ ও ককর্ষ স্বভাব হয় ন। যে স্থান মারবেল্ খেলাইবার নিমিত্তে চিত্র কর, স্থান দিয়া যদি তোমার কোন সহ-অধ্যায়ী মাড়াইয়ায় তোমার কি তাহার উপর রাগ হয় না।

১২. তবে যদি তোমার শিক্ষক তোমাকে শিক্ষা দেয় জন্য উৎকর্ষের আধিব্য বশতঃ কখন কিঞ্চিৎ খবিস হইয়া তোমার তাহার প্রতি বিরক্ত না হইয়া কত সৌহ প্রকাশ করা উচিত

১৩. কেবল বিবেচনা কর চিত্র উৎকর্ষ কত মূল্যবান। বিদ্যা একটি অমূল্য নুজ্ঞা স্বরূপ হইয়াছে।

১৪. অতএব যাহারা তোমাদিগের এমন বহু দিঃ যত্ন পান বাহার কিছুতে শোধ দেওয়া যায় না। তাহাদিগের প্রতি তোমাদিগের কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

কত আদরনীয় হওয়া উচিত এবং কত দয়ালু হওয়া উচিত।

১৩ পাঠ. জোড়বাধা শিকারি কুকুরদের কথা।

১. একজন শিকারি একদিন প্রাতে তাহার কল্লর শিকারি লইয়া হাইতে ছিলেন এবং কতকগুলি হাট কুকুরদের জোড়া করিয়া বাঁধিয়া ছিলেন, উহা তাহার প্রত্যেক ঘানের অনুগামি হওয়া এবং তাপনা শিকার স্বৈচ্ছানুযায়িক শিকার করা নিবারণ করিবার নিমিত্তে; উহাদিগের মধ্যে জৌলর এবং তিক্লে নাক দুইটা কুকুরকে এই প্রকারে একত্রিত করা হইয়াছিল।

জৌলর এবং তিক্লে কিছুকাল নিয়ত সঙ্গি স্বরূপ হইল এবং এমন বোধ হইয়াছিল যে তাহাদিগের উভয় পরস্পরের মধ্যে বড় প্রীতি আছে, তাহারা একত্রে খেলা করিত এবং কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয়ে পরস্পরের পক্ষ হইত। ইহাতে এমন প্রত্যাশা করা হইতে পারে যে তাহারা আরও সন্নিহিতরূপে একত্রিত হইলে অধিক আহ্লাদিত হইবে।

২. কিন্তু ফলতঃ ইহার ঠিক বিপরীত হইল। তাহার একদিন এই প্রকারে সংযুক্ত না হইতে দেখা গেল যে তাহারা উভয়েই তাহাদিগের বর্তমান অবস্থায় অসুখী হইয়াছে।

৩. তিস্ত বাজু এবং বিপরীত বাসনা অবিলম্বে প্রকাশ হইল এবং তাহারা তাহাদিগের বিক্রম প্রকাশ করিতে

লাগিল : যদি এক জন এদিকে যাইতে চাহে, অন্য জন হার ঠিক বিপরীত যাইতে উগ্ৰ হয়। যদি এক জন অন্য দিক যাইতে চাহে, অন্য নিশ্চয় পশ্চাৎ পড়িয়া থাকে। তিক্লে ন জৌলরকে পেছু টানিতে লাগিল, এবং জৌল তিক্লে নকে অগ্নে টানিয়া লইয়া গেল : জৌলর তিক্লে নের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং তিক্লে ন জৌলের প্রতি খাঁক ২ করিয়া কামাড়াইতে গেল।

৫. অবশেষে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত বিবাদ উদ্ভূত হইল, এবং জৌলর তিক্লে নের বলের ন্যূনতা ও জীজাতির কোমলত্ব সম্ভাব জ্ঞান না করিয়া তাহাকে অশয় কটু ও নির্দয়রূপে ব্যবহার করিতে লাগিল ; তিক্লে নাদি, তর্জ্জন্য জৌলর অপেক্ষা অধিকতর ক্ষীণা ছিল।

৬. তাহারা এই প্রকারে পশ্চিমবেশে পরস্পরকে বিবর্ত ও ভাঙনা করিতে যখন যাইতেছিল, এক শিকার কুকুর, যে পূর্বাগত তাহা দেখিয়াছিল, তাহাদিগের নিকটে আইল, এবং এই প্রকার তিরস্কার করিতে লাগিল।

৭. তোরা কোথাকার এক জোড়া নির্যোধ কুকুর বাত যে এইরূপে আপনাপনিকে ছেঁড়াছিঁড়ি ও কামড়াকামড় করিতেছিল ! তোদের শাস্ত হইয়া নির্জিবাদে যাইবার ব্যাঘাত কিসে দিচ্ছে ? তোরা কি একটুক পরস্পরের ইচ্ছা হায়িক চলিয়া এই বিবাদ আপনাপনি মীমাংসা করিতে পারিমা ?

৮. একান্ত তাহাও না পার তো বাধ্যতার গুণ স্বীকার

১০. এবং যাহার উপায় নাই তাহাতে বশীভূত হও
 ১১. মধ্য এ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না, কিন্তু
 ১২. যে তোমাদের উপর কৌশলময়ক না হইয়া সহজ হয়
 ১৩. করিতে পারি।

১৪. আমি একজন বৃদ্ধ কুকুর, এবং আমার বয়সে এ
 ১৫. নৈ তোমাদিগকে উপদেশ দি উক : আমি ও তোমাদি
 ১৬. অবস্থায় এককালে ছিলাম; কিন্তু আমি দেখিলাম যে
 ১৭. আমার সহচরর বিরুদ্ধাচরণ করা কেবল আপনাকে
 ১৮. দেওয়া; এবং ভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গী ও অবিদ্রোহ
 ১৯. হইত আমি।

২০. আমরা একই কক্ষে আবৃত্ত হইতে এবং পরস্পরের
 ২১. পুনরাবৃত্তি চলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম; এবং এই
 ২২. আমরা যে কেবল সুস্থতায় এবং নিষ্কিষে কাল
 ২৩. ন করিয়াছিলাম তাহাও নয়, বরং তাহাতে আনন্দ
 ২৪. হইয়াছিল।

২৫. আমরা দেখিলাম যে পরস্পরের মতে প্রীতি হইয়া
 ২৬. স্বাধীনতার অভাবজন্য দুঃখ মোচন হয় শুদ্ধ
 ২৭. নয়, কিন্তু স্বাধীনতায় যে মনের স্বচ্ছন্দতা এবং
 ২৮. হয় না ইহাতে তাহাও হয়।

• ১০ পাঠ. রেড্‌বেষ্ট এবং চড়াই পক্ষির কথা।

১. একটা রেড্‌বেষ্ট পক্ষি এক বনমধ্যস্থ কুটারের
 ২. বহিঃস্থ বৃক্ষোপরি বসিয়া গান করিতে ছিল, এমন

সময়ে একটা চড়াই সেই খেড়ের চালে বসিয়া তাহাদের
এইরূপে তৎসনা করিতে লাগিল : সে বসিল যে তাহা
কি তোর শরৎকালে মোটা গলায় বসন্ত কালের পক্ষি
দের সমান হইতে ভাসে।

২. তোর ক্ষীণ স্বরের গান কি পুষ্প এবং ফুলকণ্ঠ
পক্ষিদিগের প্রকুলজনক স্বরের সমতুল্য হইতে পারে
না না। প্রকার রাগ বিশিষ্ট যে চাতক এবং নাইটংগেল
যাহাদের অন্যান্য পক্ষি, যাহারা তোর চেয়ে অনেক
কাংশে শ্রেষ্ঠ, বহুকালাবধি কেবল তারিখ করিয়া গান
আছে, তাহাদিগের সঙ্গে কি তোর স্বর তুল্য হইতে পারে।

৩. রবিন্ পক্ষি উত্তর করিলেন, আর কিছু না।
সরল হইয়া দোষ গুণ বিবেচনা করিও। এবং যে উত্তর
কেবল সমীচীন বিদ্যার অনুরাগ হইতেও কখনই হয় তা
যশাকাজ্ঞার কারণ জ্ঞান করিও না।

৪. যে সকল পক্ষি যুগযুগান্তর অবধি প্রতিষ্ঠা পাইয়া
আমিতেছে, তাহাদের আমি ভক্তি পূর্বক মান্য করি।
কিন্তু কখন তাহাদের প্রতি হেব করি না। তাহাদের
গীতে উত্তম পাহাড়স্থ ও কন্দরস্থিত জন সমূহকে মোহিত
করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কাল গিয়াছে, এবং তাহা
দের গলাও নিঃশব্দ রহিয়াছে।

৫. আমার যাহা হউক, এমন আকাজকা হয় না
তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিম্বা তাহাদের তুল্য হই
আমার উদ্দেশ্য অতি সামান্য; এবং যে সকল পক্ষি
আমার অনুরাগ আছে তাহাদের গান দ্বারা যদি

সকলকে উপভ্যাকাকে আনন্দিত করিতে চেষ্টা পাই
অবশ্যই ক্ষমা প্রত্যাশা করিতে পারি

১৫ পাঠ. মহৎ প্রতিহিংসা।

এক জন উত্তর আমেরিকান ইঞ্জিয়ান,* সমস্ত দিন
বুনে শিকার করিয়া দিবাবসানে দেখিল যে ক্ষুধা ও
অবনমন হইয়াছেন।

তিনি এক জন আমেরিকানের কুটীবের সমিকটন কর্তৃক
ফেলেন, যিনি বনের শেষাংশে বাস করিতেন : গৃহস্থা-
ত্যাগ আপনকার অভাবের কথা জানাইলেন এবং
অন্ততঃ এক টুকরো কুটি প্রার্থনা করিলেন।

সে আমেরিকান কুটীকিতে উত্তর করিল : আমার
কুটি নাই। তখন সেই ক্ষুধার্ত ইঞ্জিয়ান কহিল, তবে
গুাম নিঃসরণ দেও। তিনি উত্তর করিলেন, না
দিব না।

সেই বকর তাহাতে পুনঃ প্রত্যাশিত করিল, আমি
অতিরিক্ত ক্ষীণ হইয়াছি যে যদি এক গুাম পানার্থে জল
দেও তাহাও সম্ভাব্য-চিত্তে গৃহণ করিব। আমেরিকান
কুটি উত্তর দিল, ওরে তুই ইঞ্জিয়ান কুকুর দূর হও,
তোকে কিছুই দিব না।

* আমেরিকা মহাদ্বীপের পূর্ব বাসিন্দার ইঞ্জিয়ান
কহে, এবং ইউরোপীয় নববাসিন্দার আমেরিকান
কহা যায়।

৫. এই সংঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে, ঐ আর্মোর কান্‌কতকন্তলী প্রতিবাসির সঙ্গে মৃগয়াতে যাইয়া- তার দের সঙ্গে হইতে কোন ঘটনা ক্রমে ছাড়া ছাড়ি হইয়াছিল।

৬. একটা নিবিড় বনে যাহার ঘোরকের দিচ্ছিল চিনিতে ন। সেইখানে এই ব্যাপার হইয়াছিল। অকল্পন পৰ্যন্ত চাভুদিকে ঘুরে বেড়াইতে লাগিলেন, এ উচ্চ রবে ডাকিলেন, কিন্তু সকলই বৃথা হইল।

৭. যাহা হউক, যখন এই বিপদগামী মৃগয়া থি হইতেছিল, এমন সময়ে শুভা দৃষ্ট বশতঃ এক জন ইংরানের কুটীর দৃষ্টি গোচর হইল, যে গৃহের স্বামী তাকে বাটী লইয়া যাইতে বাছু করিল।

৮. সেই ইঞ্জিয়ান কহিল, মহাশয় বেলানমান হইছে। অদ্য রাত্রে আপনি বাটী পুছিতে পারিলেন। জতএব প্রতাদ না হওনাবধি আমার গৃহে অবস্থান করুন। আমার যাহা আছে সকলই আপন সেবার্থে অর্পিত হইবেক।

১৬ পাঠ. মহৎ প্রতি হিংসা (পরিসমাপ্ত)।

১. এই পথভ্রান্ত মৃগয়াকারি মানন্দ মনে ইঞ্জিয়ান প্রত্যবে সন্মত হইল।

২. কুটীর মধ্যে যেমনই সামগ্ৰী ছিল তাহাও তে জন করিলেন; এবং পরে তাহার শান্ত শরীর এক মণ্ড শয্যায় বিস্তারিত করিলেন, যে চক্ষু সমুচয় ঐ আশ্রয়

সকলের পরিজন যত্ন পূর্বক এই কন্ঠের নিমিত্ত আহরণ
করিয়াছিল।

৩. পরদিন প্রাতে এই ইণ্ডিয়ান তাঁহার অতিথিকে
ঘরের বাহিরে লইয়া গেল, এবং তাঁহার নিজ গ্রামে
এইবার সোজা পথ দেখাইয়া দিল।

৪. যখন তাঁহার। পরম্বরের নিটক বিদায় লয়, তখন
সেই ইণ্ডিয়ান তাঁহার সহচরের সম্মুখে অগুনত
তামা দাঁড়াইল, এবং তাঁহার মুখ পানে চাছিল জিজ্ঞা-
সনা মহাশয় কি আমাকে পূর্বে কখন দেখেন নাই?

৫. তখন এই আমেরিকান চিন্তিতে পারিলেন যে
কিছুই তাঁহার এই হিতকারি ব্যক্তি যাহাকে কিছু দিন
পূর্বে এক গ্রাম শীতল জল দিতে অস্বীকার করিয়াছি-
লেন, সেই ব্যক্তিই এই, যাহাকে শাস্ত ও ক্ষুধাতুর অব-
স্থায় তাঁহার দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

৬. তিনি অতিশয় অপ্রস্তুত হইলেন, এবং তাঁহার
মুখ ভয় বাতহার জন্য দোষ কি বলে কাটাইবেন
তা স্থির করিতে পারিলেন না। যখন তিনি এই
পন্থে বিরক্তভাবে মৌন হইয়া রহিলেন, তখন এই ইণ্ডি-
য়ান আমেরিকান অপেক্ষা ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন,
তাহার দ্বারা গম্বিত হইয়া পরিশেষ এই বলিয়া নির-
স্ত হইল :

৭. তিনি বলিলেন, আবার যখন আমারদের জা-
তি কোন লোককে পরিশুদ্ধ ও ক্ষুধাতুর দেখিবেন
তখন তাঁহার। আপনকার নিকট একটুকু রুটি কিবা

এক ফোঁটা জল যাচা করিবে, তাহাদের এমন কথা বলিও না যে, দূর হওরে ইণ্ডিয়ান কুকুরেরা, আপনার পথ দেখে গিয়া ।

১৭ পাঠ. নিষ্ঠা ও চোর বালকের কথা ।

১. নিষ্ঠা বালকের নাম চার্লস ছিল, এবং চোরে নাম নেড ছিল । যে অবস্থা আপনার নছে, চার্লস তাহা লক্ষ্য করিতেন না, নিষ্ঠা হওরা ইহার নামে, নেডের যে দ্রব্য নছে তাহা তিনি সর্বদা লইতেন, চোরা হওরা ইহার নাম ।

২. যখন চার্লস ক্ষুদ্র বালক ছিলেন তাহার পিতা মাতা তাহাকে তখন নিষ্ঠা হইতে শিখাইয়াছিলেন, প্রকারে, না তিনি আপনকার নছে যে বস্তু তাহাতে হা দিলেই দণ্ড দিতেন । কিন্তু নেড যখন অনেক বয়স লইতেন তাহার পিতা মাতা তাহাকে দণ্ড দিতেন না । অতএব ইহাতে তিনি চোর হইয়া উঠিলেন ।

৩. এক দিন গ্রীষ্মকালে অতি প্রত্যুষে, যেমন চার্লস পথ দিয়া সোজা পাঠশালা অভিমুখে যাইতে ছিলেন, তিনি একজন মনুষ্যকে কোড়া বোকাই শুদ্ধ একটা কলহীয়া বাইতেছে দেখিলেন ।

৪. সেই মনুষ্য পান্থ পার্শ্বস্থিত এক প্রকাশ্য ভোজ ও বিশ্রাম আলয়ের দ্বারে থামিল ; এবং তিনি গৃহ দ্বারকে, যিনি দ্বারে আসিলেন, কহিলেন, আমি আমার অন্দের বোকা নামাইব না : আমার ভোজন করিতে দাও

আমি বিস্ময় কর ততক্ষণ এখানে থাকি। আমার
সকল এক পাথর ধরিতে কোন লোককে দেও, এবং
যেই খাইবার নিমিত্তে কিছু স্বল্প তবু ও দেও।

১. ঐ গৃহস্থানী লোক ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু
হাতকণ্ড পথে দেখিতে পাইলেন না ; অতএব হার্স
মি পথ দিয়া সেই সময়ে যাইতে ছিলেন তাঁহাকে
২. ইঙ্গিত দ্বারা ডাকিলেন, এবং অশ্বকে ধরিতে অনু-
মতি করিলেন।

৩. সেই মনুষ্য (অর্থাৎ লেবুওয়াল) কহিল
‘পনি এ বানেককে নিষ্ঠা বলিয়া নিশ্চিত জানেন কি
কারণ আমার ষোড়ায় কমলালেবু আছে, এবং সকল
ছোট ছেলেব নিকট কমলালেবু রাখিয়া যাওয়া যায়।’

৪. ভোজনালয়ের অধ্যক্ষ কহিলেন, হাঁ, আমি
হার্সকে ছেলেবেলা অবধি এখন পর্য্যন্ত জানি, এবং
সকল কখন কোন মিথ্যায় কিছা চৌর্য্য ক্রীয়াতে
দ্রষ্ট হই ; পল্লীস্থ তাবৎ লোকে তাহাকে নিষ্ঠা বলিয়া
জানেন ; আমি আপনকার প্রত্যয়ের নিমিত্ত কহিতেছি
যে তুমি স্বয়ং থাকিলে লেবু সকল যে প্রকার মিঃশ
কর থাকিতে, তাঁহার নিকট ও তদ্রূপ থাকিবেক।

৫. লেবুওয়াল কহিল, হাঁ, আপনি এমন কথা বলি-
তে পারেন ? তবে আমার বালক, আমিও ভোয়ার
নিকট প্রতিশ্রুত হইলাম, যে যদি আমার অনুপস্থিত
হলে আমার অংশিষ্ট লেবু বৃক্ষ কর, আহা কর

কিরে আইলে তোমাকে আমার খোড়ার মাছাণে
লেবু একটি দিব।

২. চার্লস বলিলেন, হাঁ, আপনকার কন্যা
সমুদ্রয় আমি যত পূর্বক রক্ষা করিব।

১০. অতএস তখন সেই মনুষ্য তাঁহার হস্তে অণে
লাগাম দিলেন এবং তিনি নিজে ঐ বাগীতে ভোজন
প্রবেশ করিলেন।



১৮ পাঠ. নিষ্ঠা ও চোর বালকের কথা.

(ক্রমশঃ)।

১. চার্লস পাঁচ দুই বৎসর কাল ঐ গৃহ এবং কমলা
লেবুচয় চৌকী দিয়াছেন এমন সময়ে দেখিলেন যে
তাঁহার একজন সহ অধ্যাপী তাঁহার দিকে আসিতেছে -
যত তিনি নিকটবর্তী হইলেন, চার্লস দেখিলেন
নেড় আসিতেছেন।

২. নেড় যাইতেই থামিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলি-
লেন, “ চার্লস তোমার শুভদিন প্রার্থনা করি (অর্থাৎ
তোমাকে নমস্কার করি;) তুমি ওখানে কি করিতেছ
ও অশুচী কাহার? এবং তোমার ও ঝুড়িতে কি ?”

৩. চার্লস বলিলেন, “ ঝুড়িতে কমলালেবু সব
আছে, এবং একজন মনুষ্য যিনি এই ভোতনালয়ে
হার করিতে গিয়াছেন, তিনি আমাকে উহাদের রক্ষা
করিতে কহিয়াছেন, এবং আমি তাঁহাই করিতেছি।

“তবু তিনি বলিয়াছেন যখন কিরিহা আনিবেন আনা-
একটা তখন লেবু দিবেন”।

৫. নেড্ চীৎকার করিয়া কহিল, “একটা লেবু !
‘যি একটা লেবুর সমুদয় পাইবে’ আমার ইচ্ছা হয়
‘যি ত একটা পাই’। যাহা হউক দেখি ওঁহুদো কত
ক’”।

৬. এই কথা বলিয়া নেড্ খুড়ির নিকট গেল, এবং
‘হা’র চাক বস্ত্র খানা তুলিয়া তেলিল। তিনি লেবু
কল দেখিমানাজ আইলাদে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠি-
লেন, ‘বাঃ কি উত্তমঃ লেবু ! একবার র্স করিয়া দেখি
ক’রা পকু কি না’।

৭. চার্লিস বলিলেন, ‘না, তোমার না দেখাই
ল, উহারা পকু কি না তাহা জানিবা তোমারে কি
কইবে, তুমি তো উহাদের খাইবে না’। তোমার
‘হাদের র্স করা ক’র বা নছে : তাহাব, তে. তোমার
‘। তুমি উহাদের কখনই র্স করিতে পারিবে না’।

৮. ‘ছুতে আদপেই পাইব না’, নেড্ বলিলেন,
‘কতঃ তাহাদের র্স করিতে কিছুইতো দোষ ছে-
নে। বোধ হয় তুমি এমন মনে করে বলিতেছ না যে
‘হার উহাদের অপহরণ করিবার মানস আছে’।

৯. অতএব নেড্ লেবুওয়ালার খুড়িতে হাত দি-
লেন, এবং একটা লেবু তুলিয়া লইলেন, এবং ইহাকে
‘হাতে করে দেখিলেন, এবং হাতে করে দেখা কইতে
‘তিনি উহার ঘাণ লইলেন।

৯. তিনি বলিলেন, 'ইহার বড় মিস্ত্রী গজ্ঞ ভাণ্ডার তেছে এবং পাকা ও দেখাইতেছে; আমার একবার চাকিতে ইচ্ছা হইতেছে; আমি কেবল ইহার উপর ভাণ্ডার থেকে এক কোঠা রস চুসিয়া খাইব।' এই কথা বলিয়া তিনি সেবুটো মুখের নিকট লইয়া গেলেন।

১০. ক্ষত্র বালকের, হাছারা: সৎ থাকিতে পারেন না, ললুপ। না হয় এমন সতর্ক হোক। লোকে অস্বপ্নে দুষ্কর্ম করিতে রত হয়।

১১. নেড়কে প্রথমে কমলালেবু দাঁট করিতে ও বর্ত্ত করে; মর্শে ঘ্রাণ করিতে রত করে; এবং ছোটো তাকাকে আশ্বাদন করিতে লোলপ করে।

১২. মিষ্টা ও চোর বালকের কথা। (ক্রমশঃ)।

১. 'চার্লস নেডের হাত ধরিয়া কহিলেন, "নেড তুমি কি করিতেছ। তুমি বলিলে যে তুমি কেবল সেবুটার আশ্বাদন লইতে চাহ; কি লজ্জা! নামাইয়া রাখ।"

২. নেড বিরক্তি ভাবগুকে স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল, তুমি আমাকে 'কি লজ্জা' এমন কথা বলিলে না, একমলালেবু সকল হো তোমার নহে চার্লস।

৩. "না, তাহারা আমার নহে বটে; কিন্তু তাহা দিগের রক্ষা করিতে আমি অঙ্গীকার করিয়াছি, আমি তাহা অবশ্যই করিব: অতএব তুমি ও সেবুটো নামাইয়া রাখ।"

১০. নেড্ বসিল, ‘হী, যদি তা হয় তো আমি কখনো
নাখাইব না; আইস দেখি কে আমাকে রাখাইতে
হয়, যদি আমি আপনি ইচ্ছাপূর্বক না রাখি; আমি
না অপেক্ষা, অধিক বসিষ্ট।

১১. জানন উত্তর বসিলেন, “উহার জন্যে আমি
আমাকে ত্যাগ করিনে, কারণ আমি নায়েব দিকে
দাঁড়াই। তখন তিনি নেডের হাত হঠাৎ বলদ্বারা
আঁকড়াটী কাড়িয়া শইলেন, এবং আপনার তারও
আনুষঙ্গ্যে তাহার কুটির নিকটে ছুঁতে লাগা দাবিয়া
দেখিত করিলেন।

১২. নেড্ উল্লসনাৎ ফিরিয়া আইল, এবং অতিশয়
তাঁহাকে মুকাদ্দার করিল, সাধাতে তাঁহাকে
সোম প্রায় করিল।

১৩. তখন পর্য্যন্ত ও এই উত্তম বালক হাঁস লাটন;
না করিল, তাঁহার রক্ষণার্থে এক সফলার্থে দূতের
করিতে লাগিলেন; তখন পর্য্যন্ত ও তিনি এক
অশেষ লাগান করিয়াছিলেন, এবং অন্য হস্তদ্বারা
সামান্য ঝড়ি আচ্ছাদন করিলেন।

১৪. নেড্ পুনর্বার কাড়ির মধ্যে কলুষের প্রবেশ ক-
রিতে বিশেষ চেষ্টা পাঠিল, কিন্তু সে উদ্যম বার্থে ছইল,
কিন্তু করিতে পারিল না; এবং যখন দেখিল যে বল
পূর্ণ জয় লব্ধ হইল না, সে তখন শঠতার আশ্রয় অব-
লম্বন করিল।

১৫. অতএব কপটতা পূর্বক এই প্রকার দেখাইল,

৪. নেড এখন এত লজ্জিত হইল, যে বেশীক্ষণ
তার বেশ ভুলিয়া গেল, এবং দৌড়িয়া গলায়ন
বসে বাঁধা করিল : কিন্তু সে এপ্রকার ক্ষুণ্ণতার আঘাত
নিশাছিল যে সে পুনরায় বসিতে বাধ্য হইল ।

৫. এই ঘটনার সত্য বিবরণ চার্লসের দ্বারা শুধু
না বলা হইল, এবং সেই সঙ্গে তৎসমুদায় উপস্থিত
জনের মধ্যে যেহেতু তাহাকে জানিত সকলেই তাহার
এ বিশ্বাস করিল : কারণ তাহার সং বালক-বলিয়া
এ খ্যাতি ছিল ; এবং নেডকে তত্বর এ মিথ্যাবাদি
আজানা ছিল ।

৬. অতএব নেড যে বেদনা পাইয়াছিল তজ্জন্য
সেই তাহাকে দয়া করিল না । এক জন বলিল, “
এই উপযুক্ত, তাহার নয় বাহা তাহাতে কেন ও
দিয়া ছিল ?” অন্য এক জন বলিল, “আমি
বলিতেছি ও বড় ভালিক বেদনা পাই নাই”
এই ব্যক্তি বলিল, যদিও বেদনা পাইয়া থাকে, ঐ
আঘাত উহার পক্ষে মঙ্গলজনক, যদি তাহাতে উহা-
সি হইতে রক্ষা করে” ।

৭. তাহাদিগের মধ্যে কেবল চার্লস কিছুই বলি
নো : তিনি নেডকে পরিয়া এক উচ্চস্থানে স্থাপিত
দিলেন ; কারণ যে সকল বালক সাহসী তাহার
স্বর্গদায়ী সং স্বভাবান্বিত হয় ।

৮. লেবু ওয়ালা তাহাকে ডাকিয়া কহিল, “আহা,
আইস, আইস, আমার প্রিয় বালক এখানে আইস !

কি, তোমার আমার লেবু রক্ষা করিতে চন্দ্রুত কাল
শিরা হইয়াছে, সত্য কি ইহাতে হইয়াছে।

৯. তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া এবং যত লোকের
মধ্যে লইয়া কহিতে লাগিলেন, “এই দেখ একজন ক্ষুদ্র
সাহসী ব্যক্তি :

১০. সেই স্থানে এখন প্রীলোক, পুরুষ এবং বালক
হালিকা সকলে বেঠন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং সকল
ছেলে চার্লশের প্রতি চকু স্থির করিয়া রহিল, এবং
তাঁহার তৎকালের অবস্থার থাকিতে আকাঙ্ক্ষা করিল :

২১ পাঠ. নিষ্ঠা বালক ও চোরের কথা,

(পরিসমাপ্ত) ।

১. ইতিমধ্যে লেবু বিক্রেতা চার্লশের মস্তক হইতে
টুপি খুলিয়া লইয়া তাহা উত্তমরূপে চীন-দেশীয় লেবুর
সহিত পরিপূর্ণ করিল ।

২. তিনি বলিলেন, হে ! আমার ক্ষুদ্র বন্ধো তুমি
ঐ উহাদের গৃহণ কর ; এবং ইশ্বর তোমার কল্যাণ
করুন ! যদি আমার সামর্থ্য থাকিত, তুমি আমার ঝুড়ি
তে যত আছে ততাবৎ পাইত।

৩. তখন সকল লোকে বিশেষতঃ ছেলেরা, আহ্লাদে
কোলাহল ধ্বনি করিতে লাগিল ; কিন্তু সেই সকলে নি-
স্তব্ধ হইলে, চার্লশ লেবু বিক্রেতাকে কহিলেন।

৪. তোমাকে আমি মনের সহিত নমস্কার করি-
তেছি ; কিন্তু যেটি আমার যথার্থ প্রাপ্য তত্তির তে

মার অন্য লেবু আমি লইতে পারি না : তুমি অবশিষ্ট
ফল কিরিয়া লও : আর আমার চক্ষুর কালশিরার
কথা যাহা বলিতেছিলে ও কিছুই নহে ! কিছু আমি
উহার জন্য বেতন গৃহণ করিব না ; যেমন যাহা না-যা
গ্রহণ করণ জন্য বেতন গৃহণ করিব না । অতএব মহা-
শয় তোমার লেবু সকল আমি লইতে পারিনে ; কিছু
আমি উহাদিগের পাইলে যত্নপ কৃতজ্ঞ হইতাম তত্নপ
কৃতজ্ঞ হইয়া নমস্কার করিতোছি ।

৫. এই কথা বলিয়া চার্লস পুনরায় লেবু সকল
কুড়িতে ঢালিতে গেলেন ; কিছু লে ব্যক্তি তাঁহাকে
নাহা করিতে দিল না ।

৬. “তখন” চার্লস বলিলেন “যদি ইহারা যথার্থই
আমার হয়, তবে আমি উহাদিগের বিতরণ করিতে
পারি” ; অতএব চার্লস তাঁহার বয়সাদিগের মধ্যে
তাঁহার টুপি খালি করিলেন ।

৭. তিনি বলিলেন, “তোমরা উহাদিগের আপনা
দিগের মধ্যে অংশ করিয়া লও ,” এবং তাহাদিগের নম
কার পাইবার অপেক্ষা না করিয়া ভীড় চেলিয়া গৃহাভি
মুখে দৌড়িয়া গেলেন । সকল ছেলে তাঁহার পশ্চাৎ
প্রতালি দিতে ২ ও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে ২ দৌড়িয়া
গেল ।

৮. ক্ষুদ্র তরুর সর্বঙ্গেষে খোঁড়াইতে ২ আনিতে
গািল । কেহই তাহাকে ধন্যবাদ করিল না ; কেহই
তাঁহাকে নমস্কার করিল না ; সে আপনি আহার করে

এমন কমলালেবু পায় নাই, কিয় তা সে বিতরণ করে
তাছাড়া ছিল না। লোকের দাতা হইবার পূর্বে প্রথমে
নিষ্ঠা হওয়া কর্তব্য।

৯. নেড বাটী যাইতেই দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে
লাগিলেন, তিনি আপনাপনি বলিতে লাগিলেন, “এই
টা সেবুর জন্যে এত কষ্ট হইল; উহার কারণ এতদূর
করা উপযুক্ত হয় নাই”। না অন্যায়চরণ কখনই উপ-
যুক্ত নহে।

১০. হে সুন্দর বালকেরা! যাহারা এই ইতিহাস পাঠ
কর, বিবেচনা করিয়া দেখ যে এই স্বদের মধ্যে কি হু-
য়া শ্রেয় নিষ্ঠা বালক না চোরের।

২২ পাঠ. অনবধানতার দণ্ড।

১. এমন অনেকের যুব ব্যক্তি আছে, যাহারা
যদিও সচরাচর তাহাদিগের পিতামাতার প্রতি কর্তব্য
কর্ম সাধনে এবং তাহাদিগের আজ্ঞাপালনে যত্নবান
তথাচ কোন সময়ে তাহাদিগের উপযুক্ত সম্মান কর-
বার কথা বিস্মৃত হইয়া যায়, এবং এপ্রকার দুঃস্বপ্ন করে
যাহা অপবাদের যোগ্য হয়।

২. কিষ্টি এট্‌কিন্স নামী বালিকা এই স্বভাবের
ছিলেন। তিনি পাঠালয় হইতে সত্বর হইয়া আসি-
বার নিমিত্তে তাহাব মাতার দ্বারা সর্বদা আদেশিত
হইতেন; এবং তিনি সচরাচর তদ্রূপ করিতেন।

৩. কিষ্টি একদিন বৈকালে এপ্রকার ঘটিল, এবং

তাহার বয়স্ক এক জন সমাধার্মী বাসিকা তাঁহাকে তা-
পান করিতে নিমন্ত্রণ করিল, এবং মায়ের কানে নানা
মধু ভূতিজনক জামোদ হইবেক এই প্রকার লোভ
প্রদশন করিল।

৪. কিষ্টি তাহার জামোদের আশায় এতদ্রূপ পুল-
কিত হইলেন, যে তাঁহার মাতার অনুযোগসমূহ এক
কালীন বিস্মৃত হইলেন, এবং কোথায় লাইতেছেন
এ বিস্মৃত তাহাকে অব্যবহৃত জ্ঞাত না করিয়া ও গেলেন।

৫. তাহার মাতা তাঁহাকে তিন ঘণ্টা কাল অতীত
পর্যন্ত না আগিতে দেখিয়া স্থির করিলেন যে তিনি
দাবা মিথ্যাছেন; এবং সভ্য পথে ফিরিয়া বেড়াইতে
এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে (কিষ্টি) বাটীতে আনয়ন
করিতে পারিবেক তাহাকে পুরস্কার দেওয়া যাইবেক
এই অঙ্গীকার ঘোষণা করিতে প্রকাশ্য লোভকে নিযুক্ত
করিলেন।

৬. অতএব তদনুসারে এই প্রকার করা হইল,
এবং ঠিক যখন ষণ্টা গুয়ালার ফেরা শেষ হইয়াছে,
এমন সময়ে, প্রায় রাত্রি নয় ঘণ্টাকালে, কিষ্টি বাটীতে
আগিয়া উপস্থিত হইলেন।

৭. কোথায় গিয়াছিলেন এই কথা জিজ্ঞাসিত হ-
ইলে, তিনি তাবৎ সভ্য বিবরণ করিলেন (কারণ তিনি
কখনই মিথ্যা বলিতেন না, আপনাকে দণ্ড হইতে
রক্ষা করিবার নিমিত্তে ও বলিতেন না;) তাঁহার মা-
তার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং তাঁহার নিকট পুন

১০. এই অক্ষয় জপরাশী হইতেন না, এই প্রতিজ্ঞা বর্ণনা
কিনে।

১১. তাঁহার মাতা তাঁহাকে উপযুক্ত বাক্যে হিঁমিত
করিতেছেন তাঁহা তাঁহাকে দশমকিন দিবে না
এবং তাঁহাকে বসিবে না যে বসিকা। তাঁহার মন্থিত
মাতাকে তাঁহাকে পায়ঃ দিরাহিলে তাহা মাতাকে
এবং পায়ঃ দিবে কতী কে বসিবে না।

১২. পায়ঃ দিবে হিঁমি তাঁহা করিবে না, এবং তাঁহাকে
কতীকে কনিষ্ঠ কনক কন্য নিবারণ করিবে হিঁমি
এই প্রতিজ্ঞা দিবে হইল, যে পায়ঃ দিবে হিঁমি
শাল্যে অর্ধমকিন কতীকে, তাহা পায়ঃ দিবে
দিবে যে হিঁমি দিবে কতী একত্রিত করা হইল
কিঁতু এবং তাঁহার দর্শিতব্য হিঁমি দিবে কতী
হায়ে বাপা হইবে, এবং এক জন মন্থা একটা মন্থা
মইয়া, 'একটি হেঁমি হিঁমি দিবে' এই দিবে
কিন্দার উদ্যানে চতুর্দিকে ঘুরিয়া নেড়াইবে, ঠিক
সেই প্রকারে যেমন কিত্তিকে মতঃ পায়ঃ না মতঃ
মতঃ ঘোষক করিবাছিল।

১৩. এই অক্ষয় জপরাশীর কলঙ্ক হইতে মুক্ত
কইবার নিমিত্তে এই দুইটি কন্যা যৎপরোনাস্তি কা
লতি খিনতি করিল কিন্তু সকলই বৃথা হইল। তাঁহার
ইচ্ছাতে সন্ন্যাস হইতে বাধ্য হইল; এবং ইচ্ছাতে এত
উপকার দর্শিয়াছিল যে সেই অবধি ভবিষ্যতে তাঁহার
বধাবধ সন্ন্যাসহার করিয়াছিল।

দশাল জ্বালিলেন। এবং লুণ্ঠপ্রাসাদিগের অনুসন্ধান
বনের প্রত্যেক স্থানে গেলেন।

৩. হাছা হুউক তিন দণ্ড। কালের মধ্যে বেদনা এবং
উন্নিগুতার পরে তাঁহার। দেখিলেন যে পাত্র পূর্ণিত
বিবর মধ্যে এই দুইটি বালক একজন মনে বউপার
শয়ন করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে।

৪. এই দৃশ্যে মনকে বিশিষ্টরূপে আকর্ষণ করে,
ন। অগাধ নায়ক নরন বর্ব বদন্ত জোই জাং জাপন
কোট খুলিয়া কোলসের গায়ে আশ্রয় করিয়া দিয়াছি
লেন, যে তাঁহা অপেক্ষা তিন বৎসরের কনিষ্ঠ ছিল,
এবং যে কেবল একমাত্র ওয়েউ কোট পরিধান করিয়া
ছিল।

৫. তিনি তৎপরে তাহার সূত্র শরীরকে ইন্দ্ৰ-
প্রাণবীর নিমিত্ত, এবং আপন জীবনকে শঙ্কটে কে-
নিয়া তাহাকে শীতের তীব্রতা হইতে রক্ষা করিবার
নিমিত্ত, আপনি তাহার উপর লবনান হইয়া শূন্য
করিয়াছিলেন।

২৪ পাঠ। টমাস্ এবং তাঁহার কুকুরের কথা।

১. টমাস্ ডারলী এক জন আন্তঃক্রোশী ছোট
বালক ছিলেন, কিন্তু যখন রোষ পরবশ না হইতেন
তখন বিলক্ষণ সংজ্ঞাবান্নিত থাকিতেন।

২. তাঁহার পিতা এক দিবস দেখিলেন যে তাঁহার
গেনিএল কুকুর লক্ষ্য দিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে

৬. তাহাতে তাহাকে তিনি পদাঘাত করিলেন; এবং
সেই নিরপরাধি কুকুর চীৎকার করিয়া উঠিল এবং
মাগমাগনি টেরিলের নিম্নে লুকাইত হইল।

৭. তাঁহার পিতা বলিলেন, “কুকুরকে কি জানে।
পদাঘাত করিলে টমাস কহিলেন, “কারণ আমি
শ্রম উত্তম বস্ত্র পরিয়া রহিয়াছি”। তাঁহার পিতা
দ্রুতব বলিলেন, “জিজ্ঞাসা করি, কুকুরে সে কথার
কি ভাৱে আসিবে”। টমাস উত্তরবে কহিলেন, “কিছু
আমিও পরিচয় বস্তু আশ্রয় করিত যদি ইহা
জানিত”।

৮. তাঁহার পিতা প্রত্যুত্তর করিলেন, “এ বয়ের
আমি ভাবম কি, বস্তু এক ফোঁটা ময়লা থাকিলে
কটা নিষ্ঠুর কর্ম করিয়া অপরাধী হওয়া”। টমাস
বলিলেন, “ইহা নিষ্ঠুর কর্ম হয় নাই”। তাঁহার
পিতা তখন তাঁহার কর্ণদেশে এক মুঠাঘাত করিলেন,
এবং টমাস গজজন লক্ষে কান্দিয়া উঠিলেন।

৯. তৎপরে তাঁহার পিতা বলিলেন, “তোমাকে
প্রকার আঘাত করাতে তুমি আমাকে নিষ্ঠুর জান
রিতেছ; তবে একটা নিরপরাধি কুকুরকে সেদনা
হওয়া কি এতদপেক্ষা অধিক নির্দয়তার কর্ম নহে। যে
তোমার অতি প্রেমাসক্ত হইয়া আশ্রিতাছিল; সে
কল ছেলেরা পশুদির অতি দয়া বোধ করে না, তা-
দিগকে নিগূহ দিয়া তদ্বিবয় শিক্ষা দেওয়া কল্যায়।

১০. তুমি যে আমার সম্মুখে উক্তর প্রত্যুত্তর করিয়া

ছিলে তজ্জন্যে' আঘাত কবিরূপি ভীষণ নাহ। যদি
সে তদানি দণ্ড যোগ্য বটে কিন্তু সে দণ্ড অন্য প্রকা-
র উত্ত, এবং আমি তোমার সাহিত্য হৃদিসম্মুখে স্মৃতি
বাহ্যে তর্ক করিতাম।

৭. "কিন্তু একটা অনাগত কুকুরকে নিম্নস্থ পদ-
জন্য দোষ। যে তোমার প্রতি অনুরক্তি প্রকাশ করে
হয় শারীরিক দণ্ড যোগ্য। এবং তুমি আমার একজন
নির্মিত করিয়া থেকে, যে আমি এ প্রকার কৃপণতার
লক্ষণ বিনা দণ্ডে সাহিত্যে দিই না।

৮. হয়তো তুমি বলিবে যে যোদ্ধাকে একটা পদ
দানও এত বেশী দিবে উহা তুমি বিবেচনা কর নাহি
কিন্তু আমি তোমাকে প্রহার করিলাম এটী ক্ষে-
ত্রে তুমি পুনর্বার তাহাকে পদদান করিতে গো-
ইহার কথা মনে করিবে।

৯. টমাস এবং তাহার কুকুরের কথা
পারিসমাপ্ত।

১০. টমার্লী সাহেব গৃহ ছাড়িতে গেলেন এবং টম
প্রথম আক্রাণে সেই কুকুরকে পুনর্বার পদদান
করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি এ নিরপরাধি পশু
ত্যাগিলেন, যে বাহিরে আইল এবং তাহার হস্ত
টিতে লাগিল।

১১. টমাস একটা নির্বিরোধি কুকুরেতে এ প্রকা-
র বাৎসল্যতা দেখিয়, দয়াদ্রিত হইলেন, বাহাকে

প্রতিদিনের মনোযোগে আগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়া
ছিলেন, এবং তাঁহার সেই অভিপ্রায় জন্য তাঁহার
অঙ্গকে তাঁহাকে ভাঙমনা করিতে লাগিল।

৩. তিনি রোভরকে পদাঘাত না করিয়া তাঁহার
নিকট আসিয়াইতে লাগিলেন; এবং যখন দেখিলেন
যে সেই নিরপরাধি বৃদ্ধ তাঁহার সেই পদ উল্লি-
খন করিয়া দরিদ্র সাহা শূন্যে তাহাকে হইয়াছিল,
তিনি তাপনাপানি লঙ্ঘিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন।

৪. যখন তাঁহার পিতা প্রত্যাগমন করিলেন, তিনি
তাঁহার দেখিলেন যে রোভরকে কোড়ে বসিয়া দু-
মিতে কান্না, আছেন। দরলী গায়ে বসিয়াছেন, পাখি
ভরসা করি তাঁহার ঘোষের বিষয় তুমি এখন জানি-
না।

৫. যেহেতুক একটা মজার্সা অন্য মজার্সা প্রবল
করে, তদান্ তাঁহার কণ্ঠদেশে ঘুটাঘাত পাশন জন্য তা-
প্রতিদিনের অভিল্যে রোভরকে প্রহার করিবার
মানস তাঁহার পিতাকে করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু
কণকাল মিথ্যা লজ্জার সহিত আকুল করিলেন (অর্থাৎ
লজ্জা তাঁহাকে নিরস্ত করিল)।

৬. তাঁহার পিতা কহিলেন, "আমার কথায় তাঁর
দেহ না কেন? টমাস ফুপিয়া ক্রন্দন করিতে লাগি-
লেন এবং নিরস্তর রহিলেন, তখন পর্যন্ত কিন্তু রোভর
কে কোড়ে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। তৎপর
দরলী সাহেব কহিলেন, "উহম, আমার অনুভব কর

তোমাকে যেন ভাবিত দেখিতেছি, এবং এখন তোমাকে আমি ভালবাসি "।

৭- টমাস উচ্চৈশ্বরে কহিলেন, না? তুমি কখনই ভালবাসিবে না, কারণ আগনি আমাকে প্রহার করিয়া ছিলেন বলিয়া, আমি উহাকে প্রহারে উদ্যত হইয়া ছিলাম "। তাহার পিতা উত্তর করিলেন, তবে প্রহার কর নাই কেন?" কারণ আমি যেনন আমার হস্ত বাড়াইয়া ধরিস্থায় সে আসিয়া তাহা চাটিতে লাগিল "।

৮- "তুমি যে প্রকৃতরূপে ভাবিত হইরাছ" প্রার্স সাহেব কহিতে লাগিলেন, "আমার এখন তাহার প্রতিটি জগাইরাছে; এবং তোমার এই স্বীকারে তোমাকে যথার্থই অধিক ভালবাসিতে আমাকে রত করিতেছে "।

৯- "যদি তুমি রোডরকে প্রহার করিতে, আমি তাহা জানিতাম না বটে কিন্তু তোমার মন তোমাকে অনুখ্য করিত; এবং তুমি ইচ্ছাও জানিতে যে তদ্বারা ঈশ্বরকে অনন্ত করিতে, যিনি সকল দেখিতেছেন "।

২৬ পাঠ. পক্ষি, মধুমক্ষিকা, এবং
প্রজাপতির কথা।

১. গ্রীষ্মকালের এক উত্তম দিনে, যখন সমস্ত জগৎ ইহার সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রফুল্লজনক মনোহর বর্ণে শোভিত হইয়াছিল, এবং মানা জাতি পশ্বাদি মাঠে ক্রীড়

করিতেছিল, সেখানে অন্যান্য পশু পক্ষাদির মতো, এক পক্ষি, এক মগুমজিক। এবং একটা প্রজাপতি ছিল।

১. পক্ষিটা তাহার নীড় নির্মাণার্থে নিযুক্ত ছিল। এই হেতুক উদ্যোগর বৃক্ষ হইতে চতুঃপার্শ্বস্থ নান্য অনেক দূর ভ্রমণ করিয়াছিল। এবং প্রতিবার হইত একটা পক্ষির কিম্বা একগাচা তৃণ মুখে করিয়া প্রত্যাবর্তন করিত।

২. সন্ধ্যা তাহার কর্মের উন্নতি প্রথমে অতি মন্দ গতিতে হইত। ওহে দেখাইতেছিল, তথাচ পুনঃ ভ্রমণ করিতে এবং প্রতিবার কিছুই সংযোগ করিতে। এই নীড় শীঘ্রই সম্মান হইল।

৩. মগুমজিকটা ও উদ্যোগ ভিন্ন পুষ্পদল হইতে মধু আহরণে যত্নবান ছিল। এবং এই প্রকারে সে যাহা সংগ্ৰহ করিতেছিল, তাহা আগাততঃ এবং ভবিষ্যতের ব্যয়ার্থে চাকে সংগ্ৰহ করিতেছিল।

৪. ইতিমধ্যে প্রজাপতি এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল, ভবিষ্যতের নিমিত্ত কিছুমাত্র আহরণ না করিয়া, তাহাদিগের গন্ধি স্বাদু গ্ৰহণ দ্বারা তৃপ্ত হইতেছিল কিম্বা তাহাদিগের সৌন্দর্য্য দর্শন দ্বারা সুখ সম্ভোগ করিতেছিল।

৫. কিছুপরে গ্রীষ্ম ঋতু গেল। পক্ষি নীড় নির্মাণ করিয়াছে এবং শাবকদিগের পালন করিয়া তুলিয়াছে, তাহারা এখন কুঞ্জবনের আনন্দ স্বরূপ হইয়াছে; মগুমজিক ও তাহার শ্রমের ফল চাকে বাসিয়া ভোগ করিতে

ছিল : কিন্তু প্রজাপতি এদিকে আসাম স্থান অভ্যাসে এবং
খাদ্যভায়ে ছিল, এবং দবিভ্রতা ও দুঃখের সাবর্ণী
ক্লেশে পতিত হইয়াছিল।

৭. মূলা বাভিরা। এই তিনটি জীবে তোমাদিগের
স্বরূপ আদর্শ দৃষ্টি কর। এবং ইহাদের প্রত্যেকেই
তোমাদিগের শিক্ষা প্রদান করিতে পারে।

৮. মঙ্গলিকার দৃষ্টান্ত অনুগামী হও। যে বিদ্যা
লাভ অনুষ্ঠান কর, পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের সহিত
তাহার অনুগামী হও। যদি ৬ এক ঘণ্টাকাল মধ্যে
তোমার অত্যন্ত জ্ঞানোপাধুন হয়, তথাচ সমস্ত ক্রমে
অনেক উপাঙ্গকন করিতে পারিবা।

৯. যেমন মঙ্গলিকা এক জগতে অল্পই মগ্ন আহার
করে, তথাপি শত অবশানে শীতকালের বায়ুখে তাহার
সমাপিক সংগৃহীত থাকে : তদ্রূপ তোমরা ও তোমাদি
গের মনঃ স্বরূপ পনাগারে বিদ্যাস্বরূপ ধন সংগৃহ করি
নাথ, যেন ইহা সর্দকালে ব্যবহারার্থে প্রস্তুত থাকে।

১০. মঙ্গলিকার পক্ষে গ্রীষ্ম শতু যেমন তোমার
দিগের পক্ষে যৌবনকাল তদ্রূপ। তোমরা যদি ইহাতে
সমতুল্য পরিশ্রমের সহিত উন্নতি কর, ইহাতে তোম
দিগের ভবিষ্যত জীবনকে কর্ফণ এবং সুখী করিবেক
কিন্তু যদি প্রজাপতির ন্যায় অতিজ্ঞা শূন্য হইয়া এ
কর্ম হইতে অন্য কর্মে প্রবৃত্ত হও, তবে সেই পতঙ্গ
পক্ষ যেমন অকিঞ্চিৎকর তোমার জ্ঞান ও তদ্রূপ এ
হইবেক।

১৮ পাঠ্য বিদ্যা বিষয়ে অধ্যয়নের
উপকার।

২. কিছু কাল হইল ফ্রান্স তাঁহার পিতাকে বলিয়া
ছিলেন যে তিনি পাঠ করিতে শিখিবার নিমিত্তে দূর
এর যাত্ৰার সহিত চেকি করিবেন, যেন তদ্বারা আপ-
নাপনি নিযুক্ত ৬ আটমাদিত থাকিতে পারেন।

৩. তিনি যে প্রকার করিবেন বলিয়াছিলেন তদ্রূপ
করিলেন। তিনি যে পর্য্যন্ত না অস্বাস্থ্যে পাঠ করিতে
শক্তি পাইলেন তদবধি দূর যাত্ৰার সহিত পরিশ্রম করি-
তে লাগিলেন।

৪. তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে যে সকল পুস্তক
দিয়াছিলেন তন্মধ্যে উদ্ভিদাদি পশুর বৃত্তান্ত পাঠ করিতে
লাগিলেন; যাঁহার চিত্রমণ্ডি দর্শনাবধি তিনি তাঁহার
পতিভ্রাস জ্ঞাত হইতে বাসনা করিয়াছিলেন।

৫. তিনি জায়ে হস্তি এবং অন্যান্য অনেক পশুর
প্রমোদজনক বিবরণ পড়িতে লাগিলেন।

৬. যে সকল পুস্তক তাঁহাকে পাঠার্থে দেওয়া হই-
য়াছিল তন্মধ্যে যাহা বুদ্ধিতে পারিতেন কেবল তা-
হাই পড়িতেন; যখন তিনি বুদ্ধিতে পারেন না এমন
অংশে উপস্থিত হইতেন, তখন তাঁহার পিতামাতাকে
তদংশ ব্যাখ্যা করিতে কহিতেন।

৭. যদিও তাঁহার কথা শুনিবার কিম্বা তাঁহার
প্রশ্নে উত্তর দিবার তাঁহাদিগের অবসর না থাকিত,
তখন গৃহের যে অংশ বুদ্ধিতে পারেন তাহাই অধ্যয়ন

করিতেন; কিম্বা পাঠ তাগ করিয়া অন্য কোন কথ.
করিতেন।

৭. যখন তিনি পড়িয়া শান্ত হইতেন, কিম্বা তাঁহার
গৃহ মধ্যে কোন ব্যাপার হইতেছে তাহা যদি শ্রবণ কিম্বা
দর্শন করিতে মানস করিতেন, এবং যদি দেখিতেন যে
তাঁহার পাঠিত বিষয়ে মনঃসংযোগ করা যায় না, তিনি
সর্বদা সেই দণ্ডে গুল্ল বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিতেন।

৮. যৎকালে পরিশ্রান্ত কিম্বা নিদ্রাতুর হইতেন,
কিন্তু অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিতেন, তৎকালে কথ.
নই তাঁহার সম্মুখে একখানা গুল্ল রাখিতেন না। অতঃ
এব এই প্রকারে ফ্রান্স কল্যাণনে অতিশয় আসক্ত
হইলেন।

৯. এখন তিনি বর্ষার দিনে মুখে কালচাপন করিতে
পারিতেন, যখন দ্বারের বাহিরে দৌড় দৌড়ি করিতে
পারিতেন না, কিম্বা বাটীতে কথা কহিতে কিম্বা খেল
করিতে কাহাকেও পাইতেন না।

২৯ পাঠ, ফ্রান্স এবং তাঁহার ভগিনী * মেরির কথা।

১. ফ্রান্সের মেরি নামী একটি ভগিনী ছিল; এবং এমত
ঘটিল যে ক্ষুদ্র মেরিকে, যাহার বয়স্ক্রম পাঁচ ছয় বৎ
সরের মধ্যে ছিল, তাঁহার মাতার বাটীতে আনীত হইল।

* জেঠুত, খুড়ত, মাসতুত, পিসতুত ভাই কিম্বা
ভাগিনীকে ইংরাজীতে এক শব্দে কাজিন্ কহে।

২. ফ্রাঙ্ক যখন মেরিকে প্রথমে দেখিলেন তিনি যখন আপাদ মস্তক পর্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছন্ন পরিধান রিখাছিলেন; এবং তাঁহাকে সান্তিশয় মলিনা দেখা-তেছিল।

৩. ফ্রাঙ্ক তাঁহার পিতার নিকট গেলেন, তিনি বৃহৎ এক পাখি দাঁড়াইয়াছিলেন; এবং নিশেকে পিতাকে চক্ষুসা করিলেন যে মেরি কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন কেন, এবং তাঁহাকে দুঃখিতা দেখাইতেছে কেন।

৪. তাঁহার পিতা উত্তর করিলেন, “ কারণ তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। ” ফ্রাঙ্ক কহিলেন, “ আচ্ছা! পথিনী বালা! যদি আমার মাতার কাল হইত তবে আমি কত শোকাবুণ হইতাম! দুঃখিনী ক্ষুদ্র মেরি! তিনি মাতৃ বিরোধে কি একান্তে থাকিবেন! ”

৫. তাঁহার পিতা কহিলেন, “ মেরি আমাদিগের গহিত থাকিবেন; তোমার মাতা এবং আমি তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব, এবং যত পারি আমরা তাঁহাকে শিক্ষা দিব; এবং তুমিও তাঁহার প্রতি দয়ালু হইবে, কেমন ফ্রাঙ্ক হবে না? ফ্রাঙ্ক কহিলেন, হাঁ পিতা তাহা অবশ্যই হইবে।

৬. তিনি উৎসাহে তাঁহার এই সকল খেলাইবার সামগ্রী আনিতে গেলেন যাহা তাহার বিবেচনার বোধ হইল তাঁহাকে (মেরিকে) অধিক ভুটে করিবেক, এবং তিনি তাহাদিগের তাহাব সম্বন্ধে গিষ্ঠাঙ্কিত করিয়া দিলেন। তিনি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলেন এবং

একটুক হান্সিলেন; কিন্তু তৎক্ষণেই তাহাদিগের পায়-
রাশ নাখাইয়া রাখিলেন, এবং তাহাদিগের দ্বারা তা-
হাকে আঘোদিত হইতে দেখাইল না।

৭. ফ্রাঙ্ক তাঁহার উদ্যানে তাঁহাকে লইয়া গেলেন
এবং তাঁহার জন্য এমন সকল পুষ্প সংগৃহ করিলেন
যাহা তিনি আপনি উত্তম বলিয়া ভাল বাসিতেন; কি-
ন্তি তিনি আপনি সজ্জা ভাল বাসিতেন কিম্বা যেম
প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে তিনি (মেরি) ৭ ভালবাসি-
বেন তদ্রূপ ভাল বাসিতে তাঁহাকে দেখাইল না।

৮. তিনি বলিলেন, “তোমাকে নমস্কার করিতেছি
কিন্তু বাটীতে মাতার এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুষ্প সকল
ছিল-আমার ইচ্ছা হয় আমি মাতার নিকট থাকিতাম
আমার ইচ্ছা হয় মাতা আমার আমার নিকট কিরিত
আইসেন”। ফ্রাঙ্ক জানিতেন যে তাঁহার মাতা তাহার
নিকট প্রত্যাগমন করিতে পারেন না; কিন্তু তখন তিনি
মেরিকে সে কথা কহিলেন না।

৯. তিনি আপনি যে একটা বাটী নির্মাণ করিতে
ছিলেন তাহা তাঁহাকে দেখাইতে লইয়া গেলেন; এবং
তাঁহার পিতা তাঁহাকে তাহার ছাদ করিবার জন্য
সকল কাটি দিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে দেখাইলে
এবং কিপ্রকারে ছাদ করিতে মানস করেন তাহাও তা-
হাকে বুঝাইয়া দিলেন; তিনি বলিলেন তাহারাই
জনে একত্রে কৰ্ম করিতে পারিবেন, এবং তিনি তাঁহাকে
জিজ্ঞাসিলেন যে তিনি ইহা ভালবাসিবেন কি না।

১০. তিনি বলিলেন, তাঁহার যোগ হয় তিনি যে
 ভুলবাসিতেন “কিছু তখন নহে, কিছু বিলম্বে”।
 তিনি জিজ্ঞাসিলেন যে তাঁহার ‘কিছু বিলম্বে’ বলিবার
 অর্থপর্য্য কি। তিনি (মেরি) কাহিলেন “কল্যা কল্যা
 অন্য কোন দিবস, অদ্য নহে”।

৩০ পাঠ. ফ্রাঙ্ক এবং তাঁহার ভগিনী মেরির কথা,
 (ক্রমশঃ)

১. কল্যা আইল; এবং ক্ষুদ্র মেরিকে তাঁহার সমস্ত
 আত্মার নিদ্রার পর এবং প্রাতঃকালে কিছু আহারের
 পর, এবং বাটার ভাওর পৌরজনের সহিত বিশিষ্টরূপে
 পরিচিত হইলে, যাহারা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল,
 পরস্পরপেক্ষা অধিক হর্ষিত দেখাইতে লাগিল; এবং
 ক্রমেই তিনি অধিক কথা কহিতে লাগিলেন, এবং
 অবিলম্বে তিনি চতুর্দিকে দৌড়িয়া বেড়াইতে এবং
 ফ্রাঙ্কের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

২. তিনি যে খেলা ভালবাসিতেন ফ্রাঙ্ক তাঁহার
 সহিত তাহাই খেলিতে লাগিলেন; তিনি (ফ্রাঙ্ক)
 তাঁহার অস্থ হইলেন, কারণ তিনি (মেরি) তাঁহাকে
 উঠা হইতে বাচা করিলেন; এবং তাহার শরীরের চতু-
 র্দিকে অস্থ লাগাম্বরূপ কতকগুলি সুতা অড়াইলেন,
 তাঁহাকে ঢালাইতে মেরিকে দিলেন; এবং তাঁহার ব্যব-
 হারার্থে তাঁহাকে তাঁহার লক্ষ্যোত্তম চাবুক দিলেন,

যদিও তাঁহাকে যথেষ্ট মারিতে লইয়া যাইতে
দিলেন।

৩. ক্রাকের বাটীতে মেরি কিছুদিন অবস্থান করিলে
তাঁহাকে তাঁহার বাটী বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন ; এবং
তাঁহার মাতাকে 'মা' বলিতে লাগিলেন ; এবং তাঁ-
হাকে পুনর্ব্বার সুখী দেখাইতে লাগিল।

৪. কিন্তু ফ্রাঙ্ক তাঁহার সহিত সকল সময়ে খেলা
ইতে পারিতেন না ; তাঁহার অন্যান্য অনেক প্রকার ক্রম
করিতে হইত ; এবং যখন তাঁহার সহিত একান্ত খেলা
করিতেন, তিনি যে ক্রীড়া ভাল বাসিতেন তাঁহার সে
খেলা খেলিতে সকল সময়ে মনন হইত না।

৫. কখনও রাত্রে যখন ফ্রাঙ্ক একখানা কৌতুকজনক
গল্প পাঠ করিতে বাসনা করিতেন, তিনি তাঁহাকে হস্ত এক
খানা কাগজের নৌকা কিম্বা সিঁড়ালের দোলনা করিতে
কহিতেন ; এবং কখনও যখন তিনি উদ্যানে কৰ্ম্ম করিতে
চাহিতেন, কিম্বা যাইয়া তাঁহার গৃহের ছাদ করিতে
চাহিতেন, তখন তিনি তাঁহাকে তাঁহার অশ্বহইতে কিম্বা
তাঁহাকে একচক্রের খেলাইবার গাড়িতে চড়াইয়া তা-
নিত্তে কহিতেন।

৬. এই সময়ে মেরি কখনও কিছুই খিটখিটে হই-
তেন ; এবং ফ্রাঙ্ক ও কখনও কিছুই অশ্রের্য হইতেন।

৭. ফ্রাঙ্ক এখন তাঁহার গৃহের চাল বাঁধা শেষ করিয়া
ছিলেন, এবং যে প্রকার ঘরামিকে ছায়াতে দেখিয়াছি-
লাম তাহা ছায়াতে আরম্ভ করিতেছিলেন ; তিনি

তাঁহাকে সাহায্য করিতে মেরিকে কহিলেন; তিনি তাঁহাকে বলিলেন যে তিনি তাঁহার নিকট থাকিবেন, যেখন তিনি দেখিরাছিলেন যখন য়রামি গোলাঘর ছাড়িয়াছিল তাঁহার নিকট আত্মবহু হইবার নিমিত্তে এক জন মজুর থাকিত।

৮. তিনি বলিলেন যে তিনি (মেরি) তাঁহার খড়-ওরালা হইবেন (অর্থাৎ তাঁহাকে ছাড়িবার সময়ে খড় আনিয়া দিবেন); এবং তাঁহাকে এই অনুযোগ করিলেন, যে যখন তিনি 'আর খড় আন-আরো-আরো' করিবেন তখন সর্বদাই প্রস্তুত থাকিবেন।

৯. ক্রমকাল মেরি উত্তমরূপে তাঁহার কৰ্ম করিয়াছিল; এবং 'আর খড় আন' বলিবারাত্র খড় আনিয়া উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই শ্রান্ত হইলেন, এবং ক্রান্ত অনেক বার 'আর খড় আন-মিন্সে' আরো-আরো-বলিলে পর তিনি আনিয়া প্রস্তুত হইতেন।

১০. ক্রান্ত রাগান্বিত হইতেন, এবং কহিতেন যে তিনি (মেরি) বড় মৃদু, অপটু, এবং অলস; এবং তিনি (মেরি) কহিতেন তাঁহার গীষ্ম এবং শুম বোধ হইয়াছে, এবং যে তিনি আর কখন তাঁহার খড়ওরালা হইবেন না।

৩১. পাঠ. ক্রান্ত এবং তাঁহার ভগিনী মেরির কথা (ক্রমশঃ)

১. তাঁহারই যে অনায়াস হইয়াছে ক্রান্ত তাঁহাকে তাহা বুকাইতে চেষ্টা করিলেন।

২. ফ্রাঙ্ক বলিলেন, ‘দেখ যতবার আমার খড় আন-
শ্যক হয় ততবার আমাকে শিড়ি হইতে নামিয়া আ-
সিতে হয়; আবার সময় নষ্ট হয়, এবং তুমি ইহা লইয়া
মেনে যেমন আমার কার্য অগুসর হয় ততদূর ইহাতে
হয় না।

৩. “যখন আমি এক কর্মে থাকি এবং আমার জন-
উদ্যোগী হইয়া প্রস্তুত থাকিবার নিমিত্ত তুমি অন্য কন্ম
করিতে থাক, তাহাতে আমাদিগের কর্মকত উত্তম
এবং শীঘ্র অগুসর হয় তাহা তুমি অনুমত করিতে পা-
রনা-শুন বিভাগ করা উহার নাম-কেমন বুঝিতে পারি-
য়াছ ?”

৪. মেরি তাঁহার কথা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি
কহিলেন, “আমি উহার কিছুই জানি না; কিহু ভো-
খার খড়ওয়াল হইতে আমার মনন হয়না, এবং আমি
হইব না।

৫. ফ্রাঙ্ক তাঁহাকে চেলিয়া দিলেন, এই বলে, যে
তাঁহার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যান-তিনি মির হইয়া
দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করি-
লেন।

৬. তখন ফ্রাঙ্ক তাঁহার উপর যে কুটে হইয়াছি-
লেন তজ্জন্য দুঃখিত হইলেন; এবং তাঁহাকে (মেরিকে)
সেই কথা বলাতে তিনি চক্কের জল মোচন করিলেন,
এবং বলিলেন তিনি আবার তাঁহার খড়ওয়াল হইব-
ন যদি তিনি এত শীঘ্র “আর খড় আন- মিনলে, আবার

... এই কথা বলিয়া না উঠিলেন : এবং যদি তাঁহাকে আসন এবং নিষেধ না করেন ।

৭. ইহাতে ফ্রান্স মনস্ত হইলেন; এবং তাহার। কল-কাল আবার কর্ম করিতে লাগিল, তিনি (ফ্রান্স) ছা-রিতে লাগিলেন এবং ইনি (মেরি) খড় লইয়া বাইতে লাগিলেন, এবং ছোট তড়ি বাস্তিরা তাঁহার জন্য প্রস্তুত রাখিতে লাগিলেন : এবং তাহার। সুখী হইল, তিনি (অর্থাৎ ফ্রান্স) শীঘ্র কর্ম করিতে লাগিলেন এবং মেরি সুনিয়মে তাঁহাকে নাহায্য করিতে লাগিলেন ।

৮. “বিবাদ না করা কর্ত সুখের বিষয়” জুজ মেরি কহিলেন । কিন্তু আমি এখন যথার্থ অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছি ; তুমি কি আমাকে বিশ্রাম লইতে দিবে ? ফ্রান্স বলিবেন, হাঁ, এবং আদর পূর্বক : আমি তথাপি কিছুমাত্র শ্রান্ত হই নাই ” ।

৯. তিনি শিড়ি হইতে নামিয়া আইলেন, এবং কিছু টুংবেরি ফল অনুসন্ধানে গেলেন এবং তাহাদিগের সাঁইর (মেরির) নিকট আনিলেন, এবং উভয়ে একত্রে খেতে শুরু করিতে লাগিলেন । ফ্রান্স বলিলেন, আমি কাটিয়া দেই, তুমি মনন করিয়া লও ; কেমন লাগিয়াছে ? ” ।

১০. যখন কোন মাংস পূরিত পিকক কিম্বা পুডিং, পল, মিটান, তাহাদিগকে দেওয়া হইত, কিম্বা কোন মাংস কাহা তাহার। উভয়ে ভক্ষণ করিতে ভাল বাসিত, তাকে সচরাচর তাহা ভক্ষণ করিয়া লইতে হইত ।

দেশ করা হইত; এবং তিনি ইহা অতি সুক্ষ্মরূপে করিতেন।

১১. তিনি যেমন পারিতেন তদ্রূপ অংশ করিলে পর, মেরিকে উত্তর অংশের খাচা তাঁহার ইচ্ছা হয় তাহা লইতে আগ্রহবান করিতেন, এই অভিশ্রায়ে যে, যদি এতদুত্তর মনো কোন ব্যাভাংশ থাকে, তাহা তিনিই যেন পারেন।

১২. মগধপর হওয়া ইহার নাম; কিন্তু কৃষ্ণ শৃঙ্গ নার পর হিনেন তাহাও নহে, দাতাও ছিলেন। তাঁহার শিশু ভগিনীর গর্হিত কার্য করিয়া তদ্রূপ করিতে যে অথবা তাঁহাকে দেওয়া হইত, তাহার একাংশ সর্দিয়া দিতেন এবং মচনার অংশমাত্র যে অংশ রাখিতেন তদপেক্ষা বৃহৎ এবং শ্রেষ্ঠ ভাগটা তাঁহাকে দিতেন।

৩১ পাঠ. কৃষ্ণ এবং তাঁহার ভগিনী মেরির কথা।
(ক্রমশঃ)

১. কিন্তু যদিও কৃষ্ণ তাঁহার ক্ষুদ্র ভগিনীর অংশ সম্বন্ধাবান্বিত ছিলেন, তথাচ তাঁহারও অনেক পোষ ছিল। তিনি আত্মকোপী ছিলেন; এবং কখনও মগধ দ্রোহ পরবল হইতেন, তখন এমন গর্হিত কার্য করিতেন যে তদ্রূপা পশ্চাৎ অভিশয় ভাবিত হইতেন।

২. তাঁহার ঘাটার বাটীতে ক্ষুদ্র মেরির আসিয়া থাকে, তাঁহা হইতে দুর্বল এবং ক্ষীণতর এমন কাহোও গর্হিত তাঁহার সহ্যাম করা অভ্যাস ছিল না।

৩. যখন দেখিলেন যে তিনিই বলিষ্ঠ ও শক্ত মেয়ের সহিত কীড়া কালীন কখনও আপন বলা-
ধিকাঁ জনা শ্রেষ্ঠতার নুযোগে, তাঁহার আজ্ঞানুযায়িক
কর্ম করিতে তাঁহাকে বাধ্য করিতেন; এবং যখন তাঁহার
নিকট হইতে কোন দ্রব্য পাইবার জন্য অর্থেয়া হইতেন
তখন এক এক বার তাঁহার হস্ত হইতে অভয় হইয়া
তদ্রূপ বলা পূরক কাড়িয়া গইতেন।

৪. এক দিবস তাঁহার (মেরির) নিকট একটা নৃত্য-
গোলা ছিল, যাহা তিনি তাঁহার দুই করমণ্ডা ধরিয়াছি-
লেন, এবং ফ্লাসকে তাহা দেখিতে দিলেন না; তিনি
অর্ধ কীড়াবিত্ত ছিলেন, এবং প্রথমে ফ্লাস ও তাঁহার
সহিত কীড়া করিতেছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে
তিনি উদ্ভা না দেখাইবার অভিপ্রায় অবিস্তর রহি-
লেন, তখন কোথাবিত্ত হইলেন, এবং তাঁহার (মেরির)
হস্ত টিপিয়া ধরিলেন, এবং তাঁহার হস্তের খোলাই-
বার নিমিত্তে এক হস্তের কজা বুচড়িয়া ধরিলেন।

৫. তিনি (মেরি) সাতিশয় বছরনাগত হইবাতে এক
চীৎকার শব্দে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, যে ফ্লাসকে
পিতা যিনি তদুপরিষু গৃহে ছিলেন, কি হইয়াছে ইহার
তথ্য জানিবার নিমিত্তে নীচে নামিয়া আইলেন।

৬. তিনি দর্শন দিয়া যাত্র মেরি নিরস্ত হইলেন;
ফ্লাসকে লজ্জিতের ন্যায় কোন হইল, অগ্নির
এমি তাঁহার পিতার নিকট অগ্নির হইয়া গেলেম এবং
কহিলেন, 'নিতর আমিই তাঁহাকে বোঝা দিরাছি;

আমাকে এই গোলটি দেওয়াইবার জন্য আমি তাঁহার...
হস্তের টিপিয়া ধরিতাম।

৭. তাঁহার পিতা মেরির ক্ষুদ্র হস্তের কজা দেখিয়া,
যাহা একগণে রক্তবর্ণ হইয়াছিল এবং ফুিয়া উঠি-
তেছিল, কহিলেন, “তুমি তাঁহাকে যথার্থই বেদনা
দিয়াছ”! (তাঁহার পিতা আরো বলিতে লাগিলেন)
“কৃষ্ণ, আমি ভাবিয়াছিলাম যে তোমাকে কী
দাওয়া তাহাদিগের যত্নে না দিয়া সাহায্যার্থে তো-
মার বল নিয়োগ করিবে।

৮. আমি তাহাইতো সর্বদা বলি; কেবল ঐ ঐ
কাল ভিন্ন যখন তিনি আমাকে ক্রোধান্বিত করেন।
কিন্তু সে গোলটি আমার” (মেরি কহিলেন) এবং ইহা
আমার নিকট হইতে লইবার তোমার কোন অধিকার
ছিল না।

৯. “মেরি, আমি তোমার নিকট হইতে ইহাকে
এককালীন লইতে চাহি নাই, কেবল একবার দেখিতে
চাহিয়াছিলাম; এবং তুমি প্রথমে খিটখিটিয়া ইয়া-
ছিলে-তুমি অতিশয় খিটখিটিয়া হইয়াছিলে”। না
কৃষ্ণ; তুমিই সর্বদাপেক্ষা খিটখিটিয়া হইয়াছিলে”।

১০. কৃষ্ণের পিতা কহিলেন, “আমার বোধ হয়
তোমরা এখন দুইজনেই সমান খিটখিটিয়া হইয়াছ;
এবং যেহেতুক তোমরা যখন একত্র থাক তখন একান্ত
হয় না, তোমাদিগের ভিন্ন করিয়া দেওয়া আবশ্যক”।

১১. তৎপরে তিনি তাহাদিগের ভিন্ন পৃছে পাঠা-

ইহাদিলেন এবং সেই দিনের অবশিষ্ট কালে আর তাঁহা
দিগকে একত্রে খেলা করিতে দেওয়া হইলনা।

৩৩ পাঠ. ক্রান্ত এবং তাঁহার ভগিনী মেরির কথা,
(ক্রমশঃ)

১. পরদিন প্রাতঃকালে ভোজনকালীন ক্রান্তের
পিতা তাহাদিগের উভয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে
তাঁহার গতদিবস সচরাচরের ন্যায় সুখী ছিল কি নাঃ
এবং তাঁহাব দুই জনেই 'না' বলিয়া উত্তর দিল।

২. তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা একত্রে
থাকা অধিক ভালবাস কি ভিন্ন থাকা অধিক ভালবাস?
"ক্রান্ত এবং মেরি কহিলেন, একত্রে থাকিতে আমরা
অনেকাংশে ভালবাসি।

৩. ক্রান্তের পিতা বলিলেন, "তবে আমার প্রিয়
মস্তানেরা সাবধান থেক এবং বিবাদ করিওনা; কারণ
আবার যখন কলহ করিবে তোমাদিগের মধ্যে কে অল্প
খিটখিটিয়া কিম্বা কে সর্বোচ্চ খিটখিটিয়া, কিম্বা প্রথমে
বিবাদ কে করে এতদ্বিষয়ক কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া
তোমাদিগকে একেবারে পৃথক করিয়া বিবাদ ভঙ্গ করিয়া
দিব। ক্রান্ত, দণ্ডের স্বভাব এবং উপকার কি তাহা
বুঝিতে পার; তুমি জান——"

৪. যখন আমাকে তুমি দণ্ড প্রদান কর, পিতা, তুমি
আমাকে হয় শারিরীক দ্বন্দ্ব দেও, কিম্বা আমি যে কথা
পাইতে ভালবাসি তাহা হইতে আমাকে রক্ষা

কিন্তু আমার মনোনীত দ্রব্য পাইতে অথবা কোন মনোনীত কৰ্ম করিতে ব্যাঘাত দেও——”।

৫. উত্তম, বলিয়া যাও; কোন সময়ে এবং কি কারণে তোমাকে আমি ক্লেশ দেই, কিনা আমোদ পাওয়া নিবারণ করি ? ”। “সখ্য আমি কোন দুষ্ট্য করি সেই সময়ে এবং সেই দুষ্ট্য করিয়াছি এই জন্যে”।

৬. “তুমি তোমাকে নিগূহ দিতে ভালবাসি বলিয়া কি এই দণ্ডরূপ নিগূহ দেই, তাহা না হরতো কি অতি ক্রোধে? না পিতঃ, আমার নিশ্চয় জ্ঞান আছে, তুমি যত্ননা দিতে ভালবাসি বলিয়া যত্ননা দেওনা; কিন্তু কেবল আমার দোষ ক্ষেপনাথে—অথবা পুনশ্চ দুষ্ট্য হইতে নিরস্ত করিতে”।

৭. এবং সঙ্গে কিপ্রকারে তোমার জ্ঞানের প্রতি ক্রর করিবে, কিনা পুনশ্চ দুষ্ট্য করা নিবারণ করিবে? “তুমি জ্ঞান, পিতঃ, পাচে তদনুরূপ দণ্ড পাই এই ভয়ে তাদৃশ কুৰ্ম পুনর্বার করিতে আমার শক্তি হইবে”।

৮. তবে তোমার বর্ণনানুসারে, যে ব্যক্তি দুষ্ট্য করিয়াছে তাহাকে সেইপ্রকার কুৰ্ম হইতে পুনরা নিবারণ হেতু যে ক্লেশ দেওয়া হয় তাহাই ন্যায় দণ্ড”। হাঁ পিতঃ ত্রি কথা ব্যক্ত করাই ক্রামা জ্ঞাপ্য।

৯. এবং ফ্রাঙ্ক, তুমি কি মান কর যে যত্নের অন কোন উপকার নাই? ” হাঁ পিতঃ, আছে! অন্য কেহ দিল্লের দুষ্ট্য নিবারণ করা: কারণ তাহার দেখিতে

পায় যে যে ব্যক্তি গর্হিত কৰ্ম করে সে দণ্ডপায় ; এবং যদি তাহারা নিশ্চিত জানে যে, সেই কৰ্ম করিলে, তাহারাও তজ্জপ দণ্ড পাইবে, তবে তাহারা তাহা না করিতে সাবধান লইবে ।

১০. “ তবে যাহারা কুৰ্ম্ম করে তাহাদিগের সেই কুৰ্ম্ম পুনরায় করণ রহিত করিবার নিমিত্ত, এবং অন্য ব্যক্তিদিগের ও দুষ্কৰ্ম্ম হইতে বিরত করিবার জন্য যে শাসিতিক যাতনা দেওয়া হয় তাহাই নাস্তি দণ্ড ” ।

১৩ পাঠ্য, ফুল্লক এবং তাহাৰ ভগিনী মেরিব কথা,
(পরি সমাপ্ত)।

১. ফুল্লক বলিলেন, “ কিন্তু পিতঃ আমাকে এসকল কথা আপনি কেন কহিতেছেন ? ” কারণ, আমার প্রিয় পুত্র, তুমি এখন বুদ্ধিজীবী হইতেছ, এবং আমার অভিজ্ঞায় যে বুঝিতে পার, এই জন্য আমার বাঞ্ছা হয়, যে তোমাকে শিক্ষা দেওন কালীন আমি সাহায্য করি, তাবতের কারণ তোমাকে সাধ্যমত ব্যাখ্যা করিয়া দেই ” ।

২. পশ্চাদি, যাহাদিগের জ্ঞান নাই, তাহাদিগের কেবল মুক্কাঘাতের দ্বারা শাসন করা যায় ; কিন্তু মনুষ্য জাতি, যাহাদিগের বিবেচনা এবং যুক্তি করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাদিগের, কি নাস্তি এবং কিসে সুখী করিবে এই বিবেচনা দ্বারা শাসন করা যাইতে পারে, এবং

তদ্বারা তাহার। আপনার। ও আপনাদিগকে শাসন করিতে পারে।

৩. “আমি তোমাকে একটা জ্ঞানহীন পশুর ন্যায় ব্যবহার করি না, কিন্তু এক বুদ্ধি জীব প্রাণির ন্যায়; এবং প্রতি ঘটনায় কি উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত, এবং কি ন্যায় কি অন্যায় তত্তাবৎ তোমাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করি।”

৪. ফ্রাঙ্ক কহিলেন, “পিতঃ, আপনাকে কৃতজ্ঞ হইয়া নমস্কার করিতেছি; আমি ও এক বুদ্ধিজীবী প্রাণির ন্যায় ব্যবহৃত হইতে বাঞ্ছা করি। পিতঃ, আপনাকে কি একটি কথা বলিব?” “হে আমার প্রিয়, তোমার যত বিষয় বক্তব্য আছে তাবৎ কহ”।

৫. কিন্তু, পিতঃ, সেই কথাটি আপনকার বিষয়ক, এবং বোধ হয় আপনি হয়তো উহা ভাল বাসিবেন না। পিতঃ, মেরি এবং আমি বিবাদ করিলেই, আমাদের মধ্য কাহার অন্যায় অধিক ইহা অনুসন্ধান না করিয়া আমাদের পৃথক করিয়া দেওয়া আমার বিবেচনার ন্যায় বোধ হয় না। “যখন লোকে বিবাদ করে তখন প্রায় সচরাচর তাহার। দুই পক্ষেই দোষী।

৬. কিন্তু সর্বদা নহে, পিতঃ; এবং এমন পুনঃপুনঃ সটে যে একপক্ষ অপেক্ষা অন্য পক্ষ অধিক অপরাধী; এবং ইহাও নাযা নহে যে যে পক্ষ অধিক দোষী সে ও যত শাস্তি পায় অল্প দোষীও তত্পর পায়”।

৭. 'এখানে ফ্লাস্ক নিম্নস্থ হইলেন, এবং তাঁহার চক্ষে অশ্রু আইল ; এবং ক্ষণকাল বাক্য কাঁচিতে উদ্যম করিয়া, তিনি পুনঃ বসিলেন ।

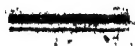
৮. " পিতা এখন সকল শেষ হইয়াছে, আপনাকে আমি অবশ্যই কহিব যে আমিই অধিকতম অপবাদ যোগ, হইয়াছিলাম, গতকল) মেরি এবং আমার সহিত যে কলহ হইয়া তাহাতে আমারই অধিক অনায় থাকে । তাঁহার ক্রম বলপূর্বক টিপিয়া ধরিয়া আমিই তাঁহাকে বেদনা দিয়াছিলাম, এবং তিনি কেবল জ্ঞানন করিয়া উঠিয়াছিলেন ।

৯. ফ্লাস্কের পিতা তাঁহার মন্তকোপরি হস্ত দিয়া কহিলেন, 'হে আমার সৎ, মহৎ বালক, এখন যে প্রকার কৰ্ম করিতেছে, যেমন বোধ করিতেছ, এইরূপ সৰ্ব্বদা করিও । এবং যখন কোন অনায় কর তাহা দাঁকার করিতে তোমার সৰ্ব্বদা যথেষ্ট সরলতা এবং সাহস হউক ।

১০. ক্ষুদ্র মেরি, যিনি তাঁহার খেলাইবার জন্য সূত্রে নিকট যাইয়াছিলেন, যখন তাঁহার। এমন বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন যাহা তিনি বুঝিতে পারেন না, তৎক্ষণাৎ সামগ্রী ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আইলেন, এবং ফ্লাস্কের পাশ্বে দাঁড়াইলেন, তাঁহার মুখ প্রতি চাহিতে লাগিলেন, এবং উগুতা পূর্বক শ্রবণ করিতে লাগিলেন যখন ফ্লাস্ক কহিলেন যে তাহাদিগর বিবাহে তাঁহারই অধিক অপরাধ হইয়াছিল ।

১১. এবং যখন তাঁহার পিতা তাহাকে প্রশংসা করিলেন, মেরি ইন্ড হামিলেন, আত্মাদে তাহার চক্ষুঃ দ্বয় প্রকলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার (ফ্রাঙ্কেব) পিতা তাঁর কথা শেষ হইলে পর তিনি কহিলেন, “ফ্রাঙ্ক অতি ভাল কর্ম করিয়াছেন এই কথা বলিয়া যে তাঁহারই অধিক অনায়াস হইয়াছিল; কিন্তু আমার ও কিঞ্চিৎ অনায়াস ছিল; আমার যত ক্রন্দন করা উচিত তদপেক্ষা অধিক ক্রন্দন করিয়াছিলাম এবং অতি চীৎকার শব্দে; তাহার কারণ এই যে আমি রাগান্বিত হইয়াছিলাম।

১২. ফ্রাঙ্কের পিতা তাঁহার মস্তক চাপড়াইয়া কহিলেন, “এই দেখ এক উত্তম বালিকা! এখন সকল মীমাংসা হইয়াছে ভবিষ্যতে উত্তম আচরণ করিও”।



এই গল্প যাহার আবশ্যক হয়, হিন্দুকালোৎসবের সময় ডিপাটমেন্টে কিম্বা পটলডান্ডা চীপ মার্কেটের তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিলেন।



